মাকড়সার জাল

৺যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা-৬

উৎসর্গ

পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী

মহোদয়ের করকমলে—

ঠাকুর মহাশয়,

আপনি আমায় স্নেহ করেন বলিয়া আমার খারাপ লেখাও আপনার ভাল লাগে। তাই অতি সাহসী হইয়া বর্ত্তমান সমাজের অনেক কুৎসিত ঘটনা আশ্রয় করিয়া লেখা এই নাটকখানি আপনাকে দিলাম।

সমুদ্র মন্থনে যে বিষ উঠিয়াছিল, তাহা পান করিয়াছিলেন স্বয়ং নীলকণ্ঠ। 'মাকড়্সার জাল'-এ বিষ কি অমৃত উঠিয়াছে জানি না—তবে সমাজ-মন্থনে আমার কৃত্রিমতা ছিল না।

চারঘাট, ২৪ পরগণা
হাল সাকিন : কলিকাতা,
২২।৩এ, গ্যালিফ ষ্ট্রীট,

সেবক
শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

নিবেদন

"মাকড়সার জাল" নাট্যাভিনয়ের সুখ্যাতি হইয়াছে। "রঙমহলে" ইহার অভিনয়নের জন্য শ্রীযুক্ত অমর ঘোষ, শ্রীপ্রভাত সিংহ, নাট্য-পরিচালক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তিমান্ নট বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এবং আমার হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত অমূল্য মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্ধুবর্গের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। নাটক মহলার সময় আমি একদিনের জন্যও ইহাদিগকে সাহায্য করিবার অবকাশ পাই নাই।

পাঠকগণের কাছে আমার মাত্র একটি কথা বলিবার আছে। "রঙমহলে" এই নাটকখানিকে "crimo-social" নাটক বা "অপরাধ-প্রবণ সামাজিক" নাটক বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে। বিশিষ্ট দর্শকগণও নাট্যাভিনয় দেখিয়া নাটকখানিকে সাধারণ ডিটেক্‌টিভ গল্পের নাট্যরূপ মনে করিয়াছেন। এরূপ মনে হইবার কারণও আছে, "রঙ-মহলে"র অভিনয়ের উদ্দেশ্যও তাহাই।

এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা নাটকের শেষ অংশ একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। মূল নাটকের আখ্যান ভাগে অপরাধের কথা থাকিলেও ডিটেক্‌টিভ নাটক লেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। মানব-চরিত্রের অন্তর্গূঢ় রস ও ভাব প্রকাশের জন্যই শিক্ষিত ভদ্র অপরাধীর জীবনের ঘটনা আশ্রয় করিয়াছি। যখন নাটক আরম্ভ হইল, নাটকের প্রধান চরিত্র তখন আর অপরাধী জীবনের ভার বহন করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু 'গহনা কর্ম্মণো গতিঃ," কর্ম্ম শেষ করিতে চাহিলেই শেষ করা যায়

না—তাঁহার সঞ্চিত কর্ম্ম এবং সেই কর্ম্মপ্রভাবে তাঁহার যে চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই চরিত্র তাঁহাকে সোজা পথে যাইতে দিল না—ফলে নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি এবং তিনি যাহাকে রক্ষা করিতে চাহেন তাহাকেই মরণের পথে টানিয়া আনেন! তিনি পুলিশে ধরা পড়িবেন, কি ধরা দিবেন, বা আত্মহত্যা করিবেন কি আত্মরক্ষা করিবেন—এ সব ঘটনা বড় কথা নয় —বড় কথা তাঁহার অন্তরে তিনি কি আঘাত পাইলেন এবং রসের ক্ষেত্রে সে আঘাতের মূল্য কতখানি।

পাঠকগণের সুবিধার জন্য মূল নাটকখানি পুরাপুরি ছাপাইয়া—পরিশিষ্টে পরিবর্ত্তিত অংশ, যাহা রঙমহলে অভিনয় হইতেছে, তাহা জুড়িয়া দিলাম। পাঠকগণ নাটকখানির পরস্পর-বিরোধী দুই বিভিন্নরূপ দেখিয়া বিশেষ আনন্দ পাইবেন, আশা করা যায়। নাটকে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে সহৃদয় পাঠক নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। নিবেদন ইতি—

২২।৩ এ, গালিফ স্ট্রীট,
কলিকাতা
২৩শে আষাঢ়, ১৩৪৬ সাল

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

সিটি এনটারটেনার্স পরিচালিত

রঙ্ মহলে

প্রথম অভিনয়

৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৪৬ সাল

ইং ২০শে মে, ১৯৩৯ সাল

সংগঠনকারিগণ

স্বত্বাধিকারী	...	শ্রীঅমরনাথ ঘোষ
প্রযোজনা অধ্যক্ষ	....	শ্রীপ্রভাত সিংহ
নাট্যপরিচালক		শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
দৃশ্যপট	....	শ্রীমণীন্দ্র দাস
সঙ্গীত	....	শ্রীশৈলেন রায়
সুর	....	তুলসী লাহিড়ী
নৃত্য	....	শ্রীব্রজ পাল

স্টেজম্যানেজার	....	শ্রীঅমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায়
সহকারী	....	শ্রীবিশ্বেশ্বর দাসগুপ্ত
ইলেকট্রিশিয়ান	....	শ্রীযোগেন দে
সহকারী	....	শ্রীসুশীল দে
”	...	শ্রীশচীন ভৌমিক
”	....	শ্রীজগদ্বন্ধু রায়
বেশকারী	....	শ্রীরাখাল দাস
”	....	শ্রীযতীন দাস
স্মারক	...	শ্রীমণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
”	...	শ্রীঅধীর ঘোষ
হারমোনিয়ম বাদক		শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়
সঙ্গত	....	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
পিয়ানো	....	শ্রীসুধীর দাস (ভণ্ডুল)
বংশীবাদক	....	শ্রীশরদিন্দু ঘোষ
ট্রমপেট	....	শ্রীবৃন্দাবন দে
সেলো	....	শ্রীক্ষীরোদ গাঙ্গুলী
বেহালা	....	শ্রীকালী সরকার

প্রথম অভিনয়-রজনীর নটনটীগণ

—পুরুষ—

স্মরজিৎ ...	শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরেন্দ্রনারায়ণ	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
ভূধর মুখোপাধ্যায়	শ্রীপ্রভাত সিংহ
বিভাকর	শ্রীভূমেন রায়
সীতানাথ	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়
নিবারণ	শ্রীআশু বোস (এ্যামেচার)
নলিন	শ্রীগিরিজা সাধু
	শ্রীদেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	শ্রীবিপিন বসু
ঠাকুর ..	শ্রীচৈতন রায়
কুমুদ ..	শ্রীবিনয় বসু
রামদাস ..	শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়
সাতকড়ি ..	শ্রীঅনিল মিত্র
বিপুল ..	শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাইরেক্টর দ্বয়..	শ্রীতারাকুমার ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন রায়

—স্ত্রী—

কুসুমকামিনী	...	শ্রীমতী পদ্মাবতী
সুনীতি	...	শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা
চিত্রা	...	শ্রীমতী উষা দেবী
নির্ঝরিণী	....	শ্রীমতী ফিরোজাবালা
জয়ন্তী	....	শ্রীমতী গিরিবালা
অনিলা	....	শ্রীবেলারানী
প্রতিভা	....	শ্রীমতী ঝরনা দে
ছাত্রীগণ	....	শ্রীমতী রানীবালা, শ্রীমতী আন্নাকালী, শ্রীমতী কিশোরী, শ্রীমতী রানী, শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী, শ্রীমতী প্রভা।

নাটকীয় চরিত্র-পরিচয়

—পুরুষ—

স্মরজিৎ	....	মধুর প্রকৃতি উৎসাহী যুবক
সুরেন্দ্রনারায়ণ		বিখ্যাত ধনী সামাজিক
ভূধর মুখার্জ্জি		মাকড়সার জালের কর্ম্মসচিব
বিভাকর	....	চিত্রার প্রেমাকাঙ্ক্ষী যুবক
সীতানাথ	....	নির্ঝরিণীর পিতা
নিবারণ	....	হোটেলের ম্যানেজার
নলিন	....	অনিলার দেওর
রঞ্জন	....	ভূধরের সহকর্ম্মী
দীনবন্ধু	....	সুরেন্দ্র রায়ের ড্রাইভার
ঠাকুর	....	ভূধর মুখার্জ্জির পাচক
কুমুদ	...	ভূধরের পুত্র
রামদাস শেঠ	....	জনৈক মাড়োয়ারী ধনী
সাতকড়ি	....	সুরেন্দ্র রায়ের চাকর
বিপুল	...	অভিনেতা যশপ্রার্থী
ডাইরেক্টরদ্বয়	....	গীত-শিল্পী নৃত্য-শিল্পী

—স্ত্রী—

সুনীতি	....	কুমারী কন্যা
কুসুমকামিনী	....	ভূধরের স্ত্রী
চিত্রা	....	ভূধরের কন্যা
নির্ঝরিণী	....	জনৈক অপহৃতা বিবাহিতা বালিকা
জয়ন্তী	....	সুরেন্দ্র রায়ের স্ত্রী
অনিলা	....	সুনীতির বন্ধু
প্রতিভা	....	জনৈক অপহৃতা বালিকা

———

মাকড়সার জাল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উত্তর-কলিকাতা—একখানি নূতন সুন্দর বাড়ীর দ্বিতলের বসিবার ঘর—বিশিষ্ট আত্মীয়েরাই
এঘরে আসিয়া বসেন—বাহিরের লোক বড়একটা এ ঘরে আসে না—ঘরখানি
হালফ্যাসানে সজ্জিত। গৃহকর্ত্তা সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়—তাঁহার পত্নী
শ্রীমতী জয়ন্তী দেবী (বয়স যথাক্রমে ৫২ ও ৪০)। অবস্থা ভাল
বলিয়াই মনে হয়। বাড়ীতে একটি নূতন লোক আসিয়াছে—
সুন্দর সুশ্রী সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, নাম স্মরজিৎ মিত্র।
অনেকক্ষণ ধরিয়া কি আলোচনা হইতেছিল—
সকলের মুখ গম্ভীর।

স্মরজিৎ। তারপর—?

সুরেন্দ্র। স্মরজিৎবাবু, আপনি একটু এঁকে সান্ত্বনা দিন। আজ পাঁচদিন উৎপলা বাড়ীতে নেই, এ পাঁচ দিন উনি ওঠেন নি—কারো সঙ্গে কথা বলেন নি!

জয়ন্তী। আমাতে আর আমি নেই বাবা! এ কি দিনকাল প'ল! আমাদের ঘরে যে এ রকম কাণ্ড হবে, তা তো কোনো দিন মনে করিনি—!

সুরেন্দ্র। স্মরজিৎবাবু যখন এসেছেন—আর আমি ভাবিনে। আমার মেয়েকে' যদি আর কখনো পাওয়া নাও যায়, তাতেও আমার দুঃখ নেই; কিন্তু মশায়, বদমায়েসদের শাস্তি দিতেই হবে!

জয়ন্তী। না, না—তুমি অমন কথা ব'লো না। দুষ্ট লোকের শাস্তি ভগবান দেবেন। তুমি আমি কি শাস্তি দেবার মালিক? তারা ধরা পড়ুক না-পড়ুক—তুমি বাবা, আমার মাকে উদ্ধার করে এনে দাও!

সুরেন্দ্র। উদ্ধার আমি নিজেই ক'রতে পারতেম্—আমায় ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখেছে। এই দেখুন না—"৩৫ নং হরিহর দত্ত রোড, শালখিয়া—আগামী ২৯ শে সেপ্টেম্বর বারো হাজার টাকা লইয়া—এই ঠিকানায় রাত্রি ১টা ৩৭ মিনিটের সময় আসিবেন—আপনার মেয়ের দেখা পাইবেন।"

জয়ন্তী। আমি বলি, তাই তুমি যাও—যেমন ক'রে হোক্, বারো হাজার টাকা যোগাড় ক'রে তাদের সঙ্গে দেখা কর। মেয়ে আগে বাড়ী আসুক, তার পর শাস্তি দিতে হয়—সে ব্যবস্থা পরে ক'রো।

স্মরজিৎ। ২৯শে সেপ্টেম্বর? আজ ২৭শে; পরশু দিন—?

সুরেন্দ্র। হাঁ্যা—এ রকম case এর আগে আরো দু'একটা হ'য়ে গেছে।

স্মরজিৎ। (চিঠি দেখিয়া) চিঠিতে কোনো ডাকঘরের ছাপ নেই তো?

সুরেন্দ্র। না, কাল সকালে দেখি—"লেটার বক্সে" চিঠিখানা রয়েছে। লোক পাঠিয়েছিল নিশ্চয়ই!

স্মরজিৎ। পুলিশে খবর দেননি?

সুরেন্দ্র। এ রকম ব্যাপারে পুলিশে খবর দিয়ে কোন লাভ আছে কি?

স্মরজিৎ। আপনার মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না—এই ব'লে একটা ডায়েরি ক'রলে পারতেন।

সুরেন্দ্র। আমরা সামাজিক লোক—কুমারী মেয়ে—বুঝছেন তো? আমি জানি—কারা এ কাজ করেছে। They are very big people—অত্যন্ত organised দল! ইচ্ছা ক'রলে—they can easily buy up—

স্মরজিৎ। বলেন কি?—এত বড় organisation!

সুরেন্দ্র। নইলে আমি আপনাকে খবর দিতাম না। এর আগে ঠিক এই রকম আর একটি ঘটনা ঘটেছিল, শীলেদের বাড়ীর একটি ছেলেকে আট্‌কে রেখেছিল—

স্মরজিৎ। কোন্ শীল?

সুরেন্দ্র। ননীগোপাল শীল—সমস্ত এস্টেটের উত্তরাধিকারী, নাবালক—। তারা অবিশ্যি টাকা দিয়েছিল—!

জয়ন্তী। বারোহাজার টাকা—তুমি দিতে পারনা? না হয়, আমার গহনা-গাঁটি যা আছে—বিক্রী কর!

সুরেন্দ্র। তুমি আমায় ভুল বুঝ না জয়ন্তী! বারোহাজার টাকা আমার পক্ষে খুব বড় কথা নয়। মেয়ের চেয়ে টাকা বড় নয়। টাকা আমি দিতে পারি। কথাটা তা নয়—। I am the last man to let these things grow in Calcutta. (স্মরজিতের প্রতি) You appreciate my view point?

স্মরজিৎ। হুঁ, বুঝ্‌তে পেরেছি!

সুরেন্দ্র। ননীগোপাল শীলের স্ত্রী দিয়েছিলেন—তিনি ছিলেন স্ত্রীলোক—আমাদের social আর economic lifeএ এর ফল যে কি

ভীষণ, তিনি জান্তেন না। আমি সব জেনে শুনে এত বড় পাপের প্রশ্রয় কি করে দেব ?

জয়ন্তী। কিন্তু, আগে মেয়ে—তার পর অন্য কথা। দু'দিন দেরি হ'লে যদি তাকে মেরে ফেলে, কি আর সর্ব্বনাশের কথা—যদি নষ্ট করে!

সুরেন্দ্র। আমার মেয়ে সে—আমার হাতে তৈরি—তাকে আমি physical training দিয়েছি। She is an accomplished young lady,—she can protect herself. নষ্ট তাকে করতে পারবে না; তবে Godforbid,—হয়তো মেরে ফেল্তে পারে; কিন্তু সহজে এতটা সাহস কর্ব্বে না। আমার ধারণা, তারা ব্যবসাদার—খুনে নয়।

স্মরজিৎ। আপনি তাদের বিষয় আর কিছু জানেন ?

সুরেন্দ্র। তাহ'লে আর আপনাকে ডাক্বো কেন ? এই ক'লকাতা শহর আমার জন্মভূমি—আমি এখানে জন্মেছি। অনেক বড়লোক শহরে আছেন, যাঁদের জন্মভূমি ক'লকাতা নয়—তাঁদের কাছে এ শহর দোকান ঘরের মত—They earn their livelihood here. তাঁরা টাকা উপার্জ্জন করেন, টাকা জমান। অবশ্য তাঁরাও এর মঙ্গল চান—কিন্তু এর কোন অমঙ্গল হ'লে আমার প্রাণে যে গভীর ব্যথা লাগে, তাঁদের তা লাগে না। আমি বা আমার মত যাঁরা এ ক'লকাতা শহরে জন্মেছেন, তাঁরা একে অন্য চোখে দেখেছেন। আমি চাই না—আমাদের কলকাতা, লণ্ডন, প্যারী, নিউইয়র্ক, শিকাগোর মত হ'ক্!

স্মরজিৎ। আপনার চাওয়া না চাওয়ার উপর কি শহরের progress নির্ভর ক'রছে ? এই তো আপনার বাড়ীর গায়ের ওপর

মাড়োয়ারি এসে ব'সেছে। শহর মাত্রই এখন cosmopolitan —যে দেশের শহর, শুধু সে জাতের নয়।

সুরেন্দ্র। ঠিক সেই কারণেই international and infernal disease-ও এই সব শহরের হৃদ্‌পিণ্ডের ভিতর বাসা বেঁধেছে। Like cancer or phthisis they are eating into the vitals of the city. I want to eradicate them. আমি ১৯০৫ সালের ছাত্র—প্রথম 'বন্দে মাতরম্'-গান আমরা গেয়েছিলাম। তখন ক'লকাতা ছিল বাংলাদেশের রাজধানী, ভারতবর্ষের রাজধানী!

স্মরজিৎ। কাজের কথা শুনি,—

সুরেন্দ্র। আপনি যদি সাধারণ ডিটেক্টিভ হ'তেন, আর আমি যদি ননীগোপাল শীলের মত শুধু একজন সাধারণ নাগরিক হ'তুম—problems-এর কথা তুলবার প্রয়োজন হ'ত না। গভর্নমেণ্টের মেসিনারির দ্বারা এ কাজ হবার উপায় নেই। আপনি স্বদেশহিতৈষী, সমাজসেবক—

জয়ন্তী। তুমি আগে সব কথা ওঁকে বুঝিয়ে বল—!

স্মরজিৎ। বুঝ্‌তে আমি পেরেছি। কো-এডুকেশন, সিনেমা, মোটর গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গেই এসব এদেশে কিছু কিছু আমদানি হ'য়েছে। আচ্ছা—আমি যেসব কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি তার উত্তর দিন।

সুরেন্দ্র। বলুন।

স্মরজিৎ। আমি নোট করে নিই—আপনার মেয়ের নাম 'উৎপলা'। বয়স একুশ-বাইশ। আজও বিয়ে হয়নি?

সুরেন্দ্র। না।

স্মরজিৎ। কলেজে প'ড়্তেন?

সুরেন্দ্র। না—কলেজে পড়াইনি। পাঁচরকম ছেলেমেয়ের সঙ্গে মিশে পাছে খারাপ হ'য়ে যায়—এই ভয়ে আমি তাকে কলেজে দিইনি। বাড়ীতে নিজেই পড়াতুম।

স্মরজিৎ। মেয়ে কি পুরুস বন্ধু আছে আপনার মেয়ের?

সুরেন্দ্র। আমাদের জানা বিশেষ কেঁউ নেই!

স্মরজিৎ। লেখাপড়া বেশ ভালই শিখেছেন?

সুরেন্দ্র। হ্যাঁ—গাইতে জানে, ঘরের কাজ জানে, কিছু artistic training—মেয়েদের সম্বন্ধে আমার নিজের একটা ideal আছে, আমি সেইভাবে তাকে গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা করেছি।

স্মরজিৎ। আপনার মেয়ে যে চুরি গেছে—আপনারা কখন্ সেটা জানতে পারলেন?

সুরেন্দ্র। রোজ বিকেলে আমার স্ত্রী আর উৎপলা মোটরে করে বেড়াতে যেতেন। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর ঘটনার দিন এঁর অসুখ ছিল, ইনি বেরুলেন না; উৎপলা একাই যায়—বাড়ীর গাড়ী, বাড়ীর সোফার—সন্দেহের কিছুই ছিল না!

স্মরজিৎ। তারপর কি হল?

সুরেন্দ্র। রাত প্রায় দশটার সময় সোফার গাড়ী নিয়ে ফিরে এল—উৎপলা গাড়ীতে নেই।

স্মরজিৎ। সোফার কি ব'ল্লে?

সুরেন্দ্র। সোফার বল্লে—লেকে বেড়াতে যায়। গাড়ীখানা রাস্তায় ছিল—উৎপলা হেঁটে বেড়াচ্ছিল। একটি পরিচিত বন্ধুর

সঙ্গে কথা বলতেও দেখেছিল। তারপর ওরা ভিড়ের ভিতর গিয়ে পড়ে। ঘণ্টাদুই অপেক্ষা করার পর—সোফার একটু চিন্তিত হয়।

স্মরজিৎ। মোদ্দা কথা—উৎপলা আর গাড়ীতে আসেনি। সোফারকে আপনি অবিশ্বাস করেন না?

জয়ন্তী। না বাবা—সে বড ভালছেলে—ভদ্রলোকের ছেলে। সে এ রকম কাজ ক'রতেই পারে না।

সুরেন্দ্র। আমি তাকে পুলিশে দিতে যাচ্ছিলাম—ইনি আমায় ধ'রে ব'সলেন—ড্রাইভারের দোষ কি? আমিও বিবেচনা করে দেখ্‌লুম—সত্যিই তো তার কোন দোষ নেই!

স্মরজিৎ। লোকটাকে একবার ডাক্‌তে পারেন? আমি দেখ্‌বো।

সুরেন্দ্র। তার পরদিনই তাকে বিদেয় দিয়েছি। বলেন তো, খবর দিয়ে পাঠাই; একটা মেসে থাকে—

স্মরজিৎ। আচ্ছা দরকার হয়—এর পর ডেকে পাঠাব।

সুরেন্দ্র। আমরা স্বদেশী যুগের মানুষ—আমরা ম্যানচেস্টারের কাপড় পুড়িয়েছি, লিভারপুলের নুন জলে ফেলেছি। আমরা ছিলাম বঙ্কিম-বিবেকানন্দের শিষ্য। ভেবেছিলাম, আনন্দমঠের আদর্শে বাঙ্‌লা দেশকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলা সম্ভব হবে। আমাদের কাপড়-পোড়ানো ব্যর্থ হ'ল, চরকাখদ্দর ব্যর্থ হ'ল—নূতনতর পাশ্চাত্য বিলাসের স্রোতে আমাদের সমস্ত উদ্যম ভেসে গেল!

স্মরজিৎ। আপনি কি ব'ল্‌তে চান? আপনার বক্তব্য আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে।

স্থরেন্দ্র। শুনুন—আমি আমার দেশকে, আমার জন্মভূমি এই ক'লকাতা শহরকে—এই সমস্ত পাশ্চাত্য পাপ থেকে মুক্ত দেখ্তে চাই। But I am almost an old man! I have plenty of money, even my wife does not know how much I have earned! আপনি তরুণ, আপনি শিক্ষিত, আপনার উৎসাহ আছে, দেহে শক্তি আছে— আপনার followers আছে, admirers আছে। আপনি যদি পুলিশ অফিসার হ'তেন—আমি আপনাকে ব'ল্তাম না; যাঁরা অফিসার, তাঁদের কতকগুলো formএর ভিতর দিয়ে যেতে হয়। You can go your own way.. আমি আপনাকে অর্থ আর উপদেশ দিয়ে সাহায্য ক'রতে পারি,—but I have not the strength and courage to do it myself!

স্মরজিৎ। দেখুন, আমিও একদিন স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমার কল্পনার ভারতবর্ষ—তার রূপ আলাদা! তার শহর এ রকম নয়, বাড়ীঘর এ রকম নয়, মানুষ এ রকম নয়, শিল্প এ রকম নয়, সঙ্গীত এ রকম নয়, সাহিত্য এ রকম নয়,—

স্থরেন্দ্র। আমি জানি, জানি—আপনাকে প্রথম যেদিন দেখি, সেইদিনই বুঝেছিলাম—আপনি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত!

স্মরজিৎ। আমি ভারতবর্ষের সমস্ত শহরে গেছি– বাংলার প্রতি পল্লীতে গিয়েছি—যত কর্ম্মকেন্দ্র আছে, সব কর্ম্মকেন্দ্র দেখেছি—কর্ম্ম-পদ্ধতি দেখেছি—আমার ভাল লাগেনি!

স্থরেন্দ্র। দেখুন স্মরজিৎবাবু, তুই শ্রেণীর কর্ম্মী থাকেন—সব দেশে সব সময়ে। তাঁদের একদল গড়ে, আর একদল ভাঙ্গে।

আপনার মন্ত্র—ধ্বংস। পরাধীনতায় দুর্ব্বল বাঙালী জাতির এই যে পাশ্চাত্য-অনুকরণপ্রীতি—এ আপনাকে মানুষের মন থেকে তুলে ফেলতে হবে। নারীহরণের মানে বুঝি, চুরিডাকাতের অর্থ বুঝি, গুণ্ডামি মারামারি—এ সব দেশে চিরকাল থাকে। যারা এ সব কাজ করে, তারা ভদ্রসমাজে মাথা তুলে বেড়ায় না। এই যে বাইরে ভদ্রবেশ, সভ্য আবরণ আর অন্তরে বিষাক্ত মনোবৃত্তি,—আপনি জানেন না স্মরজিৎবাবু, এটা কি পরিমাণে বেড়ে চলেছে! ধনীর উপর অত্যাচার চ'ল্‌ছে একভাবে, দরিদ্রের উপর অত্যাচার চ'লছে অন্যভাবে। আজ আমার মেয়ে উৎপলাকে হরণ ক'রেছে—আমি যদি শুধু তাকে উদ্ধার ক'রে নিশ্চিন্ত হই, তাহলে দেশের উপর, সমাজের উপর আমার যে কর্ত্তব্য আছে, তা করা হ'ল না। আপনি এ কাজের ভার নিন—যত টাকা দরকার হয়, আমি আপনাকে দেব!

স্মরজিৎ। যত টাকা দরকার হবে—আপনি আমায় দেবেন?

সুরেন্দ্র। হ্যাঁ—দেব। উৎপলাকে আপনি উদ্ধার করতে পারবেন—সে আমি জানি। কিন্তু সেইখানেই থেমে যাবেন না।

স্মরজিৎ। আমি বিপদে ভয় করিনে—বরং শান্তশিষ্ট সহজ জীবন আমার ভাল লাগে না!

সুরেন্দ্র। আমি তা জানি। তার উপর you have thorough training of a revolutionist. Like an ordinary father শুধু যদি মেয়ে-উদ্ধার করা আমার উদ্দেশ্য হ'ত, আমি একজন ভাল ডিটেক্টিভকে ডাকতুম—কিন্তু আমি তা চাইনে। আমি এই organisation ধ্বংস করতে চাই—

জয়ন্তী। উনি অনেক কথা বল্লেন্—আমি মেয়েমানুষ—আমি অত বুঝিনে; আমি তোমায় হাতে ধ'রে বল্‌ছি বাবা—তুমি আমার মেয়েটিকে এনে দাও। তার জন্য গোড়ায় যদি গুণ্ডাদের কিছু টাকাও দিতে হয়, তুমি আমার কাছে চাইলেই পাবে।

সুরেন্দ্র। তুমি উতলা হ'য়ো না জয়ন্তী! এ গুণ্ডা সহজ গুণ্ডা নয়। আজ বারোহাজার টাকা দিলেই তুমি এদের হাতে নিস্তার পাবে না। এর পর তোমার মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেলে—নানা ছলে তাদের কাছে টাকা আদায় ক'রবে—ওদের জীবন একেবারে বিষময় করে তুল্‌বে!

জয়ন্তী। তুমি আমাদের এখানে থাকবে বাবা? কতদূর কি হ'ল, রোজ তোমার কাছে খবর পাব।

স্মরজিৎ। না—আপনাদের এখানে থাকবো না। যেখানে থাকি, সেখানেও থাক্‌বো না—আমি অন্য জায়গায় অন্যভাবে থাক্‌বো; ঠিকানা আপনাদের দিয়ে যাব। মাঝে মাঝে এখানে আস্‌বো।

সুরেন্দ্র। আচ্ছা, পুলিশের সাহায্য নেবেন কি?

স্মরজিৎ। প্রয়োজন হ'লে আপনাকে ব'ল্‌বো। আপনি যখন আজও ডায়েরি করাননি—এখন ডায়েরি করানো—একটু অস্বাভাবিক মনে হ'তে পারে।

সুরেন্দ্র। আপনার record কেমন—পুলিশ আপনাকে জানে?

স্মরজিৎ। আমি revolutionary দলে মিশেছি বটে, কিন্তু active part কখনো নিইনি। আমার মনে হয়, পুলিসের recordএ আমার নাম নেই।

সুরেন্দ্র। তাহ'লে পুলিশকে একটু এড়িয়ে চল্‌বেন। সাহায্য দরকার মনে করেন—সাহায্য নেবেন। Well, I won't dictate you. I give you full liberty. আমি কংগ্রেসের মেম্বার নই—কর্পোরেশানের কমিশনার নই—এমনি pure and simple business man. আমারই মত নিরীহ নাগরিকদের পীড়ন করা এদের কাজ—তবে আমি নিরীহ নই। আগে নিরীহ ছিলাম—এখন দেখ্‌ছি in the long run, it does not pay. আপাতত খরচপত্রের জন্য এই দু'শ টাকা রেখে দিন—দরকার হ'লে চেয়ে নেবেন।

স্মরজিৎ। ভার আমি নিলাম। তিন-চার দিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো।

জয়ন্তী। তিন-চার দিন দেরি হবে বাবা?

স্মরজিৎ। নাও হ'তে পারে। দেখুন সুরেনবাবু—আমি শুনেছি, এই রকম organised crime ক'লকাতায় আরম্ভ হয়েছে—আর ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় শহরে এর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে প'ড়েছে। কিন্তু আপনি কি সত্যি মনে করেন, আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি-অবনতির সঙ্গে এর কোন যোগ আছে?

সুরেন্দ্র। নিশ্চয়ই আছে। অধিকাংশ ঘটনা যা ঘটে, তা খবরের কাগজে বেরোয় না। Well, you take time and see.

স্মরজিৎ। আপনার মেয়ে সম্বন্ধে কোন কথা বলতে হবে না—সে ভার আমি নিয়েছি। আপনি যে ভাবে interprete ক'র্‌লেন—এই সব criminal organisations, এগুলো সত্যি আমাদের জাতি কি দেশের ব্যাধি কি-না আমি তাই ভাবছি!

সুরেন্দ্র। একটা জীবন্ত স্বাস্থ্যবান জাতির পক্ষে এটা হয়তো কিছুই নয়—a passing phase! তারা বড় বড় সৎ কাজ করে, কাজেই বড় বড় অসৎ কাজ ক'রার অধিকারও তাদের আছে। কিন্তু আমাদের মত অনুকরণপ্রিয় জাতির পক্ষে this is awfully bad—ভয়াবহ ব্যাপার!

স্মরজিৎ। আপনি ঠিক বলেছেন।

সুরেন্দ্র। এই চিঠি আপনি রেখে দিন। টাকা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন—আমায় খবর দেবেন। পুলিশ ডাকা দরকার মনে করেন—ডাকতে পারেন। শুধু এইটুকু মনে রাখবেন, বড় criminal organisation—সোজা পথে ওরা যায় না।

জয়ন্তী। বাবা, আমি আর তোমায় বেশ কি ব'লবো, আমার উৎপলাকে তুমি—

স্মরজিৎ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মা—উৎপলাকে আমি উদ্ধার ক'রবোই। আচ্ছা, উৎপলার কোন ফোটো আছে কি?

জয়ন্তী। হ্যাঁ—আছে বই-কি!

সুরেন্দ্র। চলুন, উৎপলার শোবার ঘরটা আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। ঘরটা তারই নিজস্ব—সেই ঘরেই ফোটো আছে। আসুন—

[সকলে বাড়ীর ভিতরে গেলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শালখিয়া—ভূধর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী। দ্বিতলের বসিবার ঘর—তাঁহার কন্যা চিত্রা কবিতা আবৃত্তি করিতেছে।

চিত্রা। (আবৃত্তি)

O dark, dark, dark,
Amid the blaze of noon,
Irrecoverably dark, total eclipse
Without all hope of day!
O first created beam, and those good words
'Let there be light and light was over all',
Why am I thus bereaved of thy prime decree?
The sun to me is dark ...

(সুনীতি দেবীর প্রবেশ)

সুনীতি। Why the sun to you is dark, my darling!

চিত্রা। এস সুনীতিদি!

সুনীতি। কি হচ্ছে তোমার?

চিত্রা। পড়া মুখস্থ করছি—

সুনীতি। কি বই?

চিত্রা। Milton—Samson Agonistes.

সুনীতি। Samson Agonistes—কলেজে পড়ায়?

চিত্রা। হ্যাঁ—পড়ায় বই কি?

সুনীতি। তোমার ভাল লাগে?

চিত্রা। ভাল কি আর লাগে?—একজামিন দিতে হবে যে!

সুনীতি। স্যামসন্ কে জান?

চিত্রা। এক্ষুণি বলে দিচ্ছি—নোটে লেখা আছে।

সুনীতি। নোট রেখে দাও—প্রতি মানুষই স্যামসন্!

চিত্রা। না-না—প্রতি মানুষ কেন স্যামসন্ হবে? স্যামসন্ একটা বিশেষ মানুষ। সে অন্ধ—দুর্ভাগ্য—

সুনীতি। মানুষ মাত্রই অন্ধ—সাম্‌নে দেখ্‌তে পায় না, পিছনে দেখ্‌তে চায় না!

চিত্রা। সুনীতিদি, তুমি বেশ মজার মজার কথা বল! আচ্ছা সুনীতি-দি, তুমি কোথায় পড়েছিলে?

সুনীতি। আমার বাবার কাছে।

চিত্রা। স্কুল-কলেজে পড়েছিলে?

সুনীতি। না!

চিত্রা। পাশ করেছিলে?

সুনীতি। পরীক্ষাই দিই নি!

চিত্রা। আচ্ছা সুনীতিদি, তুমি কি বিয়ে ক'র্‌বে না—প্রতিজ্ঞা করেছ?

সুনীতি। না—প্রতিজ্ঞা করিনি, তবে বর কোথায় পাব?

চিত্রা। তুমি যদি বিয়ে কর্ত্তে রাজি হও—বরের অভাব হবে না।

সুনীতি। তাই না কি?

চিত্রা। তুমি যদি রাজী থাক— তাহ'লে ঘটকালি করি!

সুনীতি। থাক্,—আর ঘটকালি কর্‌তে হবে না। মিঃ মুখার্জ্জি এখনো ফেরেন নি?

চিত্রা। কোন্ মুখার্জ্জি? Junior or the Senior?

স্থনীতি। আমি কি Juniorএর কোন তোয়াক্কা রাখি—?

চিত্রা। Juniorএর যে তোমার জন্য প্রাণ যায়! দাদা ব'লেছে, তোমায় যদি না পায়—বৈরেগী হবে!

স্থনীতি। (সহসা গম্ভীর হইয়া) চিত্রা—এসব কথা তোমার মুখে আর যেন কোন দিন না শুনি!

চিত্রা। রাগ ক'রলে স্থনীতিদি?

স্থনীতি। না!

চিত্রা। বস!

স্থনীতি! তোমার বাবা কখন্ ফির্‌বেন—ব'ললে না তো?

চিত্রা। এখনি ফিরবেন—কত আর দেরি হবে? ··· বাবার সঙ্গে তোমার কতদিন আলাপ স্থনীতিদি?

স্থনীতি। আমার সম্বন্ধে তোমার এত কৌতূহল কেন? ···· আমার কোন কথা জান্‌তে চেয়ো না!

চিত্রা। তুমি আমার উপর রাগ করেছ!

স্থনীতি। না—রাগ করিনি। চিত্রা, আমায় একখানা গান শোনাও!

চিত্রা। আমার গান কি তোমার ভালো লাগবে?

স্থনীতি। নইলে গাইতে ব'ল্‌বো কেন?

চিত্রা। কি গান গাইব—প্রেমের গান?

স্থনীতি। এমন একটি নারীর গান গাও—যে আজীবন তার বাঞ্ছিতের অপেক্ষায় থেকে—এইমাত্র তাঁর পায়ের ধ্বনি শুন্‌তে পেল! জানা আছে এমন গান?

চিত্রা। মনে করে দেখি—

স্নীতি। কথা না হ'লেও আমার চ'ল্‌বে—শুধু—তুমি যদি স্থরের আব-
হাওয়া সৃষ্টি কর্‌তে পার!

চিত্রা! তা হ'লে তো মোটেই পার্‌বো না!

স্নীতি। না না—তুমি যা গাইবে, তাতেই আমি ভাব আরোপ ক'র্‌বো
—আমার অস্থবিধে হবে না!

(চিত্রা গাহিল)

ঝর ঝর ঝর ঝর
শাওন গগনে ঝরে বারি!
ঝিল্লিমুখরিত, বিজন বনপথ,
ঝনন্ ঝনন্ ঝন্, মেঘ-গরজন—
কুঞ্জ কুটীরে একা রহিতে নারি!
প্রিয়তম হে—
কণ্টক ফুটে ফুলশয়নে,
নিদ নাহি রে আর নয়নে
এস হে হিয়ার গোপন পথচারী!
ওই তার পদধ্বনি দূর বনে শোনা যায়—
মেঘের মাদল বাজে বাদলধারায়!
দ্রিম্ দ্রিম্, দ্রিম্ দ্রিম্—
বরিষণ ঝিম্ ঝিম্,
হিসার এ দুরু দুরু কেমনে নিবারি॥

প্রথম অঙ্ক

(কুমুদরঞ্জন প্রবেশ করিলেন)

কুমুদ। স্নীতি দেবী—কতক্ষণ ?—নমস্কার !

স্নীতি। নমস্কার। খুব বেশিক্ষণ নয়। চিত্রার গান শুন্‌ছিলাম !

কুমুদ। ও গাইতে জানে না—আপনি একখানি গান !

স্নীতি। আমি গাইতে জানি না।

চিত্রা। তোমার মুখ দেখে মনে হয়, তুমি খুব বড় গাইয়ে।

কুমুদ। তুই থাম্‌—আর গান শুনে কাজ নেই ! যা—বাড়ীর ভিতর থেকে স্নীতি দেবীর জন্যে জল খাবার নিয়ে আয় !

(চিত্রার মৃদু হাস্য)

স্নীতি। আমি তো জলখাবার খাইনে !

কুমুদ। এক কাপ চা ?—

স্নীতি। না—ধন্যবাদ ! আপনার বাবার আস্‌তে দেরি হবে কি ?

কুমুদ। আধ ঘণ্টার বেশি নয়—

স্নীতি। তাহ'লে আমি বরং উঠি—

কুমুদ। আমিই না হয় চ'লে যাচ্ছি—আপনি যেমন চিত্রার সঙ্গে গল্প ক'রছিলেন, তেমনি গল্পগুজব করুন না ?

স্নীতি। না—আমি একটু পরেই আস্‌বো। নমস্কার ! [প্রস্থানোদ্যত]

কুমুদ। আপনি কি সত্যই চলে যাচ্ছেন ?

স্নীতি। হ্যাঁ—! কেন—আপনার বিশ্বাস হচ্ছিল না ?

কুমুদ। একটু বসুন না—চা না-হয় নাই খাবেন !

স্নীতি। আমি বস্‌লে আপনি খুশি হন ?

কুমুদ। এই চিত্রা, আরে গেল যা—তুই শুধু শুধু হাস্‌ছিস্‌ কেন ?

চিত্রা। হাসি পেলে হাস্‌বো না তো—গোমড়ামুখো হ'য়ে ব'সে থাক্‌বো নাকি?, বস—স্থনীতিদি!

(সুনীতি বসিলেন)

(নেপথ্যে বিভারক নামে একটি ছেলে ডাকিল—"চিট্‌রা")

বিভাকর। (নেপথ্যে) চিট্‌রা—!

চিত্রা। কে—বিভাকর?

বিভাকর। (নেপথ্যে) ভিতরে যাব?

চিত্রা। এস না?

(বিভাকর ভিতরে আসিল)

কুমুদ। তাহ'লে স্থনীতি দেবী, আপনি না হয় একটু পরেই আস্‌বেন!

(চিত্রা আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল)

স্থনীতি। না—আর যাব না—একেবারে মিঃ মুখার্জ্জির সঙ্গে দেখা করেই চলে যাব।

কুমুদ। তারপর বিভাকর—Your latest sensation?

বিভাকর। সিগ্‌রেট খেতে শিখেছি!

চিত্রা। কবে থেকে?

বিভাকর। This fine morning তিন্‌টে খেয়েছি—the fourth I light. ভাল কথা দাদা, আপনাদের কাছে আমার একটি আর্‌জি—হয় আপনারা বালিগঞ্জে চলুন, না-হয় আপনার বোনকে কলেজ ছাড়িয়ে নিন! Well, চিট্‌রা—get a cup of tea at least. I'm awfully tired! বাসে আস্‌তে হ'ল—একঘণ্টার উপর সময় লেগেছে। (স্থনীতির প্রতি) মাপ্‌ করবেন—বড় অসভ্যের মত ব্যবহার ক'রেছি—আমি মনে

করেছিলাম রমলা! Well চিট্রা, ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও।

চিত্রা। আমার সহপাঠী শ্রীযুক্ত বিভাকর ব্যানার্জ্জি—আর ইনি আমার সুনীতিদি!

বিভাকর। সুনীতিদি বল্লে তো কোন পরিচয় হ'ল না!

চিত্রা। চায়ের কথাটা বলে আসি।

[চিত্রার প্রস্থান

বিভাকর। কুমুদদা বস—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? Well, I see. Am I an intruder?

কুমুদ। ভারি ইয়ার হয়েছ যে—এইটুকু ছেলে!

বিভাকর। এইটুকু ছেলে!—সুনীতি দেবীর সাম্‌নে আমায় অপমান কর না!

কুমুদ। এইটুকু ছেলে ছাড়া কি ব'লবো?—সবে তো আজ সকালে সিগ্‌রেট খেতে শিখেছিস্!

বিভাকর। তুমি কতদিন খাচ্ছ?

মুকুদ। সেকেণ্ড ক্লাস থেকে।

বিভাকর। তাহ'লে তো এতদিন তোমার গাঁজার ক্লাসে প্রমোশন পাওয়া উচিত ছিল! সুনীতি দেবী, মাপ ক'র্‌বেন—কিন্তু আপনার সম্বন্ধে তো কিছুই জানলুম্ না—বল না কুমুদদা।

সুনীতি। আমিই বল্‌ছি—উনি জানেন না!

বিভাকর। ওঃ—মাপ কর্‌বেন—I have been a cad!

সুনীতি। পরিচয় শুন্‌তে চান কেন?

বিভাকর। এমনি—কৌতূহল হ'য়েছিল। প্রায়ই আসি—দেখা হয়নি কখনো। কৌতূহল দমন করচি!

সুনীতি। এঁদের বাবা—মিঃ মুখার্জ্জির আপিসে আমি ক্যান্‌ভাসারের কাজ করি।

বিভাকর। মাপ করবেন—এও ঠিক পরিচয় হ'ল না; এর চেয়ে চিত্রার 'সুনীতিদিই'—ঢের ভাল পরিচয় ছিল!

সুনীতি। সত্যি—চিত্রার সুনীতিদিই আমার সব চেয়ে বড় পরিচয়!

(চিত্রা চা লইয়া আসিল)

চিত্রা। বিভাকর!

বিভাকর। আমি একা?

চিত্রা। দাদা খেয়েছে, সুনীতিদি খান না; তোমার সব কথায় কৈফিয়ৎ তলব যে?

বিভাকর। None to keep company? একা, একা অসভ্যের মত খাব!

চিত্রা। তুমি কি বল্‌তে চাও—তুমি সুসভ্য?

বিভাকর। সুনীতিদির কাছে একটু সভ্য হবার ইচ্ছে ছিল! সবাই সুনাম-প্রচারের কামনা করে।

কুমুদ। এই বিভা, তুই এবার খেল্‌ছিস্?

বিভাকর। কেন, তুমি আর মাঠে যাও না?

কুমুদ। না—

বিভাকর। রেসে যাচ্ছ বুঝি?

কুমুদ। No, greater sensation!

(সকলের অজ্ঞাতে বিভাকর চিত্রাকে কি ইঙ্গিত করিল)

বিভাকর। চিট্রা!

চিত্রা। কেন?

বিভাকর। একটা কথা ছিল—

চিত্রা। বল না?

সুনীতি। আমি চলে যাব?

বিভাকর। না না না—সে কি হয়? তার চেয়ে বরং আমরাই—well চিট্রা—one minute!

[উভয়ের প্রস্থান

কুমুদ। সুনীতি দেবী!

সুনীতি। আমায় ডাকলেন?

কুমুদ। হ্যাঁ!

সুনীতি। কিছু বলবেন?

কুমুদ। আপনাকে আমি যদি সুনীতি দেবী না ব'লে শুধু সুনীতি বলি, আপনি কি রাগ ক'রবেন?

সুনীতি। না, আপনি সুনীতিই ব'লবেন।

কুমুদ। ওঃ—আচ্ছা, সুনীতিই বলবো দেখুন সুনীতি, আচ্ছা—আপনি আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলেন না কেন?

কুমুদ। আপনাকে যদি দু-একটি প্রশ্ন করি?

সুনীতি। বেশ তো—প্রশ্ন করুন!

কুমুদ। আপনি এতদিন আমাদের বাড়ীতে আসেন যান—অথচ আপনার কোন পরিচয় আমরা জানিনে!

সুনীতি। আপনার বাবা জানেন।

কুমুদ। আচ্ছা, আপনি যে এই "লেডি ক্যানভাসারে"র কাজ করেন—এটা কি খুব ভাল কাজ?

সুনীতি। মন্দ কি?—আমার তো বেশ ভাল লাগে।

কুমুদ। আপনার স্বামী আপনাকে এ কাজ করতে দেন?

সুনীতি। আমার স্বামী আছেন, এ খবর আপনাকে কে দিল?

কুমুদ। আমি মনে ক'রতাম্! তা বেশ, বেশ—আপনার অভিভাবক কে?

সুনীতি। আমি নিজেই—

কুমুদ। Excuse me. আমি যদি প্রশ্ন করি, আপনি বিয়ে কচ্ছেন না কেন?

সুনীতি। আমার টাকা নেই যে—

কুমুদ। টাকা?—টাকা কি হবে?

সুনীতি। বরের বাপকে অনেক টাকা না দিলে বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ে হয় না—এ আপনি জানেন না?

কুমুদ। এমন বরও তো পাওয়া যায়, যে টাকা চায় না!

সুনীতি। আমার বাবা অনেক দিন ধ'রে আমার জন্য সেইরকম একটি বর খুঁজেছিলেন—তিনি পাননি!

কুমুদ। এখন যদি সেইরকম একটি বেশ সুশিক্ষিত ভদ্রবংশের ছেলে পাওয়া যায়—আপনি বিয়ে করবেন? এখন তো আপনি নিজেই নিজের অভিভাবক!

সুনীতি। আপনি কি আজকাল বিয়ের ঘটকালি ক'রছেন নাকি?

কুমুদ। না, তা নয়—তা নয়; এমনি জিজ্ঞাসা কচ্ছি!

সুনীতি। চিত্রা কোথায় গেল?

কুমুদ। বিভাকরের সঙ্গে বারান্দায় গল্প ক'চ্ছে।

সুনীতি। না—বারান্দায় কেউ আছে বলে মনে হয় না।

কুমুদ। তাহ'লে বাড়ীর বাইরে কোথাও গেছে!

সুনীতি। আপনার বোনকে এভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দেন আপনারা?

কুমুদ। আজকাল সবাই তো মেশে!

সুনীতি। আপনার মা কোথায়?

কুমুদ। সিনেমা দেখ্‌তে গেছে বোধ হয়!

সুনীতি। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন না কেন?

কুমুদ। পাছে রোজ রোজ সিনেমা দেখে মেয়ে খারাপ হ'য়ে যায়, তাই ওকে নিয়ে যান না—অথচ নিজের যাওয়া চাই! মায়ের কথা আর বল্‌বেন না। ওসব কথা যাক্—আপনাকে যে প্রশ্ন করেছি, তার জবাব দিন!

সুনীতি। প্রশ্নটি আর একবার করুন—কি বলেছিলেন, আমার ঠিক মনে নেই!

কুমুদ: একটি ভাল ছেলে যদি আপনাকে বিনা পণে বিয়ে ক'রতে রাজী থাকে, আপনি রাজী হবেন কি-না?

সুনীতি। আমার সঙ্গে ছেলেটির আলাপ করিয়ে দেবেন—আমি বিচার ক'রে দেখবো।

কুমুদ। এমনো তো হ'তে পারে—আপনিও তাঁকে চেনেন, তিনিও আপনাকে চেনেন,—শুধু মন-জানাজানি হয় নি!

সুনীতি। তা হ'তে পারে। আচ্ছা, আপনি তাঁকে একদিন সঙ্গে করে আনবেন—তারপর মন-জানাজানি হবে।

কুমুদ। আপনি ঠাট্টা মনে করবেন না—আমি seriously বল্‌ছি!

সুনীতি। আমিও খুব seriously শুন্‌চি। আপনি তাঁকে আন্‌বেন, আমি একটু বাজিয়ে নেব—অচল কি সচল।

(মিঃ ভূধর মুখার্জ্জির প্রবেশ)

ভূধর। এই যে—স্থনীতি, কতক্ষণ ?

স্থনীতি। অনেকক্ষণ—আপনার ছেলের সঙ্গে বসে বসে গল্প কাচ্ছ !

ভূধর। কে—ফটকে ? এই বাঁদর—যাস কোথায় ? এরকম করে চুল ছেটেছিস্ কেন ?

কুমুদ। আজকাল সবাই তো ওইরকম ছাটে—নতুনটা কি দেখ্লেন ?

ভূধর। জগদীশবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলি ?

কুমুদ। করেছিলাম—

ভূধর। কি বল্লেন ?

কুমুদ। এখন পঁচিশ টাকা করে দেবে !

ভূধর। কাল থেকে আপিসে যাবি—বুঝ্লি ?

কুমুদ। আমি যাব না !

ভূধর। কেন ?

কুমুদ। আমি পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরি ক'রবো না !

ভূধর। হুঁ, তোমায় পাঁচশ' টাকা মাইনের চাকরি কে দেবে ? বি·এ, ফেল করে পাঁচ বছর ধ'রে বাপের অন্ন ধ্বংস ক'রছ—লজ্জা করে না ? কত বড় নজর—পঁচিশ টাকা মাইনে পছন্দ হচ্ছে না ! হুঁঃ, পেলে বর্ত্তে যাবিরে হতভাগা—পেলে বর্ত্তে যাবি !

কুমুদ। আমি business করবো !

ভূধর। আচ্ছা করিস্—এখন এখান থেকে যা। তোর মা কোথায় ? চিত্রা কোথায় ?

কুমুদ। জানিনে !

ভূধর। রেস খেল্তে আরম্ভ ক'রেছ শুন্লাম ?

কুমুদ। আপনার টাকায় নয়!

ভূধর। চুরি ক'চ্ছ?

কুমুদ। আপনার পকেট থেকে নয়!

ভূধর। তোমার মায়ের বাক্স থেকে?

কুমুদ। মা সেদিকে হুঁসিয়ার! বাক্সের চাবি ঠিক আছে—শুধু ছেলে-মেয়ে কোথায় গেল, তাই ঠিক থাকে না!

(কুসুমকামিনীর প্রবেশ)

কুসুম। ছেলেমেয়ে তো আর কচি খোকাখুকী নয় যে, চোখে চোখে রাখ্‌তে হবে?

ভূধর। শুনতে পেয়েছ?

কুসুম। কান থাক্‌লেই শুন্‌তে হয়—কানের মাথা তো খাইনি আজো!

ভূধর। ষাট্‌ ষাট্‌—বালাই! অমন কথা মুখে আনে?—এখনি কানের মাথা খাবে কি? আগে চুলগুলি শোনের নুড়ি হোক্‌, দাঁত পড়ুক্‌—অন্তত বার দুই চোখের ছানি কাটা হ'ক—তারপর তো কান?

কুসুম। আহা—কি সুহৃদগা! পতি পরমগুরু, পত্নীর মঙ্গলকামনা ক'চ্ছেন!

ভূধর। কামনা না ক'রলেও অবস্থাটা আস্‌তে খুব বেশি বিলম্ব নেই—তা যতই সেফ্‌টিপিন এঁটে কাপড় পর—আর মুখে পাউডার ঘস।

কুসুম। আমি একাই বুড়ো হব—আর তো কেউ বুড়ো হবে না! তোমারও ও চেক্‌নাই আর বেশিদিন থাক্‌বে না—মনে রেখো!

ভূধর। যাক্‌ যাক্‌—ওসব কথা ছেড়ে দাও—Make peace, we are too old to quarrel in public. শেকহ্যাণ্ড কর্‌বো নাকি?

কুসুম। আর শেকৃহাণ্ড করতে হবে না—থাম! গোড়া কেটে আগায় জল দিচ্ছেন!

ভূধর। চিত্রা কোথায় গেল?

কুসুম। তোমার up-to-date মেয়ে—মায়ের তোয়াক্কা রাখে কি-না?

ভূধর। মাও তো আর কিছু old hag নয়!

কুসুম। কি বল্লে?

ভূধর। 'নয়' বলেছি—old hag নয়; তবে হ'তে বেশিক্ষণ লাগে না—only ten years. আজ যে up-to-date, দশবছর পরে সেই-ই old hag! (কুমুদের প্রতি) এই হতভাগা, তুই কি শুন্‌ছিস?—বাপমায়ের রসিকতা enjoy. কচ্ছ?—stupid কোথাকার! যা—বাইরে যা!

কুমুদ। যাচ্ছি—কিন্তু এসব ভাল নয়!

ভূধর। কি ভাল নয়?

কুমুদ। বুড়োবয়সে এই সব ফষ্টিনষ্টি! পাড়ার লোকে আপনাদের সুখ্যাত করে না। ভুলে যাবেন না—আপনাদের বানপ্রস্থ নেবার বয়স হয়েছে।

ভূধর। বানপ্রস্থ নিচ্ছি—সংসারের ভারটি তুমি ঘাড়ে কর?

কুমুদ। আমি কেন সংসারের ভার নিতে যাব—আমার গরজ? যার সংসার সে-ই বুঝ্‌বে! কি বলেন সুনীতি দেবী?

(চিত্রার প্রবেশ)

কুমুদ। কোথায় গিয়েছিলি রে চিত্রা?

চিত্রা। কোথায় আবার যাব! বিভাকরের সঙ্গে গল্প করছিলাম।

কুমুদ। রাস্তায়?

চিত্রা। হ্যাঁ—রাস্তায় বই-কি। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি হচ্ছে—রাস্তায় যাব না তো আর যাব কোথায়? [কুমুদের প্রস্থান

চিত্রা। মা, তুমি আমায় লুকিয়ে "মেরী এন্‌টিয়নেট্‌" দেখে এলে তো!

কুসুম। "মেরী এন্‌টিয়নেট্‌" দেখ্‌বার বয়স তোমার এখনো হয়নি—তুমি দেখ্‌বে "মিকি মাউস"।

চিত্রা। আমার অনেক বয়েস হয়েছে—আমি হ্যাভলক্ এলিসের উপর প্রবন্ধ লিখেছি—আর আমি দেখবো "মিকি মাউস"!

সুনীতি। যে দিন "হ্যাভলক্ এলিসের" মর্ম্মকথা বুঝবে, সেইদিন "মিকি মাউস" দেখেও আনন্দ পাবে!

চিত্রা। সুনীতিদি কি যে বল?

ভূধর। মিসেস মুখার্জ্জি, আপনার কুমারী নিয়ে দয়া করে একটু বাড়ীর ভিতরে যান না—আমাদের একটু business talk আছে।

কুসুম। (জনান্তিকে), Business talk?

ভূধর। হ্যাঁ—সত্যি?

কুসুম। তুমি ভাব, দুনিয়ার লোক বোকা—তুমি একাই চালাক?

ভূধর। মেয়ের সামনে,—একটি ভদ্রমহিলার সামনে—কি বলচো?

কুসুম। তুমি বকধার্ম্মিক সেজে থাক ব'লে মনে ক'চ্ছ বুঝি ভিতরের কথা কেউ জানে না? আমার উপর চাল দিতে যেয়ো না!

ভূধর। পাগল?—আমার কি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে যে, তোমার উপর চাল দিয়ে জিতবার কল্পনা কর্ব্ব! চিত্রা, একটু বাইরে যাও তো মা, বাইরে যাও! [চিত্রার প্রস্থান

কুসুম। আচ্ছা!

ভূধর। (জনান্তিকে) কিছু ভেবো না—(সুর করিয়া) "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক দিশেহারা।" [কুসুমকামিনীর প্রস্থান।

ভূধর। সুনীতি!

সুনীতি। বলুন!

ভূধর। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে?

সুনীতি। একঘণ্টার বেশি নয়। রাত হয়ে গেল—এখনি উঠতে হবে। আজ টাকা দেবেন?

ভূধর। নিশ্চয়ই!

সুনীতি। নগদ?

ভূধর। না—চেকেই দিচ্ছি—(চেক লিখিলেন)। এ সপ্তাহের রিটার্ন—আর এই টাকা!

সুনীতি। (হাতে করিয়া লইল) এখন আমার কোনো কাজ আছে?

ভূধর। রাত কটা?—দশটা সতেরো? তুমি direct বাড়ীতেই যাবে?

সুনীতি। আপনি যা বল্‌বেন।

ভূধর। কখন্ ঘুমুবে?

সুনীতি। রাত দুটোর পর।

ভূধর। একটা থেকে দেড়টার ভিতর যদি ফোন না পাও—আজ রাতে আর দরকার হবে না জেনো!

(বাহিরে কড়ানাড়ার শব্দ হইল)

ভূধর। (জানালার কাছে গিয়া) কে?

স্মরজিৎ। (নেপথ্য হইতে) একটু দরকার আছে—অনুগ্রহ ক'রে দোরটা খুলে দিন না একবার!

ভূধর। সুনীতি, একটু বস—তোমার সামনেই লোকটার সঙ্গে কথা কইব।

(ভূধর চলিয়া গেল। চিত্রা দোরের কাছে আসিল)

চিত্রা। সুনীতিদি!

সুনীতি। এখন এখানে এস না চিত্রা!

(চিত্রা সুনীতিকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়া গেল, ভূধরের সঙ্গে স্মরজিৎ ঘরে আসিলেন)

ভূধর। আপনাকে পরিচিত মনে হচ্ছে না!

স্মরজিৎ। না—পরিচিত নই!

ভূধর। আপনি কাকে চান?

স্মরজিৎ। তা ঠিক বল্‌তে পাচ্ছি না। আচ্ছা—এটা তো ৩৫নং হরিহর দত্ত রোড.?

ভূধর। নম্বর তো বাড়ীর গায়েই লেখা আছে।

(স্মরজিৎ কথা কহিতেছেন ভূধরের সঙ্গে, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল সুনীতির উপর)

স্মরজিৎ। আমি একটু শর্টসাইট্‌. নম্বরটা ঠিক বুঝ্‌তে পারিনি। এই বাড়ী কি?

ভূধর। হ্যাঁ—এই বাড়ী; কি দরকার বলুন তো?

স্মরাজিৎ। একটি বন্ধুর আসবার কথা ছিল—এই ঠিকানায়।

ভূধর। আপনার বন্ধুর?

স্মরজিৎ। হ্যাঁ—আমারই?

ভূধর। কোথা থেকে আস্‌ছেন?

স্মরজিৎ। তাও ঠিক জানিনে—চিঠিতে-ঠিকানা দেওয়া নেই।

ভূধর। কখন্‌ আস্‌বেন লিখেছেন?

স্মরজিৎ। রাত দশটার পর।

ভূধর। আপনার বন্ধু ভুল ঠিকানা দেননি তো ?

স্মরজিৎ। আমায় হয়রান ক'রবার মতলব থাক্‌লে দিতেও পারেন !

ভূধর। আপনি বস্‌বেন ?

স্মরজিৎ। না—শুধু শুধু এখানে ব'সে আপনাকে আর কষ্ট দেব না।

ভূধর। আপনার বন্ধু কি আমার পরিচিত ?—নামটি কি বলুন তো ?

স্মরজিৎ। স্মরজিৎ মিত্র।

ভূধর। ও নামে আমার পরিচিত কেউ আছেন ব'লে মনে হচ্ছে না তো !

স্মরজিৎ। আচ্ছা, আমি তাহ'লে এখন আসি—আপনাকে শুধু শুধু কষ্ট দিলাম ! (যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া) হ্যাঁ—দেখুন, যদি এর পর তিনি আসেন—অনুগ্রহ করে এই ঠিকানায় আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে বল্‌বেন। (একখানি কার্ড দিলেন)

ভূধর। (কার্ড দেখিয়া) আচ্ছা। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন ?

স্মরজিৎ। না—তবে (সুনীতিকে দেখাইয়া) এঁকে দেখে আমার অনেক দিনের পরিচিত একখানি মুখ মনে প'ড়্ছে—ওঁর সঙ্গে একটু আলাপ ক'র্‌বো।

ভূধর। আপনি আলাপ করুন !

(স্মরজিৎ সুনীতি দেবীর কাছে আসিলেন)

সুনীতি। আপনি ভুল কচ্ছেন—আমায় কখনো দেখেন নি !

স্মরজিৎ। তাই কি ?

সুনীতি। হ্যাঁ !

স্মরজিৎ। আপনি ছেলেবেলায় এলাহাবাদে ছিলেন ?

সুনীতি। না !

স্মরজিৎ। আপনার যখন ন'বছর বয়স,' তখন আপনার বাবা কি সন্ন্যেসী হ'য়ে চ'লে যান ?

সুনীতি। না!

স্মরজিৎ। সেবার প্রয়াগে কুম্ভমেলা হয়—মনে পড়ছে ?

সুনীতি। না!

স্মরজিৎ। কিন্তু, আমার তো ভুল হওয়া উচিত নয় ?—সে মুখ যে আমার মনে গাঁথা আছে!

সুনীতি। আপনি আমায় এ সব কথা কেন ব'লছেন ?

স্মরজিৎ। আমার অপরাধ হয়েছে—আমায় ক্ষমা ক'রবেন! আচ্ছা—আমি আসি! [প্রস্থান

ভূধর। চেনো নাকি ?

সুনীতি। ঠিক মনে ক'রতে পাচ্ছি না!

ভূধর। তোমার বাবার সম্বন্ধে যা বল্লে, তা সত্যি ?

সুনীতি। একেবারে মিথ্যে নয়!

ভূধর। কি রকম ?

সুনীতি। আপনাকে বল্‌তে নিষেধ আছে।

ভূধর। ওঃ—আচ্ছা—এলাহাবাদের কথাটা ?

সুনীতি। মনে পড়ে না।

ভূধর। লোকটা ধাপ্পা দিয়ে গেল ?

সুনীতি। কি জানি—মনে হয়, কোথায় দেখেছি!

ভূধর। দেখা কিছু আশ্চর্য্য নয়! পথেঘাটে, ট্রেনে—কত জায়গায় দেখা হ'তে পারে!

সুনীতি। আমি এইবার আসি, রাত হয়ে গেল!

ভূধর। যা বলেছি, মনে থাকে যেন?—সজাগ থেকো!

সুনীতি। দুটোর আগে ঘুমোব না।

[প্রস্থান

ভূধর ঘরখানি ঘুরিলেন—জানালার দিকে গিয়া রাস্তার পানে
চাহিলেন—একটি সিগারেট ধরাইলেন।

(কুসুমকামিনীর পুনঃপ্রবেশ)

কুসুম। ছুঁড়িটে চ'লে গেছে?

ভূধর। হাঁ গেছে—কেন?

কুসুম। দু'চোখের বালাই!—ওকে আর বাড়ীতে এনো না।

ভূধর। কেন?—ওর অপরাধ কি?

কুসুম। তোমার গুণনিধি ছেলে 'লভে' পড়েছেন—ওকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে ক'রবেন না!

ভূধর। বটে?—বটে? কার কাছে শুনলে?

কুসুম। চিত্রা ব'লছিল! আমি তোমায় ব'লে দিচ্ছি—ও মিট্‌মিটে ডান্ —ওইজন্যেই এখানে আসে। চুপচাপ ভালমানুষটির মত ব'সে থাকে,—লোকে দেখেই মনে করে, এমন মেয়ে আর হয় না!

ভূধর। সত্যি, মেয়েটা একটু অদ্ভুত বটে!

কুসুম। যা শুনলুম, কুমুদকে তো হাত করেছে! কখন্ আসবে মনে ক'রে হা-পিত্তেশে বাড়ী ব'সে থাকে,—সন্ধ্যের পর তো আর বেরোয়ই না!

ভূধর এটি তো ভালকথা নয়! মেয়ে 'লভে' পড়ে পড়ুক, বিয়ের খরচা বেঁচে যাবে—ছেলে 'লভে' প'লে যে বহু টাকা লোকসান!

কুসুম। কি হ'ল তোমার বালিগঞ্জে বাড়ী করার?

ভূধর। এই হ'য়ে এল আর কি!

কুসুম। আচ্ছা—তুমি কি ব'লে শাল্খেয় বাড়ী ভাড়া কর্‌লে? এখানে ভদ্দর লোক থাকে? বিশেষ, আমাদের মত আপ্-টু-ডেট্-ফ্যাসানের লোক? কি সব neighbours—আজও লক্ষী-পূজো করে!

ভূধর। এঁ্যা, বল কি? লক্ষীপূজো—এখনো লক্ষীপূজো! নাঃ—এদেশের আর আশা নেই!

কুসুম। হঁ্যা—বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে এসেছিল! চল, চল—এই মাসের ভিতরেই তুমি বালিগঞ্জে চল; এখানে আর নয়। আমি বল্‌ছি তোমায়—বালিগঞ্জে না গেলে তোমার ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে না! শালখেয় কে মেয়ে দেবে?—আর শালখের মেয়ে নেবেই বা কে? যেখানকার "সিনেমা হাউসে" সাতটা "হাউস্" ঘুরে একখানা দেখ্‌বার মত ছবি আসে, সেইখানে বাস ক'রে তুমি হবে মডার্ন!

ভূধর। যা বলেছ! তবে কি-না, শালখেয়ও কতকগুলো সুবিধে আছে—যা একেবারে ignore করা চলে না! তা ছাড়া, 'ভেজিটেবল্ সুপ্' আর 'পটেটো চপ' খেয়েও অনেকদিন পর্য্যন্ত মডার্ন থাকা যায়।

কুসুম। না, আমি ওসব কোন কথা শুন্‌তে চাইনে—যত শীগগির পার, বালিগঞ্জের বাড়ীর ব্যবস্থা কর। পুজোর সময় এখানে থাকলে ঢাকের বাদ্যে আর ঘুমুতে হবে না!

তৃতীয় দৃশ্য

[সুনীতি দেবীর বাসগৃহ—দোতলা বাড়ীর একখানা নীচের ঘর। ঘরখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো—একদিকে বিছানা। সামান্য, কিন্তু শোভন। একটা "ইক্‌মিক্ কুকার"—কি রান্না হইতেছিল। সুনীতি ঘরের কাজ করিতেছিল—অত্যন্ত নীরবে এবং মনঃযোগের সহিত—সদর দোরে শব্দ শোনা গেল]

সুনীতি। কে?

অনিলা। (নেপথ্যে) আমি, দোর খুলে দে!

সুনীতি। অনিলা?

অনিলা। (নেপথ্যে) হ্যাঁ—!

[সুনীতি দোর খুলিল, অনিলা ঘরে আসিল, হাতে পানের ডিবা, সুনীতির সমবয়স্কা ঘরণী-গৃহিণী—বেশ রসালো মানুষটি, আসিয়া ধপাৎ করিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িল]

সুনীতি। এখনো চ'রে বেড়াচ্ছ?—কর্ত্তা কোথায়?

অনিলা। কি জানি, কোন্ বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী গেছে,—এখনো ফেরেনি ভাই!

সুনীতি। ওঃ—তাই বিরহিণীর শয্যাকণ্টক হ'য়েছে?

অনিলা। দু-ঘণ্টার বিরহেই শয্যাকণ্টক!

সুনীতি। আমি তো শুনেছি, অনেক সময় পলকের অদর্শন অসহ্য হয়ে ওঠে! চোখে পলক থাকার দরুন কোন কোন অসহিষ্ণু বিরহী চোখকেই গালাগাল দিয়েছে!

অনিলা। দিয়েছে দিয়েছে—ওসব বিরহ-মিলন এখন থাক্; একটা কাজের কথা ব'লতে এলাম!

সুনীতি। কাজের কথা আমার সঙ্গে? বল—আমি তো সংসারের সকল কাজেরই বাইরে।

অনিলা। তোমায় সংসারের বাইরে থাকৃতে দেওয়া হবে না।

সুনীতি। ষড়যন্ত্র?

অনিলা। না, প্রকাশ্য বিদ্রোহ!

সুনীতি! ও বাবা! ··· গীতা ঘুমিয়েছে?

অনিলা! অনেকক্ষণ!

সুনীতি। ঘরে চোর আস্‌বে না তো?

অনিলা। ঠাকুরপোকে বসিয়ে এসেছি—সে পড়্‌ছে।

সুনীতি। নিজের ঘরসংসার গুছিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে পরোপকার ক'রতে বেরিয়েছ?'

অনিলা। সংসারী মানুষের নিয়মই তাই। তারা হিসেব করে কাজ করে। তোর মত আপনভোলা নয়!

সুনীতি। তা হ'লে পরোপকার ক'রবেই?

অনিলা। ঠিক পরোপকার নয়—আত্মরক্ষা!

সুনীতি। হৃদয়দুর্গে বন্দী করে রেখেও ভয় গেল না!

অনিলা। অত বাজে বকৃবি তো চ'লে যাই—

সুনীতি। আচ্ছা ভাই, বল—বল! পান-শুপুরি হাতে নিয়ে শুন্‌বো নাকি?

অনিলা। তুই তো আর পান খাসনে—পাবি কোথায়? চালাকি রাখ—আমার কথা শোন্। তোকে বিয়ে ক'রতে হবে।

সুনীতি। কেন? কর্ত্তা আইবুড়ো ভাড়াটে রাখ্‌বেন না ব'লে নোটিশ দেবেন নাকি?

অনিলা। কর্ত্তা যদি না দেন—গিন্নী দেবেনই !

সুনীতি। অত সাবধান হ'চ্ছ কেন ?

অনিলা। দিনকতক গিন্নী হ'য়ে ঘর ক'রলেই বুঝতে পারবে—সাবধান হওয়া কত দরকার !

সুনীতি। ওঃ—ভগবান যখন দেন, এই রকম একসঙ্গেই দেন !

অনিলা। কি রকম ? অন্য 'এন্‌গেজমেণ্ট' হ'য়েছে নাকি ?

সুনীতি। আজই সন্ধ্যেয় আর একজন 'ক্যাণ্ডিডেট' প্রস্তাব ক'র্‌ছিলেন। অথচ, একদিন বাবা যদি একটি অতি গরীব পাত্রের সঙ্গেও আমার বিয়ে দিতে পার্‌তেন—সুখে ম'রতেন ; কিন্তু চেষ্টা করেও সেদিন তা তিনি পারেন নি !

অনিলা। সেই অভিমানে তুই কি চিরকুমারীই থাকবি ?—কখনো বিয়ে ক'রবিনে ?

সুনীতি। না করাই উচিত। তবে অতখানি জোরের কথা মুখে ব'ল্‌বো না। যাক্, তোমার কথাই শুনি—মানুষটি কে ?

অনিলা। মানুষটি ভালই ছিল—কিন্তু তুমি যদি প্রতিজ্ঞা ক'রে থাক বিয়ে করবে না, তখন আর মানুষের কথা শুনে তোমার কি হবে ?

সুনীতি। শুনে রাখি, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে ! কে কখন্ কি ছলে আসেন, তা কি বলা যায় ?

অনিলা। আচ্ছা—তুই কখনো 'লভে' প'ড়েছিলি ?

সুনীতি। না—সে সৌভাগ্য হয়নি !

অনিলা। তবে তুই বিয়ে ক'রবিনে কেন ?

সুনীতি। 'ক'রবো না' বলিনি তো !

অনিলা। ওরে, লোকটি খুব ভাল! তুই যেমনটি চাস্—ঠিক তেমনি!

সুনীতি। আমি কেমনটি চাই—কি ক'রে জান্‌লে তুমি?

অনিলা। তোমায় আমি চিনি গো চিনি! যতই জুতো-পায়ে ব্যাগ-হাতে আপিসে আপিসে ঘোরো, তোমার প্রাণের ছবিটি আমার নখদর্পণে আছে!

সুনীতি। তুমি ব'লতে চাও, আমার পোশাকটাই ক্যান্‌ভাসারের! প্রাণটা কার?

অনিলা। প্রাণটা বিরহিণীর! যে-রকম পুরুষ পাওয়া যায়নি ব'লে আজো তুমি কুমারীই আছ, তোমার 'ক্যান্‌ভাসারে'র খোলস ভাঙ্‌ছো না; ইনি সেইরকমের পুরুষ!

সুনীতি। দেখ্‌লেই আমার ব্রতভঙ্গ হবে? হয়তো হবে—আমার মন আমি জানিনে! তুমি দেখিও না!

অনিলা। কেন?—এত কি তোমার অভিমান?

সুনীতি। অভিমান নয়! তুমি আমায় ভুল বুঝ না ভাই! অভিমান ক'রবো কার উপর? সংসার কি অভিমানের জায়গা?

অনিলা। ওরে শোন্ শোন্—আমার মুখে তোর কথা শুনে তোকে তার এত ভাল লেগেছে, শুধু একটিবার তোর সঙ্গে দেখা ক'রে দুটো কথা ব'লতে চায়। বলিস্ তো একদিন নিমন্ত্রণ করি!

সুনীতি। না!

অনিলা। 'না' কেন?

সুনীতি। তুমি আমার সব কথা জান না, আমার সংসারে নতুন বন্ধনে বাঁধা প'ড়বার উপায় নেই—হয়তো শক্তিসামর্থ্যও নেই!

অনিলা। বুঝেছি,—সংসারে সাধারণ মেয়ে যা চায়, তুমি তা চাও না—তুমি অসাধারণ!

সুনীতি। মোটেই না। আমি সাধারণ মেয়ের মতই সংসার কর্‌তে চেয়েছিলাম। জীবনের সুখ সেইখানেই। কিন্তু ভাই, অমৃতে তো সবার অধিকার থাকে না—শুধু দেবকন্যারাই সুধা পান করেন! যাক্—একদিন তোমায় সব কথা ব'লবো। ওই তোমার কর্ত্তা উপরে উঠেছেন—যাও ভাই, ঘরে যাও!

অনিলা। তোর জন্যে আমার বড় ভয় হয় সুনীতি!

সুনীতি। ভয় ক'রো না। তোমার মত বন্ধু যার আছে, তার ভয় কি? যাও—ঘরে যাও!

[অনিলা চলিয়া গেল

[ঘরের দরজা খোলাই রহিল, সুনীতি অন্যমনস্কার মত একস্থানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তারপর বহুশ্রুত একটি পুরাতন গান কি ভাবিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল]

গান

"ভাসলো তরী সকাল বেলা,
ভাবিলাম এ জলখেলা!
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে!
মনে করি কূলে ফিরি,
বাহি তরী ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক-তরু
বেষ্টিত ভুজঙ্গে!

যাহারে কাণ্ডারী করি,

সাজাইয়া দিনু তরী

সে কভু না দিল পদ,

তরণীর অঙ্গে ॥”

(গানের মধ্যে কোন বাজিল)

সুনীতি। কে—সেজোবাবু? কি দরকার!—একটি মেয়েকে রাতের জন্য আশ্রয় দিতে হবে? তারপর—সকালে চলে যাবে? রাত্রে? আপনি তো জানেন, এটি ভদ্রলোকের বাড়ী—সন্দেহ ক’রবার মত নয় তো? নিয়ে আসুন! হাঁ—একাই আছি।

(অতি সন্তর্পণে স্মরজিৎ ঘরে আসিলেন)

সুনীতি। কে?

স্মরজিৎ। আমি।

সুনীতি। আপনি!—আপনি কে?

স্মরজিৎ। আপনিই বা কে?

সুনীতি। এ আমার ঘর, আমি এখানে থাকি।

স্মরজিৎ। অনুমান করা কঠিন নয়। ঘরটি ভাল—বেশ ঘর, গৃহকর্ত্রীর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়!

সুনীতি। আপনি আমায় follow ক’রেছেন?

স্মরজিৎ। হ্যাঁ, শালখে থেকে।

সুনীতি। কেন?

স্মরজিৎ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন!

সুনীতি। না—জানিনে!

(স্মরজিৎ ঘরটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন)

সুনীতি। মিস্টার মুখার্জ্জির বাড়িতে আপনি আমারই খোঁজে গিয়েছিলেন ?

স্মরজিৎ। কে মিস্টার মুখার্জ্জি ? শালখের ঐ ভদ্রলোক ?

সুনীতি। হাঁ—সেখানে আপনি আমার খোঁজে গিয়েছিলেন ?

স্মরজিৎ। সেখানে তোমার খোঁজে গিয়েছিলুম, কি এখানে তাঁর খোঁজে এসেছি—এখনো ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে !

সুনীতি। সত্যি কি আপনি আমায় আগে কোথাও দেখেছেন ?

স্মরজিৎ। আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াও—একবার ভাল ক'রে তোমায় দেখি

সুনীতি। আপনি আমায় কখনো দেখেন নি !

স্মরজিৎ। কেমন ক'রে বুঝলে ?

সুনীতি। তখনই মনে হয়েছিল। এখন বুঝতে পাচ্ছি।

স্মরজিৎ। হয়তো তোমায় দেখিনি—দেখ্‌তেও পারি ! কিন্তু তোমাকেই আমি খুঁজ্‌ছি।

সুনীতি। আমায় খুঁজছেন ?—কেন ?

স্মরজিৎ। বস্‌তে পারি ? বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম— ;

সুনীতি। বসুন না!

স্মরজিৎ। ভয় পেয়েছ ?

সুনীতি। এখনো ভয় পাইনি। ভয় পাবার কারণ আছে বুঝলে চেঁচাতে পারবো—উপরে লোকজন আছে।

স্মরজিৎ। জানি। একটি সিগারেট ধরালে তোমার অসুবিধা হবে ?

সুনীতি। না—!

(স্মরজিৎ সিগারেট ধরাইয়া দুই-তিনটা টান দিলেন)

স্মরজিৎ। দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব?

সুনীতি। করুন—!

স্মরজিৎ। তোমায় কেউ ধ'রে এনেছে ব'লে মনে হয় না!

সুনীতি। না—ধ'রে আন্‌বে কেন?

স্মরজিৎ। তবে তুমি চ'লে এলে কেন?

সুনীতি। আমি কোথা থেকে চ'লে এসেছি ব'লে আপনার ধারণা?

স্মরজিৎ। তুমি যদি সে হও—নিশ্চয়ই আমার কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছ। স্বীকার কর আর নাই কর!

সুনীতি। আপনি বেশ মজার মানুষ তো! আপনি যাকে খুঁজছেন, তাঁর নাম কি?

স্মরজিৎ। তা ব'লবো না—তুমি নিশ্চয়ই জান।

সুনীতি। আপনি কাকে খুঁজছেন—আমি কি ক'রে জানবো?

স্মরজিৎ। তোমার উদ্দেশ্য কি?—কাউকে ভালবাস?

সুনীতি। আপনি অপরিচিত ভদ্রলোক—আমায় যদি ভদ্রমহিলা ব'লে মনে নাও করেন, তবু আপনার এ প্রশ্ন করা উচিত হয়নি!

স্মরজিৎ। আচ্ছা, প্রশ্ন ফিরিয়ে নিচ্ছি—আমি তোমায় ভদ্রমহিলা ব'লেই মনে করি। ভদ্রমহিলার চেয়ে বেশি মনে করি,—তাই, আপনি না ব'লে তুমিই বল্‌ছি। তোমায় দেখে ভালো লাগ্‌লো—যদি কিছু মনে ক'র, 'আপনি' ব'লতে প্রস্তুত আছি।

সুনীতি। 'আপনি' বলতে হবে না।

স্মরজিৎ। তুমি দুর্নামের ভয় কর না?

সুনীতি। ভয় না থাকে কার? কিন্তু এমন মানুষও তো থাকতে পারে—যার ভয় ক'রলে চলে না!

স্মরজিৎ। বটে? মিস্টার মুখাজ্জি কে?

সুনীতি। এমনি ভদ্রলোক, কাজকর্ম্ম করেন—

স্মরজিৎ। তোমার সঙ্গে কতদিনের পরিচয়?

সুনীতি। বছর পাঁচেকের হবে।

স্মরজিৎ। কি জন্য তুমি ওঁর কাছে যাও?

সুনীতি। বিজ্‌নেস্ সংক্রান্ত কাজকর্ম্মে। ওঁর "ফ্যান্সি গুড্‌সে"র কারবার আছে। আমি লেডি ক্যানভাসার"।

স্মরজিৎ। "লেডি ক্যানভাসার"?—এই তোমার পরিচয়?

সুনীতি। হ্যাঁ—এই-ই আমার পরিচয়!

স্মরজিৎ। বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হয় না!

সুনীতি। সে আপনার অভিরুচি! কিন্তু, আপনি এ সব কথা আমায় জিজ্ঞাসা ক'রছেন কেন—এ প্রশ্ন করতে পারি কি?

স্মরজিৎ। যদি বলি, তোমায় ভাল লেগেছে ব'লে?

সুনীতি। বিশ্বাস ক'রতে প্রবৃত্তি হয় না!

স্মরজিৎ। কেন?

সুনীতি। শুধু ভাল লেগেছে ব'লে—আপনি আমার পিছু নিয়ে এতদূর এসেছেন?

স্মরজিৎ। এমন কি কেউ আস্‌তে পারে না?

সুনীতি। আসা উচিত নয়!

স্মরজিৎ। উচিত-অনুচিতের বিচার আমার কাছে।

সুনীতি। আপনি ভদ্রলোক!

স্মরজিৎ। তোমার কি মনে হয়—আমি অভদ্র?

স্নীতি। না।—তা হয় না। সেই জন্যেই আপনাকে মিনতি ক'রছি, আপনি আর একটুও দেরি না ক'রে এখান থেকে চ'লে যান;

স্মরজিৎ। তুমি দুর্নামের ভয় ক'চ্ছ?

স্নীতি। আপনাকে তো ব'লেছি,—ভয় আমার আছে।

স্মরজিৎ। তোমার নাম কি?

স্নীতি। স্নীতি!

স্মরজিৎ। না!

স্নীতি। আমি মিথ্যে কথা ব'লছি, আপনার ধারণা?

স্মরজিৎ। তুমি সত্য ব'লছ না। কেন ব'লছ না?

স্নীতি। আপনি কে?

স্মরজিৎ। তোমার শত্রু নই!

স্নীতি। আর বেশিক্ষণ এখানে থাকলে আমার শত্রুতা করা হবে।

স্মরজিৎ। আমি তোমার সত্য পরিচয় জান্‌তে চাই।

স্নীতি। মিথ্যে কথা বলিনি!

স্মরজিৎ। যা জেনেছি, তার চেয়ে আরো বেশি কথা জানা দরকার!

স্নীতি। আমি ব'লতে পারবো না।

স্মরজিৎ। উৎপলা কে?

স্নীতি। "উৎপলা"!

(স্নীতি কিসের শব্দ শুনিয়া একটু বিচলিত হইল)

স্নীতি। (সোদ্বেগে) আপনি যাবেন না?

স্মরজিৎ। না। ওঃ, কেউ আসছে?—বেশ তো, আস্থক না।

(পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটি অপরিচিত যুবক ও যুবতী ঘরে আসিল)

স্মরজিৎ। (অভ্যর্থনা করিয়া) আস্থন !

যুবক। কে ?

স্মরজিৎ। দেখা যখন হ'য়েছে, পরিচয় হবে বই-কি ? বস্থন !

(সকলে পরস্পরের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিতে চাহিল, কেহ কোন কথা কহিল না)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(সুরেন্দ্রনাথের দোতলার বসিবার ঘর—সুরেন্দ্র, স্মরজিৎ ও জয়ন্তী)

সুরেন্দ্র। ফোটোর সঙ্গে মিলেছে ?

স্মরজিৎ। অনেকটা—but I am not sure, বয়েসটা দু-এক বছরের বেশি ব'লেই মনে হ'ল।

সুরেন্দ্র। অনেকটা ঐ ধরনের বটে—very serious girl !—ঠিকানাটা কি ?

স্মরজিৎ। রাত্রে গলিটা ঠিক বুঝতে পারিনি—নাম প'ড়বার সময়ও হয়নি। আমি আবার অনেক দিন ক'লকাতায় ছিলাম না তো—ও কোয়ার্টারটা একেবারেই ব'দলে গেছে—চিনবার উপায় নেই, আজ দিনমানে খোঁজ ক'রবো।

জয়ন্তী। অনেক দিন ওবাড়ীতে আছে ব'লে মনে হ'ল ? ··· তা কি ক'রে সম্ভব !

স্মরজিৎ। May be—there is some love affair at the bottom of it ! অনেক দিনের ষড়যন্ত্র,—আপনার ড্রাইভারেরও ভিতরে ভিতরে যোগ থাকতে পারে !

জয়ন্তী। যদি কেউ তামা-তুলসী-গঙ্গাজল ছুঁয়ে দিব্যি গেলে আমায় বলে—উৎপলা কোনো ছেলেছোকরার সঙ্গে বেহায়াপনা ক'রেছে,—আমি বিশ্বাস ক'রবো না ! সে মেয়েই আমার নয় !

স্মরজিৎ। এ কথা ঠিক্। সহজে কাউকে ধরা দেবে না সে—awfully

self-willed! প্রায় একঘণ্টা তার সঙ্গে কথা ক'য়ে আমার এই ধারণা হ'য়েছে, এরকম মেয়ে বাঙালীর ঘরে বিরল—অন্য জাতের ভিতরেও খুব বেশি দেখা যাবে না!

সুরেন্দ্র। তাহ'লে সে নিশ্চয়ই উৎপলা!

স্মরজিৎ। কিন্তু আপনাদের গোপন ক'রে থাক্‌বে কেন?

সুরেন্দ্র। ওই জায়গাটাই তো মিল্‌ছে না!

জয়ন্তী। তুমি তাকে ব'লেছিলে,—তোমার বাবা-মা হা-পিত্তেশে তোমার ফিরবার পথ চেয়ে ব'সে আছে?

সুরেন্দ্র। আহা, সে অন্য মেয়ে কি না—এ সন্দেহটা আগে দূর করা দরকার!

জয়ন্তী। না না—আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, এ নিশ্চয়ই আমার মেয়ে। তুমি তার নাম জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে বাবা?

স্মরজিৎ। নাম ব'ল্লে সুনীতি!

সুরেন্দ্র। এইখানে আবার সন্দেহ আস্‌ছে! নাম গোপন ক'র্‌বে কেন?

স্মরজিৎ। তা গোপন ক'র্‌তে পারে—There are hundred and one causes. আমাকেই বা টপ্‌ ক'রে বিশ্বাস ক'র্‌বে কেন? আমিও তো আপনার ঠিক পরিচয় দিইনি!

জয়ন্তী। ঠিক্ কথা বাবা, ঠিক্ কথা! সে লেখাপড়া-জানা মেয়ে—আর খুব ধীরবুদ্ধি! একটা বিপদের ভিতর গিয়ে পড়েছে—তারা ওকে আটকে রেখেছে। কে কি মতলবে আছে, জান্‌বে কেমন ক'রে? তাই একটা অন্য নাম ব'লেছে!

সুরেন্দ্র। নেহাৎ মিথ্যে কথাও বলেনি। বরং প্রকারান্তরে ঠিক নামই ব'লেছে।

স্মরজিৎ। কি রকম?

সুরেন্দ্র। তোমার মনে আছে জয়ন্তী, রামশরণ যখন আমাদের বাড়ীতে কাজ ক'রতো—একদিন বাজারের হিসেবে গণ্ডগোল ক'রেছিল; তাকে কত উপদেশ দিল। আমি সেই সময় উৎপলাকে ঠাট্টা ক'রে ব'লেছিলুম—মা, তুমি যে রকম সুনীতি-দুর্নীতি নিয়ে বক্তৃতা ক'চ্ছ, তা তোমার নাম উৎপলা না রেখে সুনীতি রাখাই উচিত ছিল।

জয়ন্তী। হ্যাঁ—ঠিক, তুমি ব'লেছিলে বটে! (স্মরজিতের প্রতি) তুমি আর একবার যাও বাবা! তাকে স্পষ্টাস্পষ্টি আমাদের কথা বল। আর যদি কিছু মনে না কর—আমায় সঙ্গে নিয়ে চল। আমি তার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে আসব।

সুরেন্দ্র। আমি উপযুক্ত লোকের হাতে ভার দিয়েছি—তুমি কেন উতলা হ'চ্ছ?

জয়ন্তী। আমার মায়ের প্রাণ—তা তো তুমি বুঝতে পাচ্ছ!

সুরেন্দ্র। বুঝেছি সব, কিন্তু উপায় তো কিছু নেই! যতদূর যা করা যেতে পারে, চেষ্টার ত্রুটি আমি ক'রবো না। তবে, ঠিক্ সময়টি না হ'লে কোন কাজেরই কোন ফল পাওয়া যায় না। দুর্দিনের সময় বড় সাবধানে থাকৃতে হয়। তুমি যাও—স্মরজিৎবাবুকে একটু চা-জলখাবার দেবার ব্যবস্থা—

স্মরজিৎ। না—না, ওঁকে আর কষ্ট দেবেন না।

সুরেন্দ্র। যাক্—যাক্, পাঁচকাজে থাক্‌লে তবু একটু অন্যমনস্ক হবে। এই আপনি আস্‌বার দু-মিনিট আগেও কাঁদ্‌ছিল। যাও

তুমি—দেখ, ঠাকুর কি ব্যবস্থা ক'রলে! ছিঃ—কাঁদে না, চোখের জল মোছ!

(জয়ন্তী চোখ মুছিয়া চলিয়া গেলেন)

সুরেন্দ্র। আমার অবস্থা দেখছেন স্মরজিৎবাবু?—দিনরাত এই অবুঝকে বোঝাতে হচ্ছে! তাই কি সব সময়ে নিজে মনে জোর ক'রতে পারি? তারপর ধরুন, যদি তাকে পাওয়াই যায়, তখন আমাদের হিন্দুসমাজ—that eternal social problem—মেয়ের বিয়ে দেব কার সঙ্গে? অবিশ্যি—স্বীকার কচ্ছি, আমার টাকা আছে, পাত্রের অভাব হবে না। কিন্তু ঠিক মনের মত পাত্র পাওয়া সোজা কথা নয়—কত রকম ট্রাজেডি হ'তে পারে!

স্মরজিৎ। তা পারে,—কিন্তু আমি যে আপনাকে আর একটি মেয়ের কথা বললুম, সে মেয়েটিও তো উৎপলা হ'তে পারে!

সুরেন্দ্র। উৎপলার চরিত্রের সব চেয়ে বড় লক্ষণ, সে অত্যন্ত তেজস্বিনী—ভয় পাবার মেয়ে নয়! নতুন মেয়েটির সঙ্গে আপনার আলাপ হ'য়েছে?

স্মরজিৎ। না—আলাপ হয়নি; (খবরের কাগজ দেখিয়া) এ খবরটা দেখেছেন?

সুরেন্দ্র। দেখেছি বই কি?

স্মরজিৎ। যে মেয়েটির কথা আপনাকে আমি ব'লছিলাম, সেই মেয়েটি ব'লেই মনে হ'চ্ছে।

সুরেন্দ্র। কি ক'রে?

স্মরজিৎ। এই যে লিখছে—"বাড়ীর আত্মীয়স্বজন জানতে পেরে তখনই একখানা ট্যাক্সি ক'রে যুবতীর অনুসরণ করে—শেষ পর্য্যন্ত

মেয়েটিকে লইয়া যুবকের গাড়ী জোড়াসাঁকোর কাছে একটি গলির ভিতর প্রবেশ করে; পরে আর তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় না।" What is this?

সুরেন্দ্র। You must go deep down—my boy! যাক, আরো কিছু টাকার দরকার নিশ্চয়ই হবে?

স্মরজিৎ। দু'টো টাকাও খরচ হয়নি!

সুরেন্দ্র। বলেন কি? না—আপনি আরো কিছু টাকা নিন্। I have plenty of money! তারপর, যার জন্যে টাকা, তারই যখন খোঁজ নেই—কি হবে টাকার মায়া ক'রে?

স্মরজিৎ। দেখবেন মশায়, আমার হাতে বেশি টাকা দেবেন না। এ পর্য্যন্ত টাকার লোভ জয় ক'রেছি।

সুরেন্দ্র। আপনার কোন্ ব্যাঙ্কে একাউণ্ট আছে?

স্মরজিৎ। কোন ব্যাঙ্কে একাউণ্ট নেই মশায়, my bank is my pocket! ব্যাঙ্ক—একটি বাক্সও নেই! কি সঞ্চয় ক'রবো?

সুরেন্দ্র। এখন থেকে সঞ্চয় আরম্ভ করুন,—চেক নিন।

স্মরজিৎ। দিন, আমি এখনো পর্য্যন্ত কোথাও বাসা নিইনি।

সুরেন্দ্র। মেসে থাকেন?

স্মরজিৎ। না; ভাল দেশী হোটেল দেখে রেখেছি। দেশের life বড় stagnant—আমাদের মত লোক থাকলে অনেকের কৌতূহল বেড়ে উঠ্‌বে।

সুরেন্দ্র। কাল রাত্রে ঘুমোননি?

স্মরজিৎ। সময় পেয়েছিলুম, সুযোগ আর হ'লো না। শিয়ালদ স্টেশনে "ওয়েটিং রুমে" ছিলাম।

সুরেন্দ্র। বলেন কি! তা এখানে এলেন না কেন?

স্মরজিৎ। আমার "ওয়েটিং রুম" আর নদীর তীর বড় ভালো লাগে—বহুরাত্রি আমার ঐভাবে কেটেছে। আপনার ড্রাইভারের খবর ক'রেছিলেন?

সুরেন্দ্র। হ্যাঁ—এখানেই আছে। আজ থেকে তাকেই আবার কাজে ভর্তি ক'রেছি। আপনি আজকের দিনটে আমার গাড়ীখানা ব্যবহার করুন। তাকে সুযোগ মত প্রশ্ন ক'র্বেন।

[জয়ন্তী দেবীর সহিত ঠাকুর চা-জলখাবার লইয়া আসিল]

জয়ন্তী। আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে বাবা?

সুরেন্দ্র। তুমি কোথায় যাবে?—আমিই যেতে ইতস্তত ক'র্ছি!

জয়ন্তী। আমার অত প্রাণের ভয় নেই—তোমরা আমায় নিয়ে চল!

সুরেন্দ্র। একি ভয়ের কথা হ'ল? ব্যাপারটা একটু জটিল! একটা দলের ভিতর গিয়ে প'ড়েছে। তাকে কৌশলে উদ্ধার ক'রতে হবে! আমরা উতলা হ'লে ওঁর কাজের অসুবিধে হবে যে!

জয়ন্তী। আমি কিছুতেই মনকে শান্ত ক'র্তে পাচ্ছিনে!

সুরেন্দ্র। বেশ তো, চল—আমরা একসঙ্গেই বেরুই! তুমি যাও, কাপড়-চোপড় ছেড়ে তৈরি হ'য়ে নাও!

জয়ন্তী। সেই ভাল, আমি আর এবাড়ীতে তিষ্টুতে পাচ্ছি না!

সুরেন্দ্র। আপনি সে ছোকরাটিকে চেপে ধরেন্‌নি?

স্মরজিৎ। বেশি কথা জিজ্ঞাসা করিনি; আলাপ ক'রলাম, ভাল ছেলে ব'লেই মনে হ'লো।

সুরেন্দ্র। আপনি চ'লে আসার পরও ছেলেটি কি সেখানেই ছিল ?

স্মরজিৎ। না—আমার সঙ্গে সঙ্গেই আসে। সে নাকি মেয়েটিকে গুণ্ডাদের হাত থেকে উদ্ধার ক'রেছে। একটি চমৎকার heroic গল্প বল্‌লে!

সুরেন্দ্র। যদি সে—মানে your first lady—উৎপলা হয় আপনার কি ধারণা, উৎপলার সঙ্গে ছেলেটির পরিচয় ছিল ?

স্মরজিৎ। নইলে উৎপলার কাছে তাকে আনবে কেন ? শালখের বাড়ীর সঙ্গে সুনীতি দেবী ব'লে যে মেয়েটি আত্মপরিচয় দিচ্ছে, আপনার কন্যা-অপহরণ, আর গত রাত্রের ঐ ব্যাপার, এ ঘটনাগুলো একসঙ্গে গাঁথা।

সুরেন্দ্র। অথচ পুলিশ এর কিছুই জানে না! এ gang-এর কাজ কি জানেন ?—শুধু blackmailing নয়, woman export—এই সব মেয়েদের চালান দেয় মোটা কমিশনে!

স্মরজিৎ। কাল আমি আপনার সব কথা ঠিক্ বিশ্বাস করিনি। আজ আমার ধারণা হ'চ্ছে, এরা সব পাকা খেলোয়াড়,—সহজে ধরা-ছোঁওয়া যায় না!

সুরেন্দ্র। হুঁ, এর মধ্যে সব বিশিষ্ট ভদ্রলোক আছে—উচ্চশিক্ষিত যুবক—Men of position and culture! আপনাকে যে কাজ দিয়েছি—Worthy task of a noble young man!

স্মরজিৎ। আপনার গাড়ী ঠিক্ আছে ?

সুরেন্দ্র। আছে—[উচ্চকণ্ঠে] সাতকড়ি!

[সাতকড়ির প্রবেশ]

সুরেন্দ্র। ড্রাইভারকে গাড়ী বের করতে বল।

[নমস্কার করিয়া সাতকড়ির প্রস্থান

স্মরজিৎ। দিন ?—কত টাকার চেক্ দেবেন ?

সুরেন্দ্র। Now you are in form! কত টাকার চেক দেব ?—দু হাজার ?

স্মরজিৎ। হ্যাঁ। আজ আপনারা আমার সঙ্গে যাবেন না—আমি একাই বেরুব।

সুরেন্দ্র। তাহ'লে এইবেলা বেরিয়ে পড়ুন—জয়ন্তী এলে আবার কাঁদা-কাটা ক'রবে।

স্মরজিৎ। কথাটা মন্দ বলেন নি। ওঁকে বুঝিয়ে বল্‌বেন

সুরেন্দ্র। (নেপথ্যাভিমুখী) কে ? ?—দীনবন্ধু ? শোন !

(দীনবন্ধু ড্রাইভার আসিল)

সুরেন্দ্র। বাবু যেখানে যেখানে যেতে চান,—যতক্ষণ গাড়ী রাখতে চান, রাখ্‌বে।

দীনবন্ধু। এই বাবু ?

সুরেন্দ্র। হ্যাঁ—যদি রাত পর্য্যন্ত গাড়ী রাখেন, তাতেও আপত্তি ক'রো না।

দীনবন্ধু। যে আজ্ঞে !

স্মরজিৎ। দরকার হ'লে ডাকৃতে পারি—বাড়ীতেই থাকবেন !

সুরেন্দ্র। বাড়ীতেই থাকৃবো—একটা ফোন ক'রে আস্‌বেন।

স্মরজিৎ। এস দীনবন্ধু, তোমার সঙ্গেই ভাসা যাক্।

[দীনবন্ধু ও স্মরজিতের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

(জয়ন্তীর পুনঃপ্রবেশ)

সুরেন্দ্র। কই ?—তুমি কাপড় বদ্‌লে এলে না ?

জয়ন্তী। না—স্মরজিৎ চ'লে গেছে ?

সুরেন্দ্র। না—এখনো যায়নি ; নীচে গেল—একা যেতে চায় !

জয়ন্তী। তাই যাক্ !

সুরেন্দ্র। তুমি যাবে না ?

জয়ন্তী। আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। বড় প্রাণ কেমন ক'র্‌ছে—বড্ড কান্না পাচ্ছে! কোথায় গেলে একটু জুড়ুতে পারি, আমায় ব'ল্‌তে পার ?

সুরেন্দ্র। (অনেকক্ষণ জয়ন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন) তুমি অত উতলা হ'চ্ছ কেন ?

জয়ন্তী। কি জানি—কেন, তোমায় ঠিক বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পার্‌বো না। চল—কালীঘাটে গিয়ে মায়ের পূজো দিয়ে আসি ; তোমায় যেতে হবে।

সুরেন্দ্র। আপত্তি ছিল না—কিন্তু গাড়ীখানা ছেড়ে দিলুম যে !

জয়ন্তী। চল—ট্যাক্সি ক'রে যাই।

সুরেন্দ্র। তাই চল।

(স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে বুঝিতে পারিতেছেন না)

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভূধর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর আফিস-ঘর

ভূধরবাবু ও রঞ্জন (গতরাত্রে ইহাকে সুনীতি দেবীর ঘরে দেখা গিয়াছিল)

দুইজনের নির্জ্জনে আলাপ চলিতেছে

ভূধর। কাগজ দেখেছ ?

রঞ্জন। কাগজ দেখেই তো সকালে আপনার কাছে এলুম।

ভূধর। কার কাজ ?

রঞ্জন। একটি নতুন ভদ্রলোককে কাল সুনীতি দেবীর ঘরে দেখেছি—

ভূধর। কে সে ?—সুনীতির কোন আত্মীয় ?

রঞ্জন। এ পর্য্যন্ত সুনীতি দেবীর কোন আত্মীয়কে দেখিনি, আছেন ব'লেও শোনা ছিল না!

ভূধর। সুনীতির সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা আছে ?

রঞ্জন। না, আপনার আদেশ মত আমরা সবাই ওঁকে সম্মান করি ; উনিও সকলের মর্য্যাদা রেখে কথা বলেন।

ভূধর। ঘটনা ঘটে রাত্রি একটায় ?

রঞ্জন। হ্যাঁ!

ভূধর। কাগজে যা বেরিয়েছে, তার ভিতর কতটুকু সত্য আছে ?

রঞ্জন। একেবারেই মিথ্যে!

ভূধর। মেয়েটির আত্মীয়স্বজন ঘটনা জানতে পেরে পিছনে মোটর নিয়ে তাড়া ক'রেছিল ?

রঞ্জন। গাড়ীতে আমিই ছিলাম ; এমন কোন ঘটনা ঘটেনি,—ঘটবার উপায়ও ছিল না।

ভূধর। কেন?

রঞ্জন। মেয়েটির আত্মীয়স্বজন, বাপ-মা—কেউ নেই!

ভূধর। কার আশ্রয়ে ছিল?

রঞ্জন। এক দূর-সম্পর্কের বিধবা মাসি,—দিনরাত বকাবকি ক'র্‌তো!

ভূধর। মেয়েটি তোমায় বিশ্বাস করে?

রঞ্জন। করে!

ভূধর। তুমি তাকে ভালবাস?

রঞ্জন। ভালবাসা দেখাতুম—

ভূধর। ভালবাস্‌তে না?

রঞ্জন। বিজ্‌নেস্‌ আর ভালবাসা এক সঙ্গে হয় না স্যর্‌!

ভূধর। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী আছে?

রঞ্জন। মনে হয় না!

ভূধর। রাত একটায় ঘটনা ঘটেছে। পাঁচটার কাগজে বেরিয়েছে। সেই শেষরাত্রে নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্যে কে ঘটনাটি কাগজে বের ক'র্‌লো?

রঞ্জন। যে কাগজে বার ক'রেছে—সে কাগজওয়ালাদের পরিচিত।

ভূধর। হয় তুমি, না-হয় সুনীতি—আর না হয়, তুমি যে নতুন লোকটির কথা বললে—সেই-ই!

রঞ্জন। চতুর্থ ব্যক্তি হ'তে পারে না। আমার মনে হয়, তৃতীয় ব্যক্তি সেই নতুন লোক।

ভূধর। [চিন্তিতভাবে]—মেয়েটি সুন্দরী?

রঞ্জন। সুন্দরী!

ভূধর। ভাল কাপড়চোপড় আর ঝুটো গয়না একসেট্‌ কিনে দিও!

রঞ্জন। আচ্ছা!

ভূধর। সুনীতি বিদ্রোহ কর্ত্তে পারে? কি মনে কর?

রঞ্জন। আশ্চর্য্য নয়!

ভূধর। মেয়েটির নাম?

রঞ্জন। প্রতিভা।

ভূধর। আমাদের নতুন নাম দিতে হবে।

রঞ্জন। বলুন?

ভূধর। নদীর নাম,—পাঞ্জাব কি কাশ্মীরের দুইটি একটি নদীর নাম বল তো—নতুন ধরনের?

রঞ্জন। শতদ্রু--

ভূধর। আর একটু মোলায়েম।

রঞ্জন। রেবা, বিপাশা—

ভূধর। বিপাশা is all right—তার নাম রইল 'বিপাশা'। মেয়েটি বেশ cultured মনে হয়?

রঞ্জন। ঠিক্ cultured নয়—native simplicity আছে।

ভূধর। সুনীতির কাছে রাখা নিরাপদ?

রঞ্জন। বেশিদিন রাখা নিরাপদ নয় বোধ হয়!

ভূধর। তুমি সন্দেহ ক'রছো?

রঞ্জন। নতুন মানুষটিকে।

ভূধর। [পরিক্রমা করিতে করিতে] পঞ্চাশ টাকার চেক দিলে চল্‌বে?

রঞ্জন। পঁচাত্তর টাকা দিন—কাল হিসেব পাবেন।

ভূধর। [চেক্ লিখিয়া রঞ্জনের হাতে দিলেন] আজকের রাতটাও মেয়েটি

স্থনীতির কাছেই থাকবে। নতুন মানুষটির সন্ধান যদি পাও—আমায় ফোন ক'রো।

রঞ্জন। আচ্ছা—নমস্কার!

[প্রস্থান

ভূধর। [ভূধরবাবু সিগারেট ধরাইলেন। পরে ফোন লইয়া] Hallo! বড়বাজার 1234. কে?—তুমি? Quite O. K.! আচ্ছা—কাঁদাকাটি কচ্ছে না তো? দুটো-তিনটে দিন তোমায় একটু কষ্ট করতে হবে। নতুন লোকটি কে?—Admirer? আজ আর আস্‌বার দরকার নেই। Be a guardian—রঞ্জন যাচ্ছে। কিছু আদায়ের সম্ভাবনা আছে। পরশু এলে চল্‌বে। এর মধ্যে আমি একদিন যেতে পারি; আচ্ছা—More in future!

[কুমুদ প্রবেশ করিল]

কুমুদ। বাবা!

ভূধর। কি?

কুমুদ। টাকা—

ভূধর। টাকা কি হবে?

কুমুদ। বিজ্‌নেস ক'রবো!

ভূধর। কিসের বিজ্‌নেস?

কুমুদ। চিটে গুড়ের।

ভূধর। চিটে গুড়ের?

কুমুদ। হ্যাঁ। একটা লোক চিটে গুড়ের বিজ্‌নেস ক'রে ক'লকাতায় তিনখানা বাড়ী ক'রেছে। আর ব্যাঙ্কে fixed deposit-এ বায়ান্ন হাজার টাকা জমিয়েছে।

ভূধর। লোকটিকে দেখেছ ?

কুমুদ। না—কথা শুনেছি।

ভূধর। কার কাছে শুনেছ ?

কুমুদ। নেত্যগোপাল খুড়ো ব'ল্‌ছিল, নীলগাঁয়ের পরীক্ষিৎ সর্দ্দার নাকি চিটে গুড়ের কারবারে খুব লাভ ক'রেছে।

ভূধর। যে চিটে গুড়ের কারবার করে, তার নাম হয় পরীক্ষিৎ সর্দ্দার কুমুদ মুকুজ্জ্যে নয়—বুঝেছ ? সে পাঞ্জাবি গায় দেয় না—হাত-কাটা ফতুয়া পরে ; তার মা সিনেমা দেখে না; বোন কলেজে পড়ে না !

কুমুদ। পাঞ্জাবি গায় দিলে কি বিজ্‌নেস কর্‌তে হয় ?

ভূধর। 'ফোঁপল's broker,—so long the blessed father is alive ! তার পর 'সিনেমা হাউসে'র গার্ড কিংবা mow the grass for the horse !

কুমুদ। আপনি ভাবেন, আমি কিছু ক'রতে পারিনে ?

ভূধর। কি ক'রতে পার তুমি ?

কুমুদ। আপনি যদি আমায় টাকা না দেন তো, আমি দেশে গিয়ে ফল-ফুলুরী আর তরি তরকারির চাষ ক'রবো !

ভূধর। পাঞ্জাবি গায় দিয়ে ?

কুমুদ। চাষ যদি করতে পারি তো পাঞ্জাবিও ছাড়তে পারবো। আমার গায়ে জোর আছে, খালি গায়ে কোদাল মারতে পারি !

ভূধর। পারবি ?

কুমুদ। আগে বিজ্‌নেস ক'রবো—যদি না হয়, তখন চাষ ক'রবো !

ভূধর। যা এই পঁচিশটে টাকা নিয়ে যা—মফঃস্বলের দশটা হাট আর

ক'লকাতার পাঁচটা বাজার ঘুরে আয়। কোথায় কোন্ জিনিসের আমদানি-রপ্তানি, কোন্ জিনিস কোন্ হাটে কিনে কোন্ হাটে বিক্রী ক'রতে হয়—জেনে আসবি! এই পঁচিশ টাকা কিসে খরচ ক'রেছ—সেই দিন হিসেব নেব।

কুমুদ। আচ্ছা—আমি আজই রওনা হ'চ্ছি।

ভূধর। তোমার মা কোথায়?

কুমুদ। ঘুমুচ্ছে!

ভূধর। এখনো তাঁর সুপ্রভাত হয় নি!

(কুসুমকামিনীর প্রবেশ)

কুসুম। না—তা হবে কেন? যেমন সোয়ামী, তেমনি পুত্তুর! আহা —কি সুখের সংসার গা। সকালে উঠেই বাপ-বেটায় মিলে আমার শ্রাদ্ধ হ'চ্ছে।

কুমুদ। আমার ব'য়ে গেছে, ঘুমুচ্ছিলে—তাই বল্লাম!

কুসুম। দেখা যাবে দেখা যাবে—তোর বউ এলে তাকে নিয়ে ভোর বেলায় 'মর্নিং ওয়াক্' করিস্! আমার আর কদিন? কাটিয়ে তো দিইছি, তখন সংসারে 'ডিসিপ্লিন্' হবে। ঐ 'ক্যান্‌ভাসার' মাগীকে বিয়ে ক'র্‌বি না কি?

কুমুদ। আমি তোমাদের পরামর্শ নিয়ে বিয়ে ক'রবো না।

কুসুম। তাই ওকে ভালবাসিস্?

কুমুদ। বাসিই যদি—তাতে কি হয়েছে? তোমার মেয়ে যে বিভাকরকে ভালবাসে?

কুসুম। মেয়ে যে বি-এ পাশ ক'রেছে—তুই যে তিন-তিন বার বি-এ ফেল কল্লি হতভাগা!

কুমুদ। বি-এ ফেল ক'ল্লে বুঝি আর 'লভে' পড়তে নেই ?

কুসুম। No—A. B. A. plucked boy has no right to fall in love with a decent girl. তুমি বরং ঠাকুরকে চা আনতে বল—যা তুমি পার!

কুমুদ। আমার ব'য়ে গেছে। আমি এখুনি দেশে চ'লে যাব, বিজ্‌নেস ক'রে টাকা রোজগার ক'রবো; তারপর, যাকে ভালবাসবো তাকে বিয়ে করবো। আমার শ্বশুরের টাকায় তোমায় বাবুগিরি ক'রতে দেব না।

[প্রস্থান

কুসুম। বিজ্‌নেস ক'রবার বুদ্ধি ওকে কে দিলে? বল্লাম, একটা চাকরি করে দাও; না হয়, তোমার কাজেই নাও-না! এই তো কত লোককে কত টাকা দিচ্ছ ?

ভূধর। হাঁা দিচ্ছি, তবে থাক্—একটা দিক একটু ফাঁক থাক্।

কুসুম। কি যে বল বাবু—তোমার কথার মানে বুঝিনে!

ভূধর। এখন আর মানে বুজে কাজ নেই, এরপর তখন মিলিয়ে নিও।

কুসুম। (খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে) এটা পড়েছ ? আচ্ছা জাপানের কাণ্ডটা কি আমায় ব'ল্‌তে পার ? 'Asia for Asians' Is there any sense in it ?'

ভূধর। এখন কি তোমার সঙ্গে আলোচনা ক'রতে হবে ?

কুসুম! কল্লেই বা!

ভূধর। সাড়ে দশটা বেজে গেছে, এখনো তোমার চা খাওয়া হয়নি!

কুসুম। ঠাকুরকে একটু চেঁচিয়ে ব'লে দাও না। এক কাপ চা দিয়ে যাক।

ভূধর। এখনি একটি ভদ্রলোকের আসবার কথা আছে।

কুসুম। তোমার ভদ্রলোক তো? আমার সব জানা আছে।

ভূধর। সেইজন্যই তো তোমায় চটাতে ভয় পাই।

কুসুম। আমি অন্ততপক্ষে এডিটোরিয়লটা শেষ না ক'রে এখান থেকে উঠ্ছিনে—Let him come.

ভূধর। ঠাকুর, শীগ্‌গীর এক কাপ—

(চা লইয়া ঠাকুরর প্রবেশ)

ঠাকুর। এই যে বাবু!

কুসুম। ঠাকুর, তোমায় এক সপ্তাহ ছুটি দেব, আর কিছু টাকা দেব—'ফিরপো'র 'চীফ স্টুয়ার্ড'কে ব'লে রেখেছি, তোমায় যত্ন ক'রে আপ-টু-ডেট খাবার তৈরি করতে শেখাবে। আমরা এসব খাবার ছেড়ে দেব, বুঝেছ?

ঠাকুর। আমি কিছু কিছু শিখে ফেলেছি। আজকে মেনুতে আছে—টেংরা মাছ রোস্ট, হাফ্‌বয়লড্ এগফ্রুট, আর কুচো চিংড়ি with পালনশাক and কাঁটালের বিচির soup.

ভূধর। চমৎকার, তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া দরকার ঠাকুর!

ঠাকুর। সাহেবের দয়া!

ভূধর। আপাতত ঘরে গিয়ে একা সিগারেট খাও।

(সিগারেট দিলেন। ঠাকুরের প্রস্থান)

কুসুম। যাও—জমিটে বায়না ক'রে ফেল!

ভূধর। পরশু দিন বায়না ক'রবো।

কুসুম। 'ফেসিং দি লেক্' বাড়ী হবে—প্ল্যান্ আমি তৈরি করেছি।

ভূধর। শুধু প্ল্যান্ তৈরি কেন? মিস্ত্রীও তুমি খাটাবে।

কুসুম। ঠাট্টা হচ্ছে ?

ভূধর। না না—ঠাট্টা নয়, আমার নিজের সময় নেই—কাজটাও জানিনে। তোমার যখন কাজ জানা আছে—ইন্‌জিনিয়ার, কণ্ট্রাক্টর, কি ড্রাপ্‌টস্‌ম্যান—কাউকে পয়সা দেব না। ওঠ ওঠ—ওই বুঝি ভদ্রলোকটি আসছে !

কুসুম। Let him come. You can't have any private talk. which I should not know.

ভূধর। এ অন্য কথা !

কুসুম। হ'লই বা অন্য কথা ! আমি কাউকে ব'ল্‌বো না।

(নেপথ্যে মাড়োয়ারী মিঃ রামদাস শেঠ)

রামদাস। (নেপথ্যে) মুখার্জ্জিসাহেব বুঠাতে আছেন ?

ভূধর। হ্যাঁ—আছি ! কে—শেঠজী ? one minute—আমি যাচ্ছি ! যাও—লক্ষ্মীটি, বাড়ীর ভিতর যাও। একটা অন্য প্রভিন্সের লোক তোমায় দেখে যাবে—কি মনে ক'রবে ! After all, we are still orthodox Bengali Brahmin !

কুসুম। আমরা 'অর্থডক্স' নই,—কেন ন্যাকাম' কচ্ছ? ও—কে? হুণ্ডিওয়ালা ?

ভূধর। আরে, না না—সে অন্য ব্যাপার—অন্য ব্যাপার !

কুসুম। দেখ, সোজা কথা—দেনা যদি কর, আমার বালিগঞ্জের বাড়ী যেন টানাটানি না করে !

ভূধর। সে বাড়ী তো হবে তোমার নামে। এ যা-কিছু আয়োজন দেখ্‌ছো—সবই বালিগঞ্জের বাড়ীর জন্যে। Have faith in me.

কুসুম। আচ্ছা !

দ্বিতীয় অঙ্ক

[ভূধর দ্বার খুলিলেন, কুসুমকামিনী প্রস্থান করিলেন, রামদাস শেঠ ঘরে আসিলেন। প্রবেশপ্রস্থান-কালের সন্ধিক্ষণে দুই জনের চোখোচোখি হইয়া গেল]

রামদাস। Is she the lady in question?

ভূধর। No, no, no—certainly not!

রামদাস। Then, who is she?

ভূধর। My wife sir, my wife—my better-half.

রামদাস। My God! I thought—

ভূধর। Please don't think—বসুন! সিগারেট?—

(রামদাস সিগারেট লইল)

রামদাস। কাগজে খবর বেরিয়েছে কেন? Was there any গোলমাল?

ভূধর। I think not.

রামদাস। তবে? A traitor in the camp?

ভূধর। না—It's another case. আমাদের ব্যাপারই নয়।

রামদাস। আপনার সন্দেহ হ'চ্ছে না? I suspected, as soon as I read.

ভূধর। প্রথমটা একটু সন্দেহ আমারও হয়েছিল। You can't read between the lines, it is so vague—কোনো ইংরজি কাগজে নেই—

রামদাস। আমি শুধু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি, আপনার বাড়ীতেই আছেন নাকি?

ভূধর। ঠিক্ আমার বাড়ীতে না হলেও—at my disposal, ভাবনা কিছু নেই! আজ কিছু payment ক'চ্ছেন নাকি?

রামদাস। As you like it—টাকার ভাবনা কি?

ভূধর। কোথায় পৌঁছে দিতে হবে?

রামদাস। করাচী on 15th November, তারপর থেকে আপনাদের আর দায়িত্ব নেই—But we want an accomplished girl.

ভূধর। যেমনটি মহিলার হওয়া উচিত—A typical lady or rather a lady in the making! এক মাস আমাদের হাতে থাকবে· এই এক মাসেই তো তার ট্রেণিং—খরচ তো এখনই।

রামদাস। খরচ কর্ত্তে তো আমরা রাজী আছি মুখার্জ্জিসাহেব! কত টাকা দেব?

ভূধর। The second instalment দশ হাজার। বাকি টাকা—করাচী পৌছনোর পর—যখন পুরোপুরি আপনাদের হাতে গিয়ে প'ড়বে।

রামদাস। Ready money?

ভূধর। Cash.

রামদাস। যা মাড্‌বেন,—সঙ্গে যেতে হবে।

ভূধর। চলুন!

রামদাস। আইয়ে—একবার মেয়েটিকে দেখাবেন?

ভূধর। চেষ্টা করবো। [উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

[ভূধরবাবু চলিয়া যাইবার কিছু পরে কুমুদরঞ্জন ঘরে আসিল—এবং খুব মনোযোগ সহকারে 'টেলিফোন গাইড' দেখিতে লাগিল—কিছু পরে প্রথমে চিত্রা, পশ্চাতে বিভাকর প্রবেশ করিল]

চিত্রা। যে নাম খুঁজছো, 'টেলিফোন গাইডে' সে নাম নেই !

কুমুদ। ভারি ফাজিল হয়েছ ; এই যে—তুমিও সঙ্গে এসেছ !

বিভাকর। বাঃ—চমৎকার অতিথিসংকারের নমুনা দেখছি ! চলে যাব নাকি ?

কুমুদ। তোমরা চ'লে যাবে কেন ? আমিই যাচ্ছি !

চিত্রা। কেন—ফোন কর না ?—কাকে ফোন ক'রবে—আমি জানি।

কুমুদ। আমি কাকে ফোন ক'রবো, তুই কি ক'রে জান্‌লি ? আমি জগদীশবাবুর ফোন নাম্বার দেখ্‌ছি।

চিত্রা। আমার নাম্বার মনে আছে—গাইড্‌ দেখ্‌তে হবে না—বড়বাজার—3021.

কুমুদ। আমি যদি ফোন না করি—?

চিত্রা। কেউ মাথার দিব্যি দিচ্ছে না। তুমি ফোন ক'রো না—মাথা ঠাণ্ডা করো।

কুমুদ। আমার মাথা খুব ঠাণ্ডা আছে। তোমরা দু'টিতে মাথা ঠাণ্ডা কর।

বিভাকর। কুমুদদা ! তুমি তো আমার উপর কখনো নির্দয় ছিলে না-আমি কি অপরাধ করেছি দাদা ?

কুমুদ। বিভাকর, Do you really love চিত্রা ?

বিভাকর। তোমার এ কথার উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করি না।

কুমুদ। কেন ?

বিভাকর। তুমি চিত্রাকেই জিজ্ঞাসা কর। আমি কাউকে ভালোবাসি-না বাসি—that's my concern.

কুমুদ। চিত্রা আমার বোন্!

বিভাকর। আমার জানা আছে।

কুমুদ। তুমি আমায় 'ইগ্নোর' ক'র্‌ছ ?

চিত্রা। He should—you are not my guardian !

কুমুদ। ওঃ, বটে ? আমি গার্জ্জেন নই ; সেটা তোমার সৌভাগ্য নয়—দুর্ভাগ্য ! [প্রস্থান-উদ্যত

চিত্রা। আহা, রাগ ক'চ্ছ কেন দাদা—! বস—তুমি গার্জ্জেন নও ব'লেছি, দাদা তো নিশ্চয় ?

কুমুদ। না—আমি ব'সবো না ; আমার কাজ আছে—কাজে বেরুচ্ছি !

চিত্রা। সুনীতিদির ওখানে ? পথ খুঁজে পাবে না—বড় জটিল পথ !

বিভাকর। সত্যি কুমুদদা ! মাইরি—তুমি সুনীতিদিকে বিয়ে কর—She is a wonderful lady ! আমি যদি—

চিত্রা। তুমি যদি—কি ? বল !

বিভাকর। না—তোমার মুখের উপর আর ব'লবো না !

চিত্রা। বল—তোমায় ব'লতে হবে ?

বিভাকর। কিছুতেই ব'লবো না—বরং তার বদলে একটা সিগ্রেট ধরাব !

চিত্রা। তুমি সুনীতিদিকে ভালবাস দাদা—সত্যি ভালবাস। কিন্তু, ও তো বিয়ে ক'র্‌বে না !

বিভাকর ! কে বলেছে—বিয়ে ক'র্‌বে না ?

চিত্রা। বলেনি কেউ, আমি ওর মন জানি !

বিভাকর। ওসব বাজে কথা! কুমুদদা, আমি ব'ল্‌ছি—সুনীতিদি বিয়ে ক'রবে—আর তোমাকেই বিয়ে করবে! She is for you and you only!

কুমুদ। দে—একটা সিগারেট দে! আমি তোকে ভাল কথাই ব'ল্‌তে যাচ্ছিলাম—তুই যদি সত্যি চিত্রাকে ভালবাসিস্, ওকে বিয়ে কর—দেরি করিস্ নে!

বিভাকর। কেন?—চিত্রার অন্য জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ হ'চ্ছে নাকি?

কুমুদ। হ'তেও তো পারে! কিন্তু না—তুই বড় ছ্যাবলা, তোর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া চলে না।

চিত্রা। সেইজন্যেই আমার মনটা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। তুমি স্বামীর গাম্ভীর্য্য রাখতে পারবে না।

বিভাকর। Give me a fair chance—অন্ততঃ একটা trial দেও।

(চিত্রার পাশে গিয়া দাঁড়াইল

কুমুদ। (বিভাকরের কান ধরিয়া) আরে গেল যা—একেবারে লজ্জাশরমের ধার ধারিস্‌নে হতভাগা!

বিভাকর। এখনো কান মলবার অধিকার তোমার হয়নি। তুমি অনধিকার-চর্চ্চা ক'চ্ছ। সুনীতিদিকে ব'লে দেব কিন্তু!

কুমুদ। আরে—দুত্তোর, সুনীতিদি, সুনীতিদি—কোথায় কি তার ঠিক্ নেই!

বিভাকর। কিছু ভয় নেই দাদা! আমি আর চিট্রা সেরেক ষড়যন্ত্র ক'রে সুনীতিদিকে তোমার হাতে তুলে দেব—Don't ঘাবড়াও!

কুমুদ। আমি পুরুষ মানুষ—বরং কেড়ে নেব, তবু ষড়যন্ত্র কর্‌বো না।

চিত্রা। আমাদেরও ষড়যন্ত্র কর্ত্তে হবে না, তোমাকেও কেড়ে নিতে হবে না—Life is not a six-penny novel!

কুমুদ। তুই থাম্—একুশ বছর বয়সে উনি একেবারে বিজ্ঞ হ'য়েছেন! যেন তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা six-penny novelist-এর চেয়ে বেশি!

চিত্রা। সুনীতিদির মন কিসে নরম হয়—আমি জানি!

কুমুদ। ও সব আমার দ্বারা হবে না, খোসামোদ আমি কাউকে ক'রতে পারবো না—আমি পুরুষবাচ্ছা!

বিভাকর। কিন্তু ভালবাসায় একটু আধটু খোসামোদ, একটু অতিশয়োক্তি দরকার হয় দাদা! অনেক বড় বড় পুরুষ ঐ ধরনের কাজই ক'রে থাকেন, ইতিহাসে লেখা আছে।

চিত্রা। তুমি জিদ্ করো না, গোঁয়ার্ত্তুমিটে ভাল নয়—আমরা যা ব'ল্‌বো সেইভাবে চ'ল্‌বে।

কুমুদ। No—I go my own way! (ঘড়ি দেখিয়া) সাড়ে এগারটা, আর নয়—আমার অনেক কাজ! তোর এই—ঢং-ঢাং আমার ভাল লাগে না! বিভাকর, একটু মানুষের মত হ'!

[প্রস্থান

বিভাকর। খুব 'কম্‌প্লিমেণ্ট' দিলে তো?

চিত্রা। সত্যি, তোমায় পুরুষ মানুষ ব'লে মনে হয় না বিভাকর!

বিভাকর। বটে?—কি মনে হয়?

চিত্রা। Just a companion.

বিভাকর। তার মানে?

চিত্রা। You are too refined to be a man!

বিভাকর। তোমার মতে—refinement পুরুষ মানুষকে মানায় না?

চিত্রা। অন্তত তাকে effiminate ক'রে তোলে!

বিভাকর। কি রকম বর তুমি পছন্দ কর?

চিত্রা। সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের রাজপুত্র, যে বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার ক'র্তে পারে—এমন বীর!

বিভাকর। পৃথিবীতে আজকাল রাজপুত্তুরের সংখ্যা বড়ই ক'মে গেছে। তোমার বিয়ে হওয়া মুস্কিল দেখছি!

চিত্রা। রাজপুত্তুরের বদলে ফ্যাসিস্ট, নাৎসি—or even a communist may do!

বিভাকর। কম্যুনিস্ট হ'লে চ'ল্‌বে তো? ফ্যাসিস্ট, নাৎসি—এখনো সমুদ্রলঙ্ঘন করেননি!

চিত্রা। আস্‌তে দেরি হবে না। আপাতত কম্যুনিস্ট হ'লেই চ'ল্‌বে।

বিভাকর। কাল থেকে কম্যুনিজ্‌মের রিহার্সাল দেব!

চিত্রা। তোমার বাবা যে তোমায় "সিভিল সারভিসে"র জন্যে বিলেত পাঠাবেন?

বিভাকর। তুমি কার কাছে শুনলে?

চিত্রা। কেন—তুমিই তো ব'লেছিলে!

বিভাকর। মিথ্যে কথা ব'লেছিলাম—চাল্‌ দিয়েছিলাম!

চিত্রা। তোমার বাবা তোমাকে বিলেত পাঠাতে চাননি?

বিভাকর। সে—আমি যখন 'থার্ড ক্লাস' থেকে প্রোমোশন পাই, তখন বাবার আমার সম্বন্ধে ঐরকম একটা big ambition ছিল!

চিত্রা। এখন সে 'অ্যাম্বিশান' নেই?

বিভাকর। খেঁদীর বিয়ে দেবার পর থেকে অ্যাম্বিশানটা খুব কাহিল হ'য়ে প'ড়েছে! ওটা টাকার খেলা কি না?

চিত্রা। তাহ'লে তুমি কি ক'র্বে?

বিভাকর। সত্যিকারের কম্যুনিস্ট হব।

চিত্রা। কিষাণসমিতি আর শ্রমিকসমিতির প্রেসিডেণ্ট হবে?

বিভাকর। হ'তে পারি।

চিত্রা। বক্তৃতা দেবে?

বিভাকর। হুঁ

চিত্রা। বাংলায়?

বিভাকর। না—ইংরিজি, বাংলা, হিন্দি আর উর্দ্দু—চারটে ভাষা মিশিয়ে একটা স্টাইল তৈরি ক'রবো!

চিত্রা। আচ্ছা বিভাকর, তুমি 'ফিল্ম অ্যাক্টিং' ক'রতে পার?

বিভাকর। পারি।

চিত্রা। ফিল্ম অ্যাক্টর ভাল—না কম্যুনিস্ট ভাল? তোমার নিজস্ব মতামত কি?

বিভাকর। সব ভাল!

চিত্রা। তোমার মা তো সৎমা?

বিভাকর। লোকে বলে—আমি বুঝতে পারিনে। কার কাছে শুন্লে?

চিত্রা। তোমার কাছেই শুনেছি।

বিভাকর। আমি এত কথা তোমায় ব'লেছি নাকি?

চিত্রা। তোমার সব কথা আমি জানি।

বিভাকর। বটে, তুমি ডায়েরী লেখ?

চিত্রা। হ্যাঁ—লিখি!

বিভাকর। আর লিখো না—very bad habit!

চিত্রা। Bad habit!—and why?

বিভাকর। তুমি যদি কখনো 'সুইসাইড' করো, তোমার খাতাপত্তর পুলিসে নিয়ে যাবে—আর আমায় ধ'রে টানাটানি ক'রবে।

চিত্রা। আমি 'সুইসাইড' ক'রবো কেন?

বিভাকর। Just for the fun of it—তোমার মত মেয়েরাই তো সুইসাইড ক'রে!

চিত্রা। আমি সুইসাইড ক'রবো না।

বিভাকর। আমি তোমায় বিশ্বাস করিনে। আমার যেন কেমন মনে হ'চ্ছে, তুমি একদিন সুইসাইড ক'রবে; ডায়েরী থেকে আমার নামগুলো কেটে দিও!

চিত্রা। না—কাট্‌বো না!

বিভাকর। আমায় বিপদে ফেলবে—সেটা ভাল হবে? "পাবলিক প্রসিকিউটার" এমন জেরা ক'রবে, কি ব'লতে কি ব'লে ফেল্‌বো—আমার সব গুলিয়ে যাবে! না না—ডায়েরীর খাতাখানা আমায় দাও, আমি পুড়িয়ে ফেল্‌বো।

চিত্রা। না—আমি দেব না।

বিভাকর। যদি সুইসাইড কর, তখন কি হবে?

চিত্রা। আমার যদি সুইসাইড ক'রবার ইচ্ছে হয়—তোমায় ফোন ক'রবো—এক সঙ্গে সুইসাইড করবো।

বিভাকর। গুড্—পটাসিয়াম্ সাইনাইড্?

চিত্রা। হ্যাঁ—তাই।

কুসুমকামিনী প্রবেশ করিলেন

কুসুম। (সন্দেহের চোখে) চিত্রা!

চিত্রা। কি!

কুসুম। বিভাকর!

বিভাকর। আজ্ঞে!

কুসুম। কি পরামর্শ হচ্ছিল?

বিভাকর। সে আর আপনার শুনে কাজ নেই।

কুসুম। শুনে কাজ আছে!

বিভাকর। (চিত্রার প্রতি) ব'ল্‌বো?

চিত্রা। আমি কি জানি? তোমার খুশি!

বিভাকর। আমার ব'ল্‌তে আপত্তি নেই। চিত্রার ইচ্ছে—কথাটা গোপন থাক্; এক্ষেত্রে আমার বলা কি উচিত হবে?

চিত্রা। বা রে!—সমস্ত দোষটা আমার ঘাড়েই চাপাবে নাকি?

বিভাকর। দোষ তোমারই।

চিত্রা। দোষ আমার?

বিভাকর। নিশ্চয়ই!

কুসুম। আমি কিন্তু সব জানি—বল, কি পরামর্শ কচ্ছিলে?

বিভাকর। যখন জানেন—তখন আর কি ব'ল্‌বো?—বুঝ্‌তেই তো পাচ্ছেন!

কুসুম। তবু—তোমায় ব'ল্‌তে হবে!

বিভাকর। তাহ'লে আপনি জানেন না।

কুসুম। তুমি চিত্রাকে ভালবাস?

বিভাকর। না!

কুসুম। ওঃ—আমি মনে ক'রেছিলাম—।

বিভাকর। ভুল মনে ক'রেছিলেন।

কুসুম। তবে তুমি আমাদের বাড়ীতে আস কেন ?

বিভাকর। বারণ করেন, কাল থেকে আর আস্‌বো না। বলেন, এখনি চ'লে যেতে পারি।

কুসুম। না—শোন!

বিভাকর। বলুন।

কুসুম। সুইসাইড সম্বন্ধে কি কথা ব'ল্‌ছিলে ?

বিভাকর। ওটা একটা experiment on speculative suicide!

কুসুম। সে আবার কি ?

বিভাকর। আপনি ঠিক বুঝতে পাববেন না। আপনাদের সময় ওটা ঠিক চলন হয়নি। আপনি চিট্‌রাকে জিজ্ঞাসা ক'রবেন—বুঝিয়ে দেবে।

চিত্রা। আমি কিছু বোঝাতে পারবো না,—বোঝাতে হয়, তুমি বোঝাও!

বিভাকর। বড় জটিল থিয়োরী! আজ তো আমার সময় নেই, আমি পরশুদিন এসে আপনাকে বুঝিয়ে দেব! চললাম চিট্‌রা! পার তো—ইনট্রোডাক্সনটা ক'রে রেখো।

চিত্রা। আমি একটি কথাও ব'ল্‌বো না।

বিভাকর। আচ্ছা—well চিট্‌রা, চল্‌লুম।

কুসুম। তুমি ওকে চিট্‌রা বল কেন ?

বিভাকর। ব'ল্‌তে বেশ ভাল লাগে; চিট্‌রা চিট্‌রা—বেশ ভাল লাগে! —আচ্ছা, পরশু দেখা হবে। নমস্কার! [প্রস্থান

কুসুমকামিনী বহুক্ষণ মেয়ের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন

চিত্রা। হাঁ ক'রে মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছ ?

কুসুম। তুই এই ছেলেটাকে ভালবাসিস্ ?

চিত্রা। (ভ্রূকুটি করিয়া মায়ের দিকে চাহিল। ইচ্ছা—বলে, ভালবাসি) না !

কুসুম। তবে ও এখানে আসে কেন ?

চিত্রা। ভাল না বাস্লে বুঝি মানুষ মানুষের বাড়ী আসে না ?

কুসুম। ওদের বাড়ী কোথায় ? বালিগঞ্জে তো ?

চিত্রা। তাই তো ব'লেছে ! ওর সব কথা সত্যি নয়।

কুসুম। মিথ্যে কথা বলে ?

চিত্রা। প্রচুর !

কুসুম। তাহ'লে ও তোকে ভালবাসে ? তাই বল্ না হতভাগী !

চিত্রা। আমি কেন মুখফুটে ব'ল্তে যাব ? যার গরজ, সেই বলুক—আমার ব'য়ে গেছে !

[প্রস্থান

কুসুম। বুঝেছি—তবে বালিগঞ্জে বাড়ী থাকা চাই।

তৃতীয় দৃশ্য

[সুনীতির ঘর, সুনীতি ঘরের কাজ করিতেছিল ;
সুনীতি ও পূর্ব্বরাত্রির আগন্তুক নূতন মেয়ে—নাম প্রতিভা]

সুনীতি। এখানে কেমন লাগ্‌ছে!

প্রতিভা। আপনাকে ভালো লগেছে!

সুনীতি। কেন?

প্রতিভা। আপনি যে ওঁর দিদি!

সুনীতি। জায়গাটা?

প্রতিভা। ঘরখানি চমৎকার সাজানো-গোছানো! বাইরে যাবার উপায় নেই—এই যা!

সুনীতি। তুমি বাইরে যেতে চাও?

প্রতিভা। হ্যাঁ!

সুনীতি। বাইরে যাওয়ায় বিপদ আছে, তা বোঝ?

প্রতিভা। কি বিপদ?

সুনীতি। যদি কোন জানা লোকের সঙ্গে দেখা হয়,—তোমায় চিন্‌তে পারে?

প্রতিভা। ক'লকাতার শহরে আমায় কেউ জানে না!

সুনীত। তুমি কতদিন ক'লকাতায় এসেছ!

প্রতিভা। দু-তিন মাস! মার চিকিৎসা করাতে এসেছিলুম। মা মারা গেলেন।

সুনীতি। যাঁদের বাড়ীতে ছিলে, তাঁরা তোমার কে?

প্রতিভা। মামী বলে ডাক্তুম। আর কখনো দেখিনি। মায়ের সঙ্গে জানাশোনা ছিল।

সুনীতি। তিনি তোমায় খোঁজ ক'রবেন না?

প্রতিভা। কি জানি?—ব'লতে পারি নে! বোধ হয়—না। তিনি একা থাকেন, তাঁরও সংসারে কেউ নেই—গরীব!

সুনীতি। তোমরা দেশে থাকতে?

প্রতিভা। হ্যাঁ।

সুনীতি। দেশ কোথায়?

প্রতিভা। বন-বিষ্টুপুর! আমাদের বাড়ী জঙ্গল হ'য়ে গেছে, ভয়ানক ম্যালেরিয়া—একশ' সাত ডিগ্রি ক'রে জ্বর ওঠে!

সুনীতি। বরাবর সেইখানেই ছিলে?

প্রতিভা। না—বাবা চাকরি ক'রতেন পশ্চিমে—পাটনায়।

সুনীতি। তিনি মারা গেছেন?

প্রতিভা। হ্যাঁ।

সুনীতি। কতদিন আগে?

প্রতিভা। আর বছরও এ সময় বাবা বেঁচে!

সুনীতি। লেখাপড়া জানো?

প্রতিভা। ম্যাট্রিক পাশ করেছি, ফার্স্ট ইয়ার ক্লাশে পড়তাম!

সুনীতি। আচ্ছা প্রতিভা, একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো?

প্রতিভা। করুন না!

সুনীতি। তুমি রঞ্জনকে ভালবাস?

প্রতিভা। (মৃদু হাসিল—কথা কহিল না)

সুনীতি। ভালবাস!

প্রতিভা। নইলে ওঁর কথায় আস্‌বো কেন ?

সুনীতি। রঞ্জন তোমায় বিয়ে ক'রবে ব'লেছে ?

প্রতিভা। আপনি তো ওঁর দিদি ? ব'লেছিলেন—আমার দিদির কাছে থাক্‌বে, সুখে থাক্‌বে—কেউ কিছু ব'ল্‌বে না !

সুনীতি। যাঁকে তুমি মামী ব'লতে, তিনি বুঝি প্রায়ই তোমায় ব'কতেন ?

প্রতিভা। দিনরাত ব'কতেন ! কোন মানুষ যে শুধু শুধু এত ব'কতে পারে, তাঁকে না দেখ্‌লে আপনিও বিশ্বাস ক'রবেন না !

সুনীতি। তুমি তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছ, এটা অন্যায় কাজ—তা তুমি বোঝ ?

প্রতিভা। পালিয়ে না এলে, আসা মুস্কিল হতো !

সুনীতি। তা হয়তো হ'ত ; কিন্তু এ কাজটা ভাল হয়নি, এটা তুমি বুঝ্‌তে পার তো ?

প্রতিভা। ভাল না হ'তেও পারতো,—কিন্তু আপনার কাছে যখন এসেছি, তখন নিশ্চয়ই ভাল হয়েছে !

সুনীতি। আমায় এত বিশ্বাস ক'রছ কেন ?

প্রতিভা। বাঃ—আপনি যে ওঁর দিদি !

সুনীতি। কার ?—রঞ্জনের ?

প্রতিভা। (লজ্জিতভাবে) হ্যাঁ !

(অতিদুঃখে সুনীতি হাসিলেন)

সুনীতি। প্রতিভা, আমি তোমার দিদি। আমায় 'আপনি' ব'লো না !

প্রতিভা। 'তুমি' ব'লবো ?

সুনীতি। হ্যাঁ !

প্রতিভা। 'তুমি' ব'ললে আপনার মানের লাঘব হবে না তো?

সুনীতি। না—মানের লাঘব হবে কেন?

প্রতিভা। আপনি যে ওঁর দিদি, গুরুজন!

সুনীতি। আমি তোমার দিদি, তুমি আমার ছোটবোন!

প্রতিভা। তাহ'লে 'তুমি' ব'লবো?

সুনীতি। নিশ্চয়ই!

প্রতিভা। 'তুমি' ব'লতে পারলে আমি বেঁচে যাই। 'আপনি' ব'লতে এত অসুবিধা হচ্ছিল,—বড্ড বাধ বাধ ঠেক্‌ছিল।

সুনীতি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তুমি গান গাইতে জান প্রতিভা?

প্রতিভা। শিখেছিলাম,—অনেক দিন গাইনে; বাবা থাক্‌তে একবার গ্রামোফোনে গান দেবার কথা হ'য়েছিল।

সুনীতি। তাহ'লে তুমি ভাল গান গাইতে পারো!

প্রতিভা। বাবা শেখাতেন, বাবা বড় গাইয়ে ছিলেন। তুমি আমায় গ্রামোফোনে গান দেবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পার দিদি? আমি বোধ হয় ভাল গাইতে পারবো!

সুনীতি। আগে আমায় একখানা গান শুনিয়ে খুশি কর।

প্রতিভা। অনেকদিন গাইনি, তেমন ভাল হবে না। ভুল ধ'রো না যেন!

সুনীতি। আমি তো তোমার মত ওস্তাদের কাছে গান শিখিনি? ভুল ধ'রবার ক্ষমতা নেই!

(প্রতিভা সলজ্জভাবে গাহিতে আরম্ভ করিল)

গান

ফুলের জীবন শেষ হয়ে যায়—
একদিনের খেলায়;

আজ সকালে ফুটলো যে ফুল,
ঝ'রবে সে ফুল সন্ধ্যাবেলায় !
এত আদর এত সোহাগ,
হৃদে ধ'রে এই অনুরাগ—
থাকবে কি আর, বঁধু তোমার,
(যখন) পাঁপড়ি ছিঁড়ে প'ড়বে ধূলায় !
আমার পানে তখন তুমি
চাইবে নাকো অবহেলায় !
(এখন) কুসুম-সুবাস ক'রতে হরণ
কত কথা কয় সমীরণ,
গন্ধে মাতাল ভ্রমর আমায়
খুঁজছে সারা বন !
কাল নিশীথে ছিলাম কুঁড়ি
জানিনি যৌবন !
যাত্রী আসে খেয়া ঘাটে,
সূয্যিমামা বসলো পাটে
জীবন আমার ফুরিয়ে গেল,
বঁধু তোমার হেলাফেলায় ॥

(গানের মধ্যস্থলে ছেলে কোলে অনিলা প্রবেশ করিলেন)

অনিলা। বাঃ—এ তো চমৎকার গায় ! কাল রাতে এসেছে ?

সুনীতি। হ্যাঁ—তুমি উপরে চ'লে যাবার পরই।

অনিলা। ঠাকুরপো ব'লছিল বটে—তোমার ঘরে কারা এসেছে। আত্মীয়?

সুনীতি। আর এক সময় ব'লবো'খন।

অনিলা। বেশ মেয়েটি! তোমার নাম কি?

প্রতিভা। কুমারী প্রতিভা রায়।

অনিলা। আর ক'টি কুমারী তোমার সন্ধানে আছে?—সব খবর দিয়ে নিয়ে এস!

সুনীতি। কুমারীদের উপর তোমার এত রাগ কেন?

অনিলা। (প্রতিভার প্রতি) তুমি ভাই কিছু মনে ক'র না, তোমায় ব'লছিনে তোমায় এখনো কুমারী মানায়; কিন্তু এই হতভাগী, বিয়ে দিলে সাত ছেলের মা হ'তো—তুই আজও কুমারী থাকবি কেন না! (প্রতিভা ছেলেটিকে কোলে লইল)

(দরজার কাছে অনিলার ঠাকুরপো নলিনবাবু আসিলেন)

নলিন। বৌদি!

অনিলা! কেন ঠাকুরপো!

নলিন। আমার কথা সত্যি?—সত্যি তো?

অনিলা। সত্যি বই কি!

সুনীতি। তোমার ঠাকুরপোকে ডাকো না।

অনিলা। আমি ডাকব না, দরকার থাকে—তুই ডাক!

সুনীতি। আমার সঙ্গে introduce ক'রে দাও?

অনিলা। আমার ব'য়ে গেছে! যখন বাজারে বাজারে ফুলেল তেল ক্যানভাস্ করিস্, তখন কে introduce ক'রে দেয়? নেকামো দেখে আর বাঁচিনে!

[নেপথ্য হইতে বলিল] যাবার উপায় নেই—এন্‌গেজমেণ্ট আছে।

অনিলা। (নেপথ্যাভিমুখিনী) একজন ভদ্রমহিলা তোমার সঙ্গে যেচে আলাপ কচ্ছে, আর তুমি গ্রাহ্য ক'রছ না! কেন?—এত গুমোর কিসের?

নলিন। (নেপথ্যে) গুমোর নয়, ঝগড়া—স্থনীতি দেবীর সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে!

অনিলা। কেন?—স্থনীতি দেবীর অপরাধ?

নলিন। দেরি হ'য়ে যাচ্ছে—ফিরে এসে তোমার সামনেই ঝগড়া ক'রবো।

অনিলা। চলে গেল,—এল না!

স্থনীতি। বেশ মানুষটি!

অনিলা। দু'বেলা ঘরের সামনে দিয়ে আনাগোনা করে—একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করা নেই। এক কাপ চা খেয়ে যাও,—এ কথাও ত লোকে মুখ দিয়ে বলে? এখন বলা হচ্ছে—বেশ মানুষটি! কচি খুকী!

স্থনীতি। তোর মতলব কি?

অনিলা। নিষিদ্ধ ফলের লোভটি তোমায় ছাড়তে হবে।

স্থনীতি। আমার নিষিদ্ধ ফলের উপর লোভ আছে—জানলি কি ক'রে?

অনিলা। শিকারী বেরালের গোঁফ দেখলে চেনা যায়।

স্থনীতি। আমার গোঁফ আছে নাকি! আচ্ছা, সত্যি যদি তোর স্বামীকে কেউ ভালবাসে?—কি করিস্ তাহ'লে?

অনিলা। একবার ভালবেসে দেখ,—স্রেফ গালাগালি দিয়ে ভালবাসা ছাড়াবো।

স্থনীতি। দু'পক্ষকেই—

অনিলা। না—আগে তোমায়; দু-একটি শুনেছো তো?—কেমন লাগে?

সুনীতি। চমৎকার! এমন মিষ্টি গালাগাল কোথায় শিখলি আমায় ব'লবি?

অনিলা। কেন?

সুনীতি। মাইরি ভাই! তোর গাল আমার বড় মিষ্টি লাগে। কার কাছে শিখলি? আমি কাউকে গাল দিতে পারি না!

অনিলা। এই ম'রেছে! উনি আপিসে চাকরি ক'রবেন,—পুরুষ মানুষ হবেন! ব'লে—

"কত সাধ যায়রে চিতে।
মলের আগায় চুট্‌কি দিতে॥"

সুনীতি। বেশ শোনালো তো! এর মানে কি ভাই?

অনিলা। ন্যকী ....! ভারি ভাল মানুষ; উনি কিছু জানেন না!

প্রতিভা। দিদি, ওকথার মানে আমি জানি, আমাদের বন-বিষ্ণুপুরের লোকেরা বলে, পাটনার লোকেরা জানে না।

বাহির হইতে রঞ্জন)

রঞ্জন। (নেপথ্যে) সুনীতিদি!

(রঞ্জনের প্রবেশ)

সুনীতি। এস এস—রঞ্জন এস! লজ্জা কি? আমার বন্ধু এবং 'ল্যাণ্ড লেডি' অনিলা দেবী—

রঞ্জন। নমস্কার!—

অনিলা। নমস্কার! তোমরা দু'জনে বসে কথা কও, আমি প্রতিভাকে নিয়ে উপরে যাই।

প্রতিভা। (সুনীতির কাছে) যাবো দিদি?

অনিলা। আর দিদিকে জিজ্ঞাসা ক'রতে হবে না। আমি তোমার দিদির দিদি!

[অনিলা ও প্রতিভা চলিয়া গেল

সুনীতি। অনিলার সামনে আপনাকে "তুমি" ব'লেছি—দরকার ছিল; মাপ ক'রবেন রঞ্জনবাবু!

রঞ্জন। অনিলা দেবী আপনার সব কথা জানেন?

সুনীতি। আমি কিছু গোপন করিনে—এসব কি?

রঞ্জন। প্রতিভার জন্যে আনলুম—কাপড়, গয়না ···

সুনীতি। কর্ত্তা পাঠিয়েছেন?

রঞ্জন। পছন্দ ক'রে কিনেছি আমি।

সুনীতি। রঞ্জনবাবু, আপনি প্রতিভাকে ভালবাসেন?

রঞ্জন। যদিই বা ভালবাসি, তাতে সংসারে কার কি ক্ষতি-বৃদ্ধি?

সুনীতি। ওকে বিয়ে ক'রে সংসারী হবেন?

রঞ্জন। আমি নিজে মাঝে মাঝে অনেক স্বপ্ন দেখি—আপনি আর তার উপর দিবাস্বপ্ন দেখাবেন না!

সুনীতি। কেন?—স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন ক'রবার শক্তি আপনার নেই? আমার কাছে যে সাহায্য চাইবেন, তাই পাবেন!

রঞ্জন। আপনি কি আমায় পরীক্ষা ক'রছেন?

সুনীতি। আপনার এরকম মনে হওয়া স্বাভাবিক! আচ্ছা, রঞ্জনবাবু! "লেডি ক্যানভাসার" ছাড়া আর কোনভাবে কি আপনি আমায় ভাবতে পারেন না?

রঞ্জন। ও কথা থাক্!

সুনীতি। এ কথার আলোচনা ক'রতুম না,—যদি জানতুম, প্রতিভা আপনাকে ভালবাসে না।

রঞ্জন। আমায় ভালবাসে ?

সুনীতি। মনে হয়—! তাকে আপনি বিয়ে ক'রবেন ব'লেছেন ?

রঞ্জন। সংসারে কাজ ক'রতে গেলে কত লোককে কত কথা বলতে হয়।

সুনীতি। তা বটে,—আমার জানতে চাওয়াই অন্যায় !

রঞ্জন। আপনাকে কোন প্রতিজ্ঞা ক'রতে হয়েছে কি-না জানি না।

সুনীতি। প্রতিজ্ঞা ক'রতে হবে কেন ?

রঞ্জন। ব'লতে পারিনে। এই টাকা নিন, প্রতিভার ভরণপোষণের খরচ।

সুনীতি। প্রতিভা কত দিন এখানে থাকবে ?

রঞ্জন। আজকের কাগজ দেখেছেন ?

সুনীতি। ঐ তো—কাগজ রয়েছে।

রঞ্জন। এ খবর কাগজওয়ালাকে কে দিল ?

সুনীতি। আমি কেমন ক'রে জানবো ?

রঞ্জন। কালকের নতুন মানুষটি কে ?

সুনীতি। আমার পরিচিত নয়।

(স্মরজিতের প্রবেশ)

স্মরজিৎ। আমার কথা হচ্ছে কি ?

সুনীতি। আপনি কি ইন্দ্রজাল জানেন না কি ?—স্মরণ ক'রতেই আবির্ভাব। বসুন—

স্মরজিৎ। আজ আমি তোমার অতিথি !

সুনীতি। খাওয়া-দাওয়া ক'রবেন ?

স্মরজিৎ। আপত্তি নেই, তোমার অসুবিধে হবে না তো ?

সুনীতি। পাশের ঘরে 'ইলেকৃটি ক স্টোভ' আছে—কি খাবেন বলুন ?

স্মরজিৎ। যা দেবে—তাই। "তৃণানি ভূমিরুদকম্—"

রঞ্জন। আমি তা হ'লে আসি সুনীতি দেবী !

স্মরজিৎ। না—আপনার সঙ্গে একটু বিশেষভাবে পরিচিত হতে চাই ! সে মেয়েটি কোথায়, আপনি কাল যাকে এনেছিলেন ?

রঞ্জন। এই বাড়ীতেই আছে। আপনি কে ?

স্মরজিৎ। যদি বলি, পুলিশের লোক ?

(ভূধর মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ)

ভূধর। বিশ্বাস ক'রবো না—পুলিসের সাধারণ বিভাগ, আর গোয়েন্দা বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারী আমার পরিচিত !

স্মরজিৎ। এই যে—আপনিও এসেছেন ?

ভূধর। আমি মাঝে মাঝে এসে থাকি ; কিন্তু কাল থেকে আপনার সঙ্গে আমার দু-বার দেখা হ'ল কেন—জানাবেন কি ?

স্মরজিৎ। আপনিই ভাল জানেন।

ভূধর। আপনার সেই বন্ধুটির দেখা পেয়েছেন, যাঁর শালখে যাবার কথা ছিল ?

স্মরজিৎ। না—সেইজন্যেই তো পাঁচ জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে !

ভূধর। একবার থানায় যাবেন কি ?—হয় তো, সেখানে তাঁর দেখা মিলতে পারে ?

স্মরজিৎ। আপত্তি কি ! আপনি সঙ্গে যাবেন তো ?

ভূধর। ব্যবস্থা ক'রে দেব নিশ্চয় !

স্মরজিৎ। তা হলে চলুন, শুভকর্ম্মে বিলম্ব কেন?

সুনীতি। ইনি আমার অতিথি—

ভূধর। জানি!—কিন্তু এর অর্থ কি?

স্মরজিৎ। অর্থ কি আর একদিনেই জানবেন? দু-চার দিনের ভিতর জানতে পারবেন বই-কি!

ভূধর। তুমি কে?

স্মরজিৎ। চলুন না, থানায় গিয়ে শুনবেন—আসুন!

ভূধর। তোমায় কে পাঠিয়েছে?

স্মরজিৎ। আপনি বড় কৌতূহলী! আধঘণ্টা আর সবুর সইছে না? ব'লছি তো, থানায় চলুন—সব জানতে পারবেন!

ভূধর। (সুনীতির প্রতি) সুনীতি, তোমার আত্মীয়?

সুনীতি। অতিথি!

ভূধর। অতিথিসৎকার না কল্লেই নয়!

সুনীতি। গেরস্তর ধর্ম্ম—অতিথিসেবা!

ভূধর। তা হ'লে তোমার গেরস্ত হবার ইচ্ছে হয়েছে সম্প্রতি!

সুনীতি। আমি গেরস্তর মেয়ে, এখনো গেরস্তর বাড়ীতেই আছি।

স্মরজিৎ। তার জন্যে কোন ভাবনা নেই সুনীতি দেবী, সত্যি যদি তোমার নাম সুনীতি হয়! কালপরশুর ভিতর একদিন অতিথি হবো—আজ মুখুজ্জেমশায়ের সঙ্গে যাই!

ভূধর। তুমি আমার নাম জানো?

স্মরজিৎ। তা একটু কষ্ট ক'রে জানতে হয়েছে বই-কি? ঠিকানা-সংগ্রহ করেছি—আর নাম জানিনে! আসুন—

ভূধর। রঞ্জন, আমার সঙ্গে এসো!

স্মরজিৎ। আর দু-একটা লোক সঙ্গে নিন—একা রঞ্জন কি আপনাকে রক্ষে ক'রতে পারবে? নিকটে আড্ডা নেই? চলুন না, আড্ডাটা ঘুরে যাওয়া যাক্!

[বাড়ীর ভিতর দিকের দরজায় ঘা পড়িল। সুনীতি উঠিয়া ধীরে ধীরে দোর খুলিয়া দিল। প্রতিভা প্রবেশ করিল। সে আসিয়া দেখিল, রঞ্জনকে লইয়া ভূধর ও স্মরজিৎ কোথায় চলিয়াছে]

ভূধর। (যাইতে যাইতে প্রতিভাকে দেখিয়া রঞ্জনের প্রতি) বিপাশা?

রঞ্জন। হ্যাঁ!

(এই দুইটি মেয়ের মধ্যে কে উৎপলা বুঝিতে না পারিয়া)

স্মরজিৎ। (ভূধরের কানে কানে) উৎপলাকে কোথায় রেখেছেন?

ভূধর। উৎপলাকে তুমি চেন নাকি?

স্মরজিৎ। আপনি তাকে কোথায় রেখেছেন?

ভূধর। চল—থানায় চল। চাই-কি, সেইখানেই তার দেখা মিলতে পারে!

[বাহিরের দরজা দিয়া ভূধর, স্মরজিৎ ও রঞ্জনের প্রস্থান

প্রতিভা। দিদি!

সুনীতি। কেন?

প্রতিভা। ও লোকটি কে?

সুনীতি। কোন্ লোকটি?—কাল যিনি এসেছিলেন?

প্রতিভা। না—আর একজন! ওঁকে থানায় নিয়ে গেলেন?

সুনীতি। রঞ্জনকে কোথাও নিয়ে যাবে না, সে ভয় নেই!

প্রতিভা। আমার নাম তো উৎপলা নয়, বিপাশা নয়!

সুনীতি। আমি তা জানি।

প্রতিভা। তবে ওসব নাম ক'রছিলেন কেন ?

সুনীতি। তা কেমন করে জানবো বোন! ওঁরা কাজের মানুষ—কত লোকের সঙ্গে ওঁদের কাজ। আমাদের মত হয় তো কোথাও আর দুটি মেয়ে আছে, তাদের একটির নাম বিপাশা—আর একটির নাম উৎপলা।

প্রতিভা। আচ্ছা দিদি, আমার সম্বন্ধে নাকি খবরের কাগজে কি বেরিয়েছে ?

সুনীতি। তোমার সম্বন্ধে !

প্রতিভা। উপরের দিদি তাই ব'লছিলেন। আমায় নাকি ওঁরা হরণ ক'রে এনেছেন। কাগজে নাকি তাই লিখেছে ?

সুনীতি। তোর নাম তো লেখেনি ?

প্রতিভা। না—তবে উপরের দিদি ব'লছিলেন, সে নাকি আমার কথা।

সুনীতি। তুমি কি বল্লে ?

প্রতিভা। আমি বললুম, আমায় হরণ ক'রবে কেন ? আমি ইচ্ছে ক'রে এসেছি !

সুনীতি। আমার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক জানতে চেয়েছিল ?

প্রতিভা। আমি বলেছি, আমি জানিনে—উনি জানেন, ওঁর দিদি। আচ্ছা দিদি, এর জন্যে ওঁর জেল হবে ?

সুনীতি। না না, জেল হবে কেন ? রঞ্জন তো আর তোকে হরণ ক'রে আনেনি।

প্রতিভা। না—আমি তো নিজে ইচ্ছে ক'রে এসেছি। তবে ওঁকে থানায় নিয়ে গেল কেন ?

সুনীতি। থানায় কি আর কাজ থাকতে পারে না কা'রো ?

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রতিভা। আচ্ছা দিদি, তোমার নাকি আজো বিয়ে হয়নি ?

(গীতা ও গীতার মা অনিলার প্রবেশ)

প্রতিভা। এস এস, গীতা—এস।

গীতা। এছ মাছিমা, আমার ছঙ্গে লুডো খেলবে এছ—উপরে এছ !

স্থনীতি। গীতার বুঝি এ মাসিমা আর ভাল লাগে না !

গীতা। এ মাছিমা ছোট্ট—ভাব ক'রতে ইচ্ছে হয়। তুমি বড্ড বড়—মায়ের মত ! তুমি ভাল না।

স্থনীতি। তা হ'লে তোর মাও ভাল নয়—বল্ ?

গীতা। মা ভাল। তুমি লুডো খেল না, বায়স্কোপ দেখতে নিয়ে যাও না। শুধু বিস্কুট দাও, ভাল না !

অনিলা। যা-না ভাই প্রতিভা, গীতাকে নিয়ে একটু লুডো খেল্‌গে—তোর দিদির সঙ্গে আমার দুটো কাজের কথা আছে।

প্রতিভা। আয়-রে গীতা !

অনিলা। দেখিস—ঠাকুরপোর সামনে বেরুসনি যেন, তোকে সামনে দেখলে হয় তো তোকেই ভালবেসে ফেলবে !

প্রতিভা। আপনি বেশ মজার মজার কথা বলেন ! এস গীতা—

[প্রতিভা ও গীতার প্রস্থান

অনিলা। কা'রা এসেছিল ?

স্থনীতি। (গভীর রহস্যের সহিত) জানতে চেও না !

অনিলা। কাল রাত্রে আমি চ'লে যাবার পর যিনি এসেছিলেন, তিনি কে ?

স্থনীতি। বুঝতে পারছি নে !

অনিলা। একটি কথা ব'লবো স্থনীতি ?

সুনীতি। বল!

অনিলা। তুমি জালে জড়িয়ে প'ড়ছ।

সুনীতি। হয় তো প'ড়ছি!.

অনিলা। কেটে বেরুতে চাও?

সুনীতি। কি দরকার?

অনিলা। এটি ভদ্রলোকের বাড়ী—আমার স্বামী 'গভর্ণমেণ্ট সার্‌ভিস্‌' করেন।

সুনীতি। তোমরা বিপদে প'ড়বে না,—তেমন সম্ভাবনা থাকলে এখান থেকে চ'লে যেতাম।

অনিলা। তুমি কোন অন্যায় কাজ ক'রতে পারো, এ আমি দেখলেও বিশ্বাস ক'রবো না।

সুনীতি। কিন্তু যারা জালে জড়িয়ে পড়ে, তারা অনেক সময় আমার চেয়েও নিরপরাধ। পাপবুদ্ধিও তাদের থাকে না—যেমন প্রতিভা। তুমি বুঝতে পেরেছ ব'লে তোমায় ব'লছি!

অনিলা। রক্ষা করা যায় না?

সুনীতি। কেউ চেষ্টা করে না।

অনিলা। তুমি পারো না?

সুনীতি। আমি অনেক দিন আগেই জালে জড়িয়েছি!

অনিলা। জাল ছিঁড়ে আস্‌তে পারো না?

সুনীতি। (মৃদু হাসিয়া) "পলাবার পথ নেই সেই জালে।"

অনিলা। পথ নেই—না, ইচ্ছে নেই?

সুনীতি। শক্তি নেই, উদ্যম নেই,—এখন বোধ হয় ইচ্ছেও নেই! জালের স্বধর্ম্ম এই—শেষ পর্য্যন্ত ইচ্ছাশক্তি নষ্ট হয়।

অনিলা। যিনি কাল রাত্রে এসেছিলেন, তিনিও উদ্ধার করতে পারেন না?

সুনীতি। বুঝতে পাচ্ছিনে! তবে ওঁর শক্তি আছে, আকর্ষণ আছে!

(গীতার সঙ্গে প্রতিভার প্রবেশ)

অনিলা। তোরা উপরে ব'সলিনে?

গীতা। কাকাবাবুকে দেখে মাছিমা পালিয়ে এল!

প্রতিভা। না দিদি, না—তা নয়!

সুনীতি। গীতা—খাবার খাবি?

গীতা। কি খাবার?

সুনীতি। তুই যা খেতে চাইবি—সেই খাবার তৈরি ক'রে দেব।

গীতা। তুমি কেক তৈরি ক'রতে পার?

সুনীতি। পারি—আয়।

(সুনীতি গীতাকে কোলে লইয়া পাশের ঘরে যাইতেছে)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[শহরের প্রান্তে বড়লোকের 'বাগান বাড়ী'র মত একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার কোন কক্ষ। কক্ষদ্বারে ভোজপুরী দারোয়ান। সেখানে নানাপ্রকারের নরনারী মিলিত হয়। কেহ জানে, এটা স্কুল,—কেহ বা খানিকটা 'ফিল্ম স্টুডিয়ো'র মত মনে করে।]

সঙ্গীত-পরিচালক। হ্যাঁহে ?—'দোলনা দোলা'র ছন্দটা কি হে ?

তবল্‌চি। আজ্ঞে—ধামার স্যর্‌!

সঙ্গীত-পরিচালক। দোলনার সঙ্গে ঠেকা বাঁধতে পারবে ?

তবল্‌চি। আজ্ঞে—চেষ্টা ক'রে দেখি স্যর্‌।

সঙ্গীত-পরিচালক। ধামার তাল, পঞ্চম রাগ—The idea. এস তো হে—সঙ্গে সঙ্গে গাইবে!

(একজন গাহিল)

'দোলে হিন্দোল-দোলায়,—'

সঙ্গীত-পরিচালক। হ'ল না—চ'লবে না, চ'লবে না। দাও তো হে সুরটা!

গান

ফুলকলি এলে অলি
বলে বঁধু, বুকে আয়—
নয়নে রাখিব তোরে,
স্বপনের ঘুমছায়!

এ ফুলে মধু আছে
বেদনারি কাঁটা নাই—
সুরভি প্রাণে কাঁদে
তারি লাগি' যারে চাই !
মনের মহুয়া বনে
বঁধুয়া এলো কি হায় ॥

সঙ্গীত-পরিচালক। This is the punch, this cocktail—এই তো চাই !

হার্মোনিয়াম-বাদক। বড্ড 'চীপ্' হ'য়ে গেল না স্যর্ ?

সঙ্গীত-পরিচালক। এই তো চাই, মাংসাশী মিউজিক চাই—মাংসাশী ! Box-Office দেখতে হবে তো ?

নৃত্যশিল্পী। কিন্তু দোলনা তো হ'ল না স্যর্ !

সঙ্গীত-পরিচালক। ইডিয়ট ! [প্রস্থান।

বিপুল। মীনা, আমার এই আবৃত্তি একটু শোন-না ?

মীনা। তুমি শুধ্ শুধু মুখস্থ ক'চ্ছ কেন ?

বিপুল। তুমি জান না বুঝি ?—লণ্ডনে "মাইকেল-জয়ন্তী" উৎসবে 'মেঘনাদবধ' প্লে হবে ? প্লে যদি খুব success হয়, ওরা 'মেঘনাদবধ' ফিল্ম তুলবে। মিস্টার মুখার্জ্জি আমাদের আশ্রম থেকে রামের 'ক্যান্‌ডিটে'র জন্যে আমার নাম দিয়েছেন।

মীনা। মিস্টার মুখার্জ্জির কথা তুমি বিশ্বাস কর ?

বিপুল। বিশ্বাস ক'রব না কেন ?—He is a genius ! ওরকম আর্

একটা মানুষ তুমি বাংলাদেশে দেখতে পাবে না—he has rare qualities! তুমি তো 'ফিল্ম এ্যাক্টিং' শিখছ?

মীনা। আমার কথা ছেড়ে দাও—!

বিপুল। আচ্ছা মীনা, চল না—আমরা দু'জনে একসঙ্গে লণ্ডনে যাই? আমি রাম সাজবো, আর তুমি—

মীনা। আমায় সীতা ক'রতে চাও?

বিপুল। দোষ কি বন্ধু?

মীনা। আচ্ছা, তুমি আবৃত্তি কর আগে,—তোমার রাম যদি পছন্দ হয়, সীতার কথা ভাব্‌বো!

বিপুল। 'মেঘনাদবধে'র রামের সীতার সঙ্গে রামের একটাও 'লভ সিন' নেই!

মীনা। বাঁচা গেছে!—তোমার ঐ 'মেলোড্রামাটিক লভ-মেকিং' অসহ্য! তার চেয়ে "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" ভাল।

বিপুল। আমার 'লভ-মেকিং' 'মেলোড্রামাটিক' নয়,—'রিয়ালিষ্টিক্'।

মীনা। না—তুমি "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" বল—

"রাজ্য ত্যজি' বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটিরদ্বারে, আইলে যামিনী
ধনুঃকরে হে সুধন্বি! জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি;"

(ভূধর মুখোপাধ্যায়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ—সুরজিৎ ও রঞ্জনের প্রবেশ)

ভূধর। বিপুলবাবু!

বিপুল। স্যর্!

ভূধর। 'লভ সিন' রিহর্সাল দিচ্ছেন?

বিপুল। আজ্ঞে না—'শক্তিশেল'!

ভূধর। শক্তিশেল—? হুঁ!—disappointed love—শক্তিশেলের কাজই করে! বিপুলবাবু, বেশিক্ষণ মৃণালিনী দেবীর কাছে জনান্তিকে কবিতা আবৃত্তি ক'রবেন না।

বিপুল। আজ্ঞে—না স্যর্! [প্রস্থান

ভূধর। বসুন!

স্মরজিৎ। আপনি বসুন!

ভূধর। তুমি কে?

স্মরজিৎ। এই কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রবার জন্যই কি এখানে নিয়ে এলেন? রাস্তায় জিজ্ঞাসা ক'রলে পারতেন!

ভূধর। প্রাইভেট ডিটেক্টিভ?

স্মরজিৎ। আপনার পিছনে ডিটেক্টিভ লাগতে পারে, এমন কাজ তা হ'লে আপনি ক'রেছেন?

ভূধর। আমি তোমায় পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি; তার মধ্যে আমি যে সব প্রশ্ন ক'রবো, তার উত্তর দেবে।

স্মরজিৎ। প্রশ্ন করুন—উত্তর দেওয়া না-দেওয়া আমার মর্জি!

ভূধর। পাঁচ মিনিট পরে আমি এখান থেকে চ'লে যাবো, পাঁচ দিন বাদ আবার আসবো; এই পাঁচ দিন তোমায় এখানে আটক থাকতে হবে।

স্মরজিৎ। নাও থাকতে পারি! সেটা নির্ভর করে—তোমার দারোয়ানের চাতুর্য্য আর প্রভুভক্তির উপর, আর খানিকটে আমার নিজের শক্তির উপর।

ভূধর। সুনীতি তোমার কে?

স্মরজিৎ। সুনীতি তোমার কে ?

ভূধর। সে তোমায় যা ব'লেছে—আমার কাছে চাকরি করে। তুমি কাল কিজন্যে আমার বাড়ীতে গিয়েছিলে ? আর কেনই বা, আজ দু-দিন সুনীতির কাছে যাচ্ছ ?

স্মরজিৎ। সে কথা কি এখনো তোমার বুঝতে বাকি আছে ?

ভূধর। তুমি আমায় এখনো কোন কথা বলনি !

স্মরজিৎ। কথা ব'লবার কোন প্রয়োজন নেই,—কেউ বলে না !

ভূধর। তোমার উদ্দেশ্য কি ?

স্মরজিৎ। তুমি বুদ্ধিমান—বুঝে নাও !

ভূধর। টাকা চাও ?

স্মরজিৎ। পেলে মন্দ হয় না। কত দিতে পারো ?

ভূধর। টাকা উপার্জ্জনের পথ বাতালে দিতে পারি।

স্মরজিৎ। দলে ভর্ত্তি ক'রবে ? কত দিন এ কাজ ক'রছ ?

ভূধর। কি কাজ ?

স্মরজিৎ। এই—সহজ উপায়ে টাকা উপার্জ্জন !

ভূধর। যদি সুনীতিকে বিয়ে ক'রতে চাও,—তাও আমায় বল ?

স্মরজিৎ। সে কাযাও করা হয় নাকি ?

ভূধর। তুমি আমায় কি মনে ক'চ্ছ ?

স্মরজিৎ। তুমি যা—তাই !

ভূধর। তুমি কিছু বুঝতে পারোনি। আমাদের একটা স্কুল আছে, সেটার নাম "স্কুল অফ ইণ্টারন্যাশন্যাল ফিল্ম এণ্ড থিয়েট্রিক্যাল আর্ট।"

স্মরজিৎ। বটে ?—"ইণ্টারন্যাশন্যাল" আবার "আর্ট" ! স্কুলের কাজ কি ?

ভূধর। আর্টিস্ট তৈরি করা। এখান থেকে আমরা আর্টিস্ট তৈরি ক'রে বড় বড় স্টুডিওতে পাঠাই। শুধু ক্যালকাটা নয়,—বম্বে, ম্যাড্রাস, লণ্ডন, প্যারিস্, এমন কি, হলিউডে পর্যান্ত আমাদের correspondence হ'চ্ছে! অবশ্য হলিউডে এ পর্য্যন্ত কাউকে পাঠানো সম্ভব হয়নি,—ইণ্ডিয়ার ভিতরকার demand meet করাই কঠিন!

স্মরজিৎ। তাই তো, আপনি এরকম artistic temperament-এর মানুষ,—আপনাকে দেখ্‌লে তা বোঝাই যায় না।

ভূধর। আমায় দেখলে কি ব'লে মনে হয়?

স্মরজিৎ। 'রিফাইণ্ড' জোচ্চোর!

ভূধর। Please retract your remark,—awfully uncultured!

স্মরজিৎ। তারপর, থানায় না গিয়ে আপনি আমায় এখানে নিয়ে এলেন কেন?

ভূধর। আমাদের কিছু কিছু activities তোমায় দেখাব—If you are artistically inclined, you might be taken in, আমাদের বহু enerjetic youngmen দরকার।

স্মরজিৎ। আপনার সঙ্গে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কথা শেষ না ক'রলে আটক ক'রে রাখবেন,—সে ব্যাপারটি কি?

ভূধর। সেটা তোমার ভয় দেখাচ্ছিলাম—for your impertinence! কাজ ক'রতে চাও তো, আমাদের সঙ্গে এস—অনেক রকমের কাজ আছে। You can earn a very decent living!

স্মরজিৎ। কত টাকা দিতে পারেন?

ভূধর। That depends on the stuff you are made of!—প্রথম মাসে আমরা শুধু একটা হাতখরচা দিই—from twenty-five to two hundred and fifty.

স্মরজিৎ। আচ্ছা, আপনাদের কাজের নমুনা কিছু দেখান!

ভূধর। রঞ্জন!

রঞ্জন। স্যর্!

ভূধর। বিলাসিনীকে ডেকে নিয়ে এস,—সঙ্গে যেন দু-একটি খুব ভাল মেয়ে থাকে। [রঞ্জনের প্রস্থান

স্মরজিৎ। এখানে কি শেখান হয়?

ভূধর। পৃথিবীর সকল রকম ভাষা, তার সাহিত্য,—রেসিটেশান, ইলোকুশান, মিউজিক, নাচগান, এ্যাক্টিং, ছবিআঁকা, সেলাইয়ের কাজ,—যত রকম accomplishment-এর কথা তুমি চিন্তা ক'রতে পার!

স্মরজিৎ। 'শান্তিনিকেতনে'র উপর যেতে চান নাকি? মেয়েদের গার্জেনদের সহানুভূতি আছে?

ভূধর। প্রচুর! নইলে, তাঁরা মেয়ে দেবেন কেন?

স্মরজিৎ। আপাতত কত মেয়ে আছে?

ভূধর। খুব কম—আট-দশটির বেশি নয়!

স্মরজিৎ। এতে আপনাদের পোষায় কেমন ক'রে? খরচা আছে তো?

ভূধর। "বিগ্ লিমিটেড্ কোম্পানী"! অবশ্য, প্রাইভেট লিমিটেড্! বাজারে শেয়ার বিক্রীর সময় এখনো হয় নি। 'শান্তিনিকেতনে'র কথা ব'লছিলে না? সেটা স্কুল; এটা শুধু স্কুল নয়—আমাদের উদ্দেশ্য 'বিজনেস'।

স্মরজিৎ। কিছু শেয়ার বিক্রী ক'রবো নাকি! অনেক পার্টির সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে—কি কমিশন দেবেন?

ভূধর। আমরা মেম্বার ছাড়া অন্য কারো কাছে শেয়ার বিক্রী করিনে,—আগে মেম্বার হ'তে হবে।

স্মরজিৎ। 'মেম্বারশিপে'র আইন কি?

ভূধর। একটা 'বণ্ডে' সই ক'রতে হয়! (অদূরে বিলাসিনী প্রভৃতিকে আসিতে দেখিয়া) এই যে—এস!

(রঞ্জনের সঙ্গে বিলাসিনী এবং আরো দুইটি মেয়ে আসিল)

বিলাসিনী। নমস্কার—হঠাৎ অসময়ে যে!

ভূধর। এই ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে এলাম—মেয়েদের গান শুনবেন। এরা গাইতে জানে তো?

বিলাসিনী। জানে ব'ল্লে, বড্ড বেশি বলা হয়! যেমন শিখেছে, সেই রকম গাইবে!

ভূধর। এদের নাচ শেখানো হচ্ছে?

বিলাসিনী। Ouly elementary training পেয়েছে—কোন সমজদার দর্শকের ভাল লাগবার কথা নয়!

স্মরজিৎ। আমি মোটেই সমজদার নই। আপনাদের ভয় পাবার কারণ নেই।

(ভূধর বাবুর ইঙ্গিতে মেয়ে দুইটি নাচগান আরম্ভ করিল)

গান

সই, ওই বুঝি এলো শ্যাম কুঞ্জদ্বারে,
আমি চাহিনে তারে—
সে যেন আসে না আর, বনের ধারে।

মোর নাম ধরি' যেন নদীকিনারে,
মোহন বাঁশরী শ্যাম, নাহি ফুকারে !

বলিতে পারিনে (আমি)
ব'লে দে তারে !

এবার যদি সে আসে বন-ভবনে—
কিশোরী চাবে না আর নয়ন-কোণে,
তার বদন পানে !

(সখি) আমার মাথার কিরে—
বলি যে তোরে,
ভুজবন্ধনে যেন না বাঁধে মোরে !

(যেন) চুম্বন নাহি আঁকে নয়নে—
সাথে নাহি লয় ফুলচয়নে,
বকুল-বিছানো ফুলশয়নে।

এখনো সময় আছে
বলে দে তারে—
সই বাঁচা আমারে ॥

ভূধর। কি ভাবছেন ?

স্বরজিৎ। হ্যাঁ—কি যেন ভাবছি !

ভূধর। কেমন গান শুনলেন ?

স্বরজিৎ। চমৎকার।

[কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে স্মরজিৎ চক্ষের নিমেষে কেহ কিছু বুঝিবার পূর্ব্বেই দরজার কাছে গিয়া দারোয়ানকে এক ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল ; তাহার কাছে যে পিস্তলটি ছিল, সেইটি কাড়িয়া লইয়া ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল]

দারোয়ান। বাবু ডাকু—ডাকু হ্যায় !

বিলাসিনী ও মেয়েরা। (সমস্বরে) মা গো—বাবা গো !

স্মরজিৎ। চুপ—গণ্ডগোল ক'রো না। চেঁচিয়ে লাভ নেই—আমার হাতে ভরা পিস্তল !

ভূধর। উঃ !—আপনি তো খুব ভয় দেখাতে পারেন মশায় ? কি—বেরসিক ! দিন দিন—পিস্তলটা দিন ?

স্মরজিৎ। পিস্তলটি আপনাকে দেব না। অনেক রসিকতা হ'য়েছে ভূধরবাবু—আর নয়! নমস্কার—চ'ললুম ! পিস্তলের জন্ম ভাববেন না। থানায় জমা দেব। আপনার নাম ঠিকানা—দুই-ই আমার জানা আছে।

ভূধর। দারোয়ান, উস্কো পাক্‌ড়ো,—জানে মাৎ দেও !

দারোয়ান। নেহি বাবু—হাতমে পিস্তল হ্যায় !

স্মরজিৎ। হ্যাঁ—খুব সাবধান! নড়েছো কি, মুণ্ডু উড়েছে! (ছোট মেয়েদুইটির প্রতি) তোমরা কেউ বাড়ী যাবে? যাও তো বলো ? বাড়ীর ঠিকানা ব'লে বাড়ী পৌঁছে দেব।

একটি মেয়ে। আমি যাব।

ভূধর। ওর সঙ্গে কোথায় যাবি ?

একটি মেয়ে। আমি যাব !

স্মরজিৎ। এস—!

বিলাসিনী। দাঁড়িয়ে কি ক'চ্ছেন রঞ্জনবাবু! পুলিসে ফোন ক'রে দিন, আর আপনি নিজে একখানা গাড়ী নিয়ে পিছনে ধাওয়া ক'রুন!

ভূধর। কিছু দরকার নেই—ওই পিস্তলেই ধরা প'ড়বে! ও মেয়েটির নাম কি?

বিলাসিনী। নির্ঝরিণী দাস।

ভূধর। বাড়ীতে একটা খবর দিতে হবে। যদি 'ফোন' থাকে—'ফোন' কর; নইলে, একখানা চিঠি পাঠিয়ে দাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হোষ্টেলের সুসজ্জিত কক্ষ—নির্ঝরিণী একা বসিয়া আছে। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর উঠিল, এদিক ওদিক চাহিল, জানালার ধারে গেল,—রাস্তার দিকে চাহিল। টেবিলের কাছে গেল। একখানা ম্যাগাজিন খুলিয়া ছবি দেখিল—শেষে বিরক্তিভরে সেখানিও ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নির্ঝরিণী। Awfully boring—ভালো মুস্কিলেই ফেললে দেখছি! কি করে সময় কাটাই! একশো গণবার মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরবে! one, two, three, four, five—why in English? বাংলায় গুণি—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ—বড্ড ধীরে ধীরে গ'ণা হ'ল! একটু স্পীড বাড়িয়ে দিই,—এগারো, বারো, তেরো ···

(তারপর গুন গুন করিয়া গান ধরিল)

গান

আমি তো চাহিনি তার পথের পানে,
যেতে যেতে দেখা হ'লো বন-বিতানে!
শুধু নিমিষের তরে
চাহিল নয়ন ভ'রে
কেন কে জানে?
মোর বদন পানে!
শুনি, সেই হ'তে মোর রূপ, গানে বাখানে;
সে নাকি হ'য়েছে কবি আমার ধ্যানে॥

(স্মরজিৎবাবু ও নির্ঝরিণীর পিতা সীতানাথবাবুর প্রবেশ)

স্মরজিৎ। আসুন আসুন, ভয় নেই—কোন ভয় নেই! ভিতরে আসুন!

সীতানাথ। এ কি!

স্মরজিৎ। মেয়েটিকে চিনতে পাচ্ছেন?

নির্ঝরিণী। বাবা!

সীতানাথ। আপনি আমার মেয়েকে কোথায় পেলেন?

স্মরজিৎ। আপনার মেয়েকেই জিজ্ঞাসা ক'রবেন। আপনি আমায় সন্দেহ ক'রছেন?

সীতানাথ। আজ্ঞে—না! ··· তবে!

স্মরজিৎ। ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পাচ্ছেন না!

সীতানাথ। না—একেবারে যে বুঝতে পাচ্ছিনে, তা নয়; বুঝতে একটু একটু পাচ্ছি!

স্মরজিৎ। বসুন—বাকিটা বুঝিয়ে দিচ্ছি!

(সীতানাথ ভয়ে ভয়ে বসিলেন)

স্মরজিৎ। কতকগুলো কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো—ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন?

সীতানাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ—তা দিতে হবে বই-কি? আপনাদের চিঠি আমি পেয়েছিলুম।

স্মরজিৎ। চিঠিখানা কাছে আছে?

সীতানাথ। হ্যাঁ—তা আছে। অন্য কোথাও রাখিনি—কি জানি, যদি আর কারো হাতে পড়ে! সংসারে পরিবার নেই তো,—হট্টগোলের সংসার!

স্মরজিৎ। ও—আপনার পরিবার নেই?

সীতানাথ। না মশায়! পরিবার থাকলে কি আর এই সব ঘটনা ঘটে?

স্মরজিৎ। দেখি—চিঠিখানা!

(সীতানাথের নিকট হইতে চিঠি লইয়া চিঠি পড়িলেন)

নির্ঝরিণী। বাবা, তুমি এ চিঠি কবে পেয়েছ?

সীতানাথ। তা পেয়েছি—সাত-আট দিন হ'ল পেয়েছি!

স্মরজিৎ। সাত-আট দিন চিঠি পেয়েছেন—অথচ চিঠির উপদেশ অনুযায়ী কাজ আপনি করেন নি!

সীতানাথ। সেইটিই আমায় একটু মাপ্ ক'রতে হবে বাবু! অবিশ্যি, আপনারা স্বদেশী ডাকাত! যদি অভয় দেন বাবু, দু-একটা বেয়াদবি কথা মুখ দিয়ে বেরুতে পারে।

স্মরজিৎ। বলুন বলুন, আমি কিছু মনে ক'রবো না—আপনার ভয় নেই কিছু! চিঠিখানা আমার কাছেই থাকলো।

সীতানাথ। দেখুন, আপনারা স্বদেশী ডাকাত—ভদ্দর লোক; লেখাপড়া জানেন। জজ ম্যাজিস্টার, বড়দারোগা, উকিল মোক্তার—সেও আপনারা! আবার এও আপনারা! আমরা মুখ্যু মানুষ—আপনাদের হাতের মুঠোয়—!

নির্ঝরিণী। তুমি কি ব'লছো বাবা?

স্মরজিৎ। উনি ঠিকই ব'লছেন। বলুন—আপনার যা ব'লবার আছে!

সীতানাথ। ব'লবো কি আর আমার মাথামুণ্ডু?—ব'লবার কি আছে? বরাতে যা ছিল—তা তো হয়েই গেছে! এখন, যা হবার তাই হবে!

স্মরজিৎ। আপনার অবস্থা আমি কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি। আপনি

আমায় বিশ্বাস ক'রুন—আপনার কোন ভয় নেই! আপনি বিপদে প'ড়বেন না।

সীতানাথ। ভয় যা ছিল, সে তো চুকেই গেছে বাবু! আমি তখনি জানি—এই হবে! আমার মা মাথার দিব্যি দিয়ে ব'লেছিলেন,—সীতানাথ, বুড়ীর একটা কথা রাখ্ বাবা—সধবা মেয়েকে ইংরিজি ইস্কুলে দিস্‌নে!

স্বরজিৎ। আপনার মেয়ের বিয়ে হ'য়েছে?

সীতানাথ। সে সব কথা আর জিজ্ঞাসা ক'রবেন না মশায়! আপনারা দশ হাজার টাকা চেয়েছেন; দশ হাজার কেন?—আমি বিশ হাজার টাকা দিতে পারি! কিন্তু, তাতে কার কি এলো-গেলো? মেয়েরই বা কি, আর আমারই বা কি? আপনারা যে আমার কি সর্ব্বনাশ ক'রেছেন, সে আপনারা বুঝতে পারবেন না। আপনারা আমার বাড়ীতে ডাকাতি ক'রে লোহার সিন্দুক ভাঙ্‌লেন না কেন—আমি একটুও দুঃখু ক'রতাম না!

নির্ঝরিণী। আহা—তুমি কি ব'লছো বাবা! সে উনি নন—উনি নন; সে আর একদল—উনি আমায় উদ্ধার ক'রেছেন!

সীতারাম। উদ্ধার ক'রছেন!—তোমার বাপের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার ক'রেছেন! হারামজাদা মেয়ে! চুপ ক'রে থাক্—আর মুখ তুলে কথা ক'সনে! উনি ইংরেজি প'ড়েছেন, মেম সাহেব হ'য়েছেন! যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল—ঠিক হ'য়েছে!

নির্ঝরিণী। আমার দোষ কি?—আমায় ব'কছো কেন? আমি কি ইচ্ছে ক'রে ধরা দিয়েছি নাকি!

স্মরজিৎ। সত্যি—ওঁর তো কোন দোষ নেই। আমি ওঁর কাছে যা শুনলুম—বিলাসিনী বলে একজন মহিলা আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রবে বলে কলেজে ওঁর সঙ্গে দেখা করে; তারপর, বাড়ী আসবার জন্যে তার গাড়ীতে ওঠেন—সে ওঁকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। ওঁর দোষ,—উনি তাকে বিশ্বাস ক'রেছিলেন!

সীতানাথ। শুধু বিশ্বাস ক'রেছিল?—ষোল আনা দোষ ওর। তুই সৎচাষীর মেয়ে, ... ভাল ঘরেবরে ওর বিয়ে দিলাম, সে বর ওর পছন্দ হয় না—শুনেছেন কখনো? শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে—বলে, তারা পাড়াগেঁয়ে চাষা! জামাই খাসা ছেলে মশায়! ইংরিজি স্কুলে ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত প'ড়েছে, এখনো দেবতাব্রাহ্মণে ভক্তি করে। ও হারামজাদী কি-না তাকে মুখ্য ব'লে নাক সেটকায়! ওর এমন দশা হবে না তো—হবে কার? ষোল আনা দোষ ওর, আঠারো—ওর দাদার! সেই হারামজাদাই তো জিদ ক'রে ওকে শ্বশুরবাড়ী থেকে নিয়ে এলো! আর, পুরো পাঁচসিকে দোষ—আমার! আমি মহাপাপী—আমি মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রেছি! এসব ঘরের কেলেঙ্কারি—আপনাকে আর কি ব'লবো বাবু! আমার নিজের গালে মুখে নিজে চড়াতে ইচ্ছে করে!

স্মরজিৎ। আপনি কি কাজ করেন?

সীতানাথ। উলটো ডিঙ্গিতে আমার ধান আর ভূষিমালের আড়ৎ আছে।

স্মরজিৎ। আপনার মেয়ে কাঁদছেন—ওঁকে একটু শান্ত ক'রুন!

সীতানাথ। কাঁদবেন না তো ক'রবেন কি? তবে, রাগ ক'রে যাই

কেন বলি না বাবু—দোষ আমার! ও ছেলেমানুষ। সে হারামজাদাও ছেলেমানুষ। বাবু, আপনি কি বলেন? এই বাহার, এই মোটর গাড়ী. এই ইলেকট্রিক পাখা—আমাদেরি মুণ্ডু ঘুরে যায়?—ওরা তো ছেলেমানুষ, শহরে জন্মেছে শহরে মানুষ হয়েছে! .... যেই টাকা হ'ল, সেই যদি রাধাবল্লভের মন্দির করে দিই বাবু?—সেও পিতৃ-আদেশ! লোভ—টাকা জমাবার লোভ! "নিরে নব্ব্যের ধাক্কায়" প'ড়ে গেলাম কি-না? ঠাকুর ঠিক শাস্তিই দিয়েছেন! চুপ কর্, চুপ কর্—আর কাঁদিসনে! আমার পাপেই তোদের এই দশা! এইবার জমাও টাকা!

স্মরজিৎ। আপনার কত টাকা আছে?

সীতানাথ। তা আছে বাবু—হবে নাই বা কেন? ধান, চাল, ভুষিমাল, গুড়, তামাক,—সোজা ব্যাপার! আমার চেয়ে বড় আড়ৎদার উলটোডিঙ্গিতে এখন নেই মশায়! আর জানেন তো?—দশভুজা যখন দেন, দশহাতে দেন! তবে হ'লো কি! দশ হাজার টাকার জন্যে যে মেয়ের জাত গেল—তার কি কচ্ছি!

স্মরজিৎ। আমার পরামর্শ শুনুন। যারা টাকা আদায় ক'রবার জন্যে আপনার মেয়েকে আটকে রেখেছিল—আমি সে দলের নই।

সীতানাথ। তাই মনে হ'চ্ছে ব'টে! আপনি কোন্ দলের?—গান্ধী মহারাজের?

স্মরজিৎ। হ্যাঁ—এক রকম তাই। আপনার জামাই কি আপনার মেয়েকে নেবে না?

সীতানাথ। তাই কখনো নেয়? সে বড় বাপের ছেলে—আজ না-হয়

একটু অবস্থা খারাপ হয়েছে। তার পিতামহের আমলে দেড়শো বিঘের চাষ ছিল—বারোখানা লাঙল; বারো ভাই বারোখান লাঙল ধ'রতো! বেইমশায় ক'লকাতায় এসে ইংরিজি শিখে ব্রহ্মজ্ঞানী হ'তে গিয়েছিল। বাপ নিধিরাম সর্দার তাই না শুনে, রেগে ছেলের বাসায় এসে দুই গালে চার চড়। কান ধ'রে হিঁড়হিড় ক'রে বাড়ী নিয়ে গেল! তবে, বড্ড লেখাপড়াটা শিখেছিল কিনা? মেজেস্টার সাহেব গাঁয়ে গেলে ইংরিজিতে কথা ব'লতো—খুব কেতাদুরস্ত ছিল! জামাই আবার লাঙল ধ'রেছেন। খাসা ছেলে,- ও হতভাগীর কি যে মতিচ্ছন্ন হ'ল! নিধিরাম সর্দারের পুত-বৌ-এর সঙ্গে ব'নিয়ে চলতে পারলে না!

স্মরজিৎ। এখন আপনি কি ক'রবেন?—মেয়েকে বাড়ী নিয়ে যাবেন তো?

সীতানাথ। আপনাকে কত টাকা দিতে হবে?

স্মরজিৎ। আমায় টাকা দিতে হবে না।

সীতানাথ। কেন?—আপনিও তো স্বদেশী, আপনি টাকা নেবেন না কেন?

স্মরজিৎ। স্বদেশীতে টাকা নেয়—আপনাকে কে ব'ল্লে?

সীতানাথ। আমি শুনেছি, যারা নিয়ে গিয়েছিল—তারা স্বদেশী ডাকাত; ভদ্রলোকের ছেলে—ইংরিজিতে কথা ব'লতে পারে।

স্মরজিৎ। আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না,—তবে তা'রা স্বদেশী নয়!

সীতানাথ। আপনি টাকা নেবেন না?

স্মরজিৎ। না।

সীতানাথ। আপনি স্বদেশী করেন, আবার টাকা নেন না—আপনার চলে কি ক'রে ?

স্মরজিৎ। চ'লে যায়!

সীতানাথ। তা তো দেখতে পাচ্ছি—রাজার হালে আছেন! ঘরভাড়া দেন?

স্মরজিৎ। দিই বই-কি।

সীতানাথ। ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে। পেছনে একজন "গৌরী সেন" আছেন নিশ্চয়!

স্মরজিৎ। আপনি মেয়েকে বাড়ীতে নিয়ে যাবেন ?

সীতানাথ। বিলাসিনী ব'লে এক মাগী ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ?

স্মরজিৎ। কেমন ?—তাই তো নির্ঝরিণী ?

নির্ঝরিণী। হ্যাঁ!

সীতানাথ। 'নির্ঝরিণী'—দেখুন তো মশায় কাণ্ড! ওর নাম লক্ষ্মীমণি—সে নাম পছন্দ হ'ল না। ইস্কুলে ভর্ত্তি হবার সময় নাম ব'দলে নতুন নাম নিলে 'নির্ঝরিণী'! সীতেনাথ দাসের মেয়ের নাম নির্ঝরিণী!—এ মেয়ের কখনো ভাল হয়?

স্মরজিৎ। যাক্—যা হবার, তা তো হ'য়েছে। আপনি নিজেই তো স্বীকার ক'রেছেন, মূল অপরাধ আপনার!

সীতানাথ। একশো বার! ... বিলাসিনী ব'লে সেই মাগীটা তোকে চিনলে কি ক'রে? জানাশোনা ছিল ?

নির্ঝরিণী। স্কুলে থিয়েটার হয়—সে গান শেখাতে আসতো।

সীতানাথ। আমার টাকা আছে, এ খবর সে কোথায় পেলে? তুই ব'লেছিলি ?

নির্ঝরিণী। আমি কি ক'রে জানবো—সে এই রকম ক'রবে? খুঁটিনাটি অনেক কথা জিজ্ঞাসা ক'রতো; আমি যা জানি, উত্তর দিতাম—আমার দোষ কি?

সীতানাথ। ঘরে পরিবার নেই, আমি দিনরাত আড়তে, এ ছুঁড়িরও ভদ্রলোক হবার শখ হ'ল! এর ফল যা হবার তাই হ'লো—! ওকে, ওর দাদাকে পই পই ক'রে বল্লাম—ওরে, আমাদের চাষীর ঘরে মেয়েদের ইংরিজি শিখতে নেই—বামুন-কায়েতের মেয়েদেরই সহ্য হয় না! শুনলে সে কথা? এক—পরিবার গিয়েই আমার সব গেল, বুঝলেন মশায়। ছেলে আমার বি.-এ. পাশ দিয়েছেন,—টাকাকড়ি কিছু কি আর থাকবে মশায়? এই বেলা কোনো গতিকে রাধাবল্লভজীর একটা মন্দির যদি ক'রতে পারি, তবেই ভরসা। আর কাঁদতে হবে না—থামো!

স্মরজিৎ। আমার যতদুর মনে হয়—আপনার মেয়ে নির্দ্দোষ।

সীতানাথ। আরে মশায়—"সন্ন্যিসী চোর নয়, বোঁচকায় ঘটায়"! আপনি ব'ল্লেন 'ভাল', আমিও বুঝলাম 'ভাল'—আমার নিজের মেয়ে! লোকে মানবে কেন? ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকেও সীতার বনবাস দিতে হয়েছিল! দশের মুখে ধর্ম্ম,—আমি কার মুখ চাপা দেব?

স্মরজিৎ। আপনার জামাইকে ভালভাবে বুঝিয়ে ব'ল্লে তিনি বুঝতে পারবেন।

সীতানাথ। বুঝবে না কেন—বুঝবে; কিন্তু, এ যে বোঝাবুঝির ব্যাপারই নয়। এমন যে ইংরেজের আইন মশায়—চুলচেরা বিচার, একটু এদিক ওদিক হবার উপায় নেই,—আপনি গবর্মেণ্টের নামে

পর্য্যন্ত নালিশ ক'রতে পারেন! সেই আইনে আপনার কি ব'লছে? যার কাছে চোরাই মাল পাওয়া যায়, সেই চোর! ওই যা ব'ল্লাম—"সন্ন্যিসী চোর নয়, বোঁচকায় ঘটায়!" বাড়ীতে চল্লুব—দেখি, তারপর কি হয়! রাধাবল্লভজীর মন্দিরটে যদি গ'ড়তে পারি, সেই মন্দিরে গিয়ে ওকে নিয়ে 'হত্যে' দেব। ঠাকুর দয়া ক'রলে সবই হয়। আয়! আচ্ছা বাবু, চ'ল্লাম তা হ'লে—

স্মরজিৎ। আচ্ছা!

সীতানাথ। আপনার নামটা একখানা কাগজে লিখে দেবেন?

স্মরজিৎ। (হাসিয়া) কি হবে?

সীতানাথ। জামাই বাবাজীকে একবার দেখাবো। আপনাকে সাক্ষী মানা রইল। ভালকথা, যে বাবুরা ওকে নিয়ে গিয়েছিল, তারা যদি আবার টাকা চেয়ে পাঠায়?

স্মরজিৎ। এর আগে আপনি পুলিশে খবর দিয়েছিলেন?

সীতানাথ। এই সব কেলেঙ্কারি পুলিশে রাষ্ট্র ক'রবো?—আপনি আমায় কি মনে করেন। ওরা যদি টাকা চায়—আপনাকে খবর দেবো।

স্মরজিৎ। খুব সম্ভব, টাকা চাইবে না। যদি চায়—আমায় খবর দেবেন। জামাই বাবাজী যদি কোন গোল করেন, তাও খবর পাঠাবেন।

সীতানাথ। ভাল কথা। আচ্ছা—আসি তা হ'লে, ঠাকুর মশায়—প্রাতঃ-প্রণাম! নে—লক্ষ্মী, ঠাকুর মশায়কে প্রণাম কর্!

স্মরজিৎ। থাক্ থাক্—আমায় প্রণাম ক'রতে হবে না। আমি ব্রাহ্মণ নই—কায়স্থ!

সীতানাথ। আপনি কায়েত?—কি আপদ! আমি মনে ক'রেছিলাম ...

নির্ঝরিণী। 'কায়েত'—তাই কি? ভূধর মুখুজ্জে তো ব্রাহ্মণ—সে ওর চেয়ে বড় নাকি।

সীতানাথ। সে বিচার তোমায় আর ক'রতে হবে না! মা-ছাড়া মেয়ে, শাসন তো কখনো করিনি—তার উপর ইংরিজি শিখেছে! দেখেছেন মশায়?—বাপের মুখের উপর কথা বলে! ওর গর্ভধারিণী যখন মারা যায়, তখন ওর সাত বছর বয়েস। সে সতীলক্ষ্মী স্বর্গে গেছে, আমায় রেখে গেল ভুগতে! ওই এক গণ্ডগোলেই সব গোল—বুঝেছেন মশায়? ক'লকাতায় বাড়ী উঠলো, তিনিও চোখ বুজলেন! সেই যে কি বলে না, আমার হ'য়েছে তাই! আয়—

উভয়ের প্রস্থান

স্মরজিৎ। বাঃ বাঃ বাঃ—'সেই যে কি বলে না, আমারও হ'য়েছে তাই'! This is Bengal, you can't translate it into England—বাঙ্গালা দেশকে ইংল্যাণ্ড করা যায় না, যাবেও না! (ফোন লইয়া) Hallo! বড়বাজার—1234 .... yes ... কে? হ্যাঁ—স্নীতি or উৎপলা .... উৎপলা জান না? Well ... সুনীতি, আমায় বিশ্বাস ক'রতে পার? কেন জানিনে, তোমায় দেখতে ইচ্ছে করে! একবার আসতে পার? অনেক কথা আছে—ওখানে যেতে সঙ্কোচ হয়। হ্যাঁ—আমার বাসায় আসবে! ... কিছু অসুবিধে নেই! ... তোমায় ব'লতে পারি, আর কাউকে ব'লবো না। Come at once—তুমি একা এস! প্রতিভা—তাকে তোমার উপরের অনিলা দেবীর কাছে রেখে এস। না, সন্দেহ নেই—সে

উৎপলা নয়; আমি তোমায় উৎপলাই মনে করি—That particular name charms me. উৎপলা, এস!

(ফোন রাখিয়া 'কলিং বেল' টিপিলেন ;—একটু পরে চাকর আসিল)

চাকর। কিছু ব'লছেন বাবু!

স্মরজিৎ। তোমার নাম কি?

চাকর। রমানাথ।

স্মরজিৎ। ভাল—আচ্ছা রমানাথ, কিছু খাওয়াতে পারো বাবা?

রমানাথ। কি খাবেন?

স্মরজিৎ। এক কাপ চা আর খানদুই টোস্ট!

রমানাথ। পারি!

স্মরজিৎ। একটু পরে আবার যদি চায়ের কথা বলি, আনতে পারবে তো?

রমানাথ। এ হোটেলে চব্বিশ ঘণ্টা—যখন যা চাইবেন, তাই পাবেন।

স্মরজিৎ। That's like a good boy. আচ্ছা, আপাতত চা খাইয়ে তোমার অতিথিসৎকারের নমুনা দেখাও—যাও।

[রমানাথের প্রস্থান

[স্মরজিৎ আলস্যভরে ঈজিচেয়ারে শুইয়া সিগারেট টানিতে লাগলেন : একটু পরে দরজায় ঘা পড়িল]

স্মরজিৎ। ভিতরে আসুন।

(হোটেলের ম্যানেজার নিবারণবাবুর প্রবেশ)

স্মরজিৎ। তারপর, নিবারণবাবু—খবর কি?

নিবারণ। এই—একবার আপনার খোঁজখবর নিতে এলাম স্যর্! আপনার শ্বশুর এসেছিলেন বুঝি? মিসেস্ মিটারকে নিয়ে গেলেন?

স্মরজিৎ। 'শ্বশুর'? 'মিসেস্ মিটার'? এসব কি ব'লছেন!

নিবারণ। ও—incognito রাখতে চান বুঝি? তা বেশ,—আমাদের যেমন advise ক'রবেন!

স্মরজিৎ। হ্যাঁ!

নিবারণ। বুঝতে পেরেছি, শ্বশুর ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়! ইংরিজি লেখাপড়া জানে না, মোটামুটি চাল; তবে টাকা আছে মশায়, মস্ত বড় গদিয়ান—অগাধ টাকার মালিক! বাগালেন কি ক'রে?

স্মরজিৎ। বরাতে ছিল,—ও কি আর চেষ্টা ক'রে হয়?

নিবারণ। যা ব'লেছেন মশায়। ছেলেবেলা থেকে আমার 'অ্যাম্বিশান' ছিল—বড়লোক শ্বশুরের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে ক'রবো!

স্মরজিৎ। চেষ্টা ক'রেছিলেন?

নিবারণ। যথেষ্ট! কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে—নিকেষ, খড়দ' মেল! 'ডাইরেকটারি' দেখে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ জমিদার, আর প্রত্যেক ব্রাহ্মণ 'গেজেটেড্ অফিসারে'র ঘরে নিয়ম ক'রে হপ্তায় একখানা application—একাদিক্রমে তিন বছর!

স্মরজিৎ। ফল কি হ'ল?

নিবারণ। একখানি application-এরও উত্তর এল না! উপরন্তু, বড় লোক শ্বশুরের আশায় ব'সে থেকে, গরীব শ্বশুরগুলোও in the meantime আমার উপর রাগ ক'রে আমার চেয়ে খারাপ পাত্রে কন্যাদান ক'রে ফেললে!

স্মরজিৎ। আপনি আজও 'ব্যাচিলার'?

নিবারণ। আর বলেন কেন মশায়! এইবার ভাবছি—গরীব বাপের

হোক, আর বড়লোক বাপেরই হোক,—আইবুড়ো মেয়ে দেখলেই বিয়ে ক'রে ফেলবো। এখন দু-পয়সা রোজগার কচ্ছি, এখনো বিয়ে না ক'রলে আর চলে?—কি বলেন মশায়!

স্মরজিৎ। হ্যাঁ!

নিবারণ। তা স্যর, আপনার শ্বশুরের কোন বন্ধুর কিংবা আপনার শালীটালী যদি থাকে—এখন তো, ডিমোক্র্যাসির যুগ?—এখন আর বামন কায়েতের ভেদাভেদ থাকাটা কিছু নয়। তাছাড়া, আমার একটু বিলেত যাবার ইচ্ছেও ছিল কি-না?

(রমানাথ চা প্রভৃতি লইয়া আসিল)

নিবারণ। (রমানাথের প্রতি) এই যে—বাবু যখন যা চাইবেন, এনে দিবি, দেখিস, বাবুর যেন কোন অসুবিধে না হয়! বুঝলি? (স্মরজিতের প্রতি) কথা যদি না শোনে—আপনি আমায় একবার জানাবেন স্যর! আমি সব ঠিক ক'রে দেব। এমন 'ডিসিপ্লিন' আপনি ক'লকাতার অন্য কোন হোটেলে পাবেন না। (রমানাথের প্রতি) যা—চ'লে যা, এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে—আমরা confidential talk ক'রছি!

স্মরজিৎ। হ্যাঁ রমানাথ—শোন, একটি ভদ্রমহিলার এখনি এখানে আসবার কথা আছে, আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসবেন—তাঁকে এখানে এনো!

নিবারণ। ভদ্রমহিলা কাকে বলে জানিস তো? মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ—ইস্তিরীলোক, বুঝেছিস্?

রমানাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ—মাঠাকুরুণ। [প্রস্থান

নিবারণ। বেশ আছেন মিত্তির সাহেব! তাই বুঝি মিসেসকে বুড়োর সঙ্গে পাচার করে দিলেন!

স্মরজিৎ। নিবারণবাবু, কিছু যদি মনে না করেন—মানে, আমি তেমন লোকজনের সঙ্গ পছন্দ করিনে।

নিবারণ। সে আমি ব'লে দেব—কেউ এখানে আসবে না। আমি নোটিশ টাঙিয়ে দেব—"No admission, except on business"!

স্মরজিৎ। না—আমি তা ব'লছিনে; আপনি যদি এখন একটু অনুগ্রহ ক'রে অন্যত্র যান, বড় ভাল হয়!

নিবারণ। ওঃ—আপনি আমাকেই ব'লছেন?

স্মরজিৎ। হাঁ—আপনার কথাবার্ত্তাগুলো আমার তেমন ভাল লাগছে না। You are awfully uninteresting and boring!

নিবারণ। ওঃ—আচ্ছা স্যর, তাহ'লে very sorry, আমি এখন—

স্মরজিৎ। হ্যাঁ—আসুন!

নিবারণ। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া) আপনার টিন থেকে দুটো সিগারেট্ নেব? যদি কিছু মনে না করেন!

স্মরজিৎ। আপনি টিনটাই নিয়ে যান।

নিবারণ। সে কি হয় স্যর্? লোকে কি মনে ক'রবে! আপনিই বা—

স্মরজিৎ। (অত্যন্ত কঠোরভাবে) নিন শীগ্গির নিন—চ'লে যান। টিনটা শেষ হ'লে খবর দেবেন—আর এক টিন পাঠিয়ে দেব!

নিবারণ। ওঃ আচ্ছা—নমস্কার! (কিছু বুঝিতে না পারিয়া চলিয়া গেল)

স্মরজিৎ। (ফোন লইয়া) Hallo! 5007. Barabazar—Please Yes—হ্যাঁ—ও ··· সুরেনবাবু?—আছেন? ···· হাঁ ···

উৎপলা or সুনীতি whoever she may be! এখানে আসছে—এখনই। আপনি আসতে পারেন—আপনার স্ত্রীর জন্যেই ব'লছি। খুব সম্ভব, সে উৎপলা নয়—কিন্তু হ'তেও পারে, একবার চক্ষুকর্ণের বিবাদটাই ভঞ্জন ক'রুন! আমার ইচ্ছে, মিসেস্ রায়ও আসুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি যেমন মেয়ের কথা ব'লেছিলেন—ঠিক তেমনি! আরো অনেক ব্যাপার আছে; আপনারা এসে দেখে যান, আপনাদের মেয়ে কি-না। আসুন, সব কথা খুলে ব'লবো—I am on the way to success. যা বলেছিলেন,—ঠিক তাই! (দূরে রমানাথকে লক্ষ্য করিয়া) কি রমানাথ?

(রমানাথের প্রবেশ)

স্মরজিৎ। এসেছেন?

রমানাথ। আজ্ঞে—হাঁ্যা বাবু, বাইরে দাঁড়িয়ে!

স্মরজিৎ। আমি যাচ্ছি! [রমানাথের প্রস্থান

(ফোনে) চ'লে আসুন—She is come. ফোন রেখে দিচ্ছি। (দূরে সুনীতিকে লক্ষ্য করিয়া) আরে—এস এস!

[অভ্যর্থনার জন্য সানন্দে গৃহের বাহিরে প্রস্থান

(সুনীতিকে লইয়া স্মরজিতের পুনঃপ্রবেশ)

স্মরজিৎ। সুপ্রভাত! বস বস! বাঃ—তোমার সাহস আছে!

সুনীতি। সাহস! কালকের সব কথা শুনে কোথায় তোমার দেখা পাব, তাই কেবল ভেবেছি! কিন্তু আর তো নিস্তার নেই—এরা তোমায় সহজে ছাড়বে না!

স্মরজিৎ। উৎপলা!

স্নীতি। উৎপলা? ভাল, তাইই—তুমি আমায় যে নামে ডাকবে।
তোমার কাছে আমি উৎপলা!

স্মরজিৎ। সত্যি তুমি কি?—স্নীতি, না উৎপলা? এই তিনবার আমি
তোমায় এই প্রশ্ন ক'রলাম। তুমি কে—উৎপলা?

স্নীতি। আমার পরিচয় আমি জানিনে—। যেটুকু জানি, সে স্মৃতি সুখের
নয়! তুমি আসবে জানলে .... আমি কোন দিন ভাবিনি,
তুমি আসবে—তুমি আসতে পার। আমার অতীত আমার
ভবিষ্যৎ জীবনের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে! তবু আমি তোমার—
আর কারো নই!

স্মরজিৎ। তুমি উত্তেজিত! বস বস—!

স্নীতি। হাঁ! কিন্তু, তুমি কেন এসেছ? এ ভীষণ জাল, চক্রব্যূহ—
তুমি কেন এলে, কেমন ক'রে এলে—কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ!

স্মরজিৎ। বন্দিনী উৎপলাকে উদ্ধার ক'রবার জন্যে।

স্নীতি। পারবে?

স্মরজিৎ। পারবো!

স্নীতি। তুমি নিজে এসেছ?—স্বেচ্ছায়?

স্মরজিৎ। সে কথা তোমায় পরে ব'লবো।

স্নীতি। না না, তুমি এখন বল—এখনই, এই মুহূর্ত্তে!

স্মরজিৎ। আমি ব'লতে পারিনে উৎপলা!

স্নীতি। কালকের ঘটনার পর তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না, তোমার
জীবন বিপন্ন?

স্মরজিৎ। তুমি এ দলে কেন?—বল উৎপলা! আমি বুঝতে পেরেছি,

মিস্টার মুখার্জ্জির ডানহাত তুমি! কেমন ক'রে এ দুর্ঘটনা সম্ভব হ'ল!

সুনীতি। জগতে সবরকম দুর্ঘটনা ঘটে,—শিশুর অকাল-মৃত্যু হয়, পতিব্রতা বিধবা বেঁচে থাকে, 'রেলওয়ে এক্সিডেণ্ট' হয়, ভূমিকম্প হয়—পণ্ডিত-মূর্খ, সাধু-চোর একসঙ্গে মরে! যে ঘটনা চিরদিন লোকে অসম্ভব ব'লে মনে করে, তাও সম্ভব হয়!

স্মরজিৎ। তাহ'লে কি তুমি সত্যি উৎপলা নও?

সুনীতি। তোমার উৎপলা কে—তা তো আমি জানিনে! শুধু বন্দিনী ব'লে তাকে উদ্ধার ক'রতে চাও?—না, সে তোমার ব'লে তাকে উদ্ধার করতে চাও?

(রমানাথের প্রবেশ)

স্মরজিৎ। কি রমানাথ! আর কেউ—?

রমানাথ। হ্যাঁ বাবু! আর একটি ভদ্রমহিলা, সঙ্গে একজন ভদ্রলোক, বাইরে দাঁড়িয়ে—

স্মরজিৎ। ডেকে আন।

(রমানাথের প্রস্থান)

সুনীতি। খুব সম্ভব ভুধর মুখুজ্জে!

স্মরজিৎ। না!

(সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় ও তৎপত্নী জয়ন্তী দেবীর প্রবেশ)

সুরেন্দ্র। (সুনীতির নিকট গিয়া) এই মেয়েটির কথা ব'লছিলেন স্মরজিৎবাবু?

(সুনীতি স্থির হইয়া আছে)

স্মরজিৎ। বুঝেছি! যাঁকে সন্ধান ক'রবার ভার আমায় দিয়েছিলেন, তিনি ন'ন!

জয়ন্তী। তোমার নাম কি মা?

সুনীতি। শ্রীমতী সুনীতি দেবী!

জয়ন্তী। তুমি আমায় মা ব'লে ডাকবে?

(সকলে একটু আশ্চর্য্য হইল—সুনীতি কি জানি কেন, এই মহিলাটির প্রতি একটা অজানা আকর্ষণ অনুভব করিল)

জয়ন্তী। আমার কথার উত্তর দাও!

সুনীতি। মা ব'লে ডাক্‌বো? হাঁ, ডাকবো। আমারও মা নেই! কিন্তু কোথায় আপনাকে পাব যে, মা ব'লে ডাকব?

জয়ন্তী। আমি যদি তোমায় আমার বাড়ীতে নিয়ে যাই—তুমি যেতে পার না?

সুনীতি। এবার সুরেন্দ্রনারায়ণের দিকে চাহিলেন)আমার যে কাজ আছে মা!

জয়ন্তী। কি কাজ?

সুনীতি। জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য আমায় চাকরি ক'রতে হয়!

জয়ন্তী। না না,—তোমায় কিছু ক'রতে হবে না, তুমি আমার কাছে থাকবে।

স্মরজিৎ। আপনি চঞ্চল হবেন না—আপনার উৎপলাকে আমি খুঁজে দেব। সুরেনবাবু, আপনি জয়ন্তী দেবীকে নিয়ে বাড়ীতেই থাকবেন। চলুন সুনীতি দেবী! আপনাকে বাসায় পৌছে দিয়ে আসি!

জয়ন্তী। (সুনীতির প্রতি) তুমি আমার সঙ্গে যাবে না মা?

সুনীতি। আজ তো যেতে পারবো না মা—আজ আমার অনেক কাজ!

জয়ন্তী। বাবা স্মরজিৎ! তুমি আজ আর কোথাও যেও না—তোমরা দু'জনেই আমার বাড়ীতে চল।

সুরেন্দ্র। সে হয় না জয়ন্তী! স্মরজিৎবাবু আমাদের কাজে যাচ্ছেন। এখন উনি যা ভাল বুঝবেন, তাই ক'রবেন। উনি যা ক'রবেন ব'লে মনস্থ ক'রেছেন—তাতে বাধা দেওয়া উচিত হবে না!

জয়ন্তী। (সুনীতি প্রতি) স্মরজিৎ যদি যেতে চায় যাক্,—তুমি যেয়ো না মা! তুমি আমার সঙ্গে চল!

সুনীতি। আপনি যাকে চাইছেন, সে তো আমি নই! স্মরজিৎবাবু তাঁকে খুঁজে বের ক'রবেন। আসুন—স্মরজিৎবাবু!

স্মরজিৎ। আপনারা এখানে একটু ব'সবেন?—আমি তা হ'লে রমানাথকে ব'লে যাই!

সুরেন্দ্র। না—আমরা ব'সবো না।

স্মরজিৎ। তা হ'লে আপনারা চ'লে যান! সুনীতি দেবীর সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা আছে।

সুনীতি। আমি তো ব'সতে পারবো না!

স্মরজিৎ। পাঁচ মিনিট!

সুরেন্দ্র। (স্মরজিতের প্রতি) কবে দেখা হবে?

স্মরজিৎ। খুব সম্ভব কাল।

সুরেন্দ্র। (স্ত্রীর প্রতি) এস!

জয়ন্তী। (সুনীতির প্রতি) যদি সময় পাও, কাল আমার সঙ্গে দেখা ক'রো!

সুনীতি। আচ্ছা! [সুরেন্দ্র ও জয়ন্তীর প্রস্থান

স্মরজিৎ। তা হ'লে—তুমি সুনীতি, উৎপলা নও?

সুনীতি। আমি জানিনে!

স্মরজিৎ। মিস্টার মুখার্জ্জি কে? তোমার আশ্রয়দাতা?

সুনীতি। না—তাঁর সঙ্গে আমার কোন বাধ্যবাধকতা নেই!

স্মরজিৎ। শোন,—এই যে ভদ্রতার আবরণে নিয়মিতভাবে পাপের ব্যবসা চ'লছে, তুমি এর মধ্যে কেমন ক'রে এলে?

সুনীতি। যে মেয়েটিকে কাল তুমি উদ্ধার ক'রেছ, সে যেমন ক'রে এসেছিল!

স্মরজিৎ। কতদিন আগেকার কথা?

সুনীতি। চার বছর।

স্মরজিৎ। তার আগে তুমি কোথায় ছিলে?—কি ক'রতে?

সুনীতি। বাবা বেঁচেছিলেন, তাঁর কাছে থাকতাম!

স্মরজিৎ। তোমার বাবা গরীব ছিলেন?

সুনীতি। অধিকাংশ চাকরিজীবীর শেষ অবস্থা যা হয়, তাঁরও তাই হ'য়েছিল!

স্মরজিৎ। আমায় তুমি বিশ্বাস কর?

সুনীতি। নইলে এত কথা ব'লতাম না!

স্মরজিৎ। তোমার বাবা তোমায় বিয়ে দেন নি?

সুনীতি। ইচ্ছে ছিল—সঙ্গতি ছিল না।

স্মরজিৎ। তুমি জীবনে কোন দিন বড় হবার স্বপ্ন দেখনি?

সুনীতি। বড় ব'লতে আপনি কি বোঝেন?

স্মরজিৎ। দশজনের একজন!

সুনীতি। যারা একশ' জনের মধ্যে নব্বই জনের একজন হ'য়ে জন্মায়, তারা ক্বচিৎ দশজনের একজন হয়—এ কথা আপনি জানেন না?

স্মরজিৎ। তুমি কম্যুনিস্ট?

সুনীতি। না!

স্মরজিৎ। তোমার কি হবার ইচ্ছে ছিল—কিন্তু হ'তে পারনি?

সুনীতি। আমি গেরস্তোর মেয়ে; অধিকাংশ কুমারী মেয়ে একদিন যা হয়, আমিও তাই হ'তে চেয়েছিলাম—দরিদ্র গৃহস্থের কুলবধূ!

স্মরজিৎ। আর একটি প্রশ্ন ক'রবো?

সুনীতি। ভালবাসা সম্বন্ধে?

স্মরজিৎ। হ্যাঁ!

সুনীতি। তুমি যে ভালবাসার কথা ব'লছ, সে ভালবাসা কাকে বলে,—এতদিন আমি জানতেম না। উপন্যাসে প'ড়েছি—নিজে অনুভব করিনি।

স্মরজিৎ। উৎপলা! হাঁ—আমি তোমায় উৎপলা ব'লেই ডাকবো। আমি যা ব'লবো,—তুমি তাই ক'রবে?

সুনীতি। যে মুহূর্ত্তে তুমি আমায় প্রথম উৎপলা ব'লে ডেকেছিলে, তখনই আমি জেনেছি—তুমি যা ব'লবে সেই কাজ করা ছাড়া আমার জীবনে অন্য কাজ নেই। এ কথা কেন মনে এসেছে, তা আমি জানিনে—কিন্তু এ কথা সত্যি!

স্মরজিৎ। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

সুনীতি। আমার যাবার উপায় নেই! শুধু জীবন নয়, বোধ হয় আমার আত্মা পর্য্যন্ত অন্যের অধীন!

স্মরজিৎ। কার অধীন?—ভূধর মুখুজ্জের?

সুনীতি। না,—ভূধর মুখুজ্জে আমার কেউ নয়!

স্মরজিৎ। তবে কিসের বন্ধন তোমার? কার মুখ চেয়ে যেতে পারবে না?

সুনীতি। জটিল কর্ম্মসূত্র!

স্মরজিৎ। কি কাজ তোমায় ক'রতে হয়?

সুনীতি। বিশেষ কোন কাজ আমায় ক'রতে হয় না,—সকলের সঙ্গে মিশতে হয়, কর্ম্মীদের মধ্যে কোন গণ্ডগোল হ'লে মিষ্টি কথায় তাদের বশ ক'রতে হয়। প্রায় কোন গণ্ডগোল হয় না,— কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা খুব ভাল!

স্মরজিৎ। কাজ করে কারা?

সুনীতি। অনেক লোক—ছোট, বড়, স্ত্রীলোক, সাধারণ গুণ্ডা,—তাদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে চালাবার জন্যে প্রতি দলের উপর একজন ক'রে শিক্ষিত ভদ্র যুবক কর্ম্মী থাকে।

স্মরজিৎ। যেমন রঞ্জনবাবু?

সুনীতি। আমি কারো নাম ক'রবো না। তারা সবাই আমায় বিশেষ আপনার লোক মনে করে।

স্মরজিৎ। ভূধর মুখুজ্জের উপর কেউ আছে? না—তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা?

সুনীতি। কাজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ভূধরবাবুর। সে দিক দিয়ে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা! তাঁর উপর কেউ কথা বলে না। ভূধরবাবু কর্ম্ম-সচিব!

স্মরজিৎ। ভূধরবাবুর উপর যিনি আছেন—তিনি কি?

সুনীতি। তিনি কর্ম্মকর্ত্তা। এই বিরাট কর্ম্মযন্ত্রের যন্ত্রী তিনি। যে পদ্ধতিতে এখন কাজ চ'লছে, সেটি তাঁর পরিকল্পনা। তিনিই মাথা।

স্মরজিৎ। ভূধরবাবুর সঙ্গে তাঁর মতের মিল আছে?

স্নীতি। ভূধরবাবুর নিজস্ব মতামত দেওয়ার কোন অধিকার নেই!

স্মরজিৎ। এই কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?

স্নীতি। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ! আজ যে আমি বেঁচে আছি, সে শুধু তাঁর দয়ায়। আমার জীবনের অতি বড় দুর্দ্দিনে যদি তাঁর আশ্রয় আমি না পেতাম, হয় তো একমুঠো অন্নের জন্যে আমায় দেহ বিক্রী ক'রতে হ'ত—কিংবা শুকিয়ে ম'রতে হ'ত!

স্মরজিৎ। লোকটি তো খুব সাধারণ নয়?

স্নীতি। না,—অতি সাধারণ!

স্মরজিৎ। তাঁর নাম তুমি আমায় ব'লবে না?

স্নীতি। তুমি জানতে চাইলে আমায় ব'লতে হবে; কিন্তু, তুমি জানতে চেয়ো না—আমার বলা উচিত্ নয়।

স্মরজিৎ। কি উদ্দেশ্যে তোমাদের কর্ম্মকর্ত্তা এ কাজ করেন, আমায় ব'লতে পার?

স্নীতি। তাঁর উদ্দেশ্য তিনি কাউকে বলেন নি। ফল দেখে মনে হয়, অর্থ উপার্জ্জন!

স্মরজিৎ। অনেক টাকা উপার্জ্জন হয়?

স্নীতি। তুমি কল্পনা ক'রতে পারবে না!

স্মরজিৎ। যারা কাজ করে, তারা মাইনে পায়?

স্নীতি। প্রত্যেককে মাস মাস মোটা টাকা মাসোহারা দেওয়া হয়; তারপর 'বোনাস' আছে—'কমিশন' আছে।

স্মরজিৎ। ভূধর মুখুজ্জেই বা কি পায়—? তোমার কর্ম্মকর্ত্তাই বা কি পান?

সুনীতি। দু'জনে সমান মাসোহারা নেন—বাকি টাকা এই পাঁচ বছর ধ'রে ব্যাঙ্কে জমে আসছে।

স্মরজি । প্রতি বৎসর কত টাকা জমে ?

সুনীতি। আমার কাছে সব হিসেব আছে—টাকা জ'মেছে দশলাখের উপর। এখনো ভাগ হয়নি—পাঁচ বছর শেষ হ'লে ভাগ হবে।

স্মরজিৎ। তুমি নিজে কি পাও ?

সুনীতি। মাসোহারা পাই, 'কমিশন' আর 'বোনাস'—আমার নামে জমা হয়—নেবার প্রয়োজন হয়নি। আর আমায় প্রশ্ন ক'রো না! আমি নিজেই ব'লছি—এই organisation-এ বিপুল অর্থোপার্জ্জন হয়, আর সে সমস্ত অর্থের একমাত্র ট্রাষ্টি আমি। মালিকরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না—অথচ দু'জনেই আমায় বিশ্বাস করে। এখন বুঝতে পাচ্ছ ?—আমার কর্ম্মসূত্র কত কঠিন, কত জটিল!

স্মরজিৎ। শুধু তোমাকেই বিশ্বাস করে ?

সুনীতি। হ্যাঁ,—আমিই সাক্ষী! আর কেউ জানে না! আজ যদি আমি মরি, আমার আত্মার সদ্গতি হবে না। এই বিপুল ধনভাণ্ডারের চাবি আমার কাছে—আমার প্রেতাত্মা এই সঞ্চিত সম্পত্তির চার পাশে বোধ হয় যক্ষিণী হ'য়ে ঘুরে বেড়াবে! পার আমায় উদ্ধার করতে ?

স্মরজিৎ। তোমায় উদ্ধার ক'রবার জন্যই আমি এসেছি,—চল আমার সঙ্গে!

তৃতীয় দৃশ্য

[ভূধর মুখুজ্জের বাড়ী। দোতলায় চিত্রার নিজস্ব ঘর ; চিত্রা প্রসাধন করিতেছে ও গুন গুন করিয়া গাহিতেছে]

গান

কেলিকদম্ব-মূলে
শ্যাম আমার বাজায় মূরলী !
কোথা রাই আমার,
কোথা রাই আমার,
রাই আমার —বলি' !
পর প্যারী নীলাম্বরী
দেরি কেন আর ?—
এখনি যাইতে হবে,
যমুনা-কিনার !
বাজে বেণু, ফেরে ধেনু—
উড়িছে ধূলি—
এল গোধূলি !
বিরহিণী একাকিনী
জলে যায় যদি
গঞ্জনা দিবে কত
পাপ ননদী !

তৃতীয় অঙ্ক

চল, তুমি আমি দু'জনায়
জল্‌কে চলি---
শ্যামের লাগিয়া রাই
কুলে দে রে জলাঞ্জলি ॥

(বিভাকরের প্রবেশ)

বিভাকর। (রাগতভাবে) বেশ—চমৎকার!

চিত্রা। কি চমৎকার?

বিভাকর। 'কি চমৎকার?'—ক'টা বাজলো একবার ঘড়িটা দেখবে অনুগ্রহ ক'রে?

চিত্রা। সাতটা!

বিভাকর। ক'টার সময় হাওড়া স্টেশনে যাবার কথা ছিল?

চিত্রা। সাড়ে পাঁচটায়।

বিভাকর। এখন ক'টা বেজেছে?

চিত্রা। সাতটা।

বিভাকর। ট্রেন ছাড়বার কথা ক'টায়?

চিত্রা। ছ'টা দশে।

বিভাকর। সে ট্রেন এতক্ষণ কত দূর গেছে—জান?

চিত্রা। কত দূর গেছে?

বিভাকর। জৌগ্রাম, মশাগ্রাম ছাড়িয়ে আরো বেশি—এতক্ষণ 'মেন লাইনে' পড়লো!

চিত্রা। 'মেন লাইনে প'ড়লে কি হ'তো?

বিভাকর। আর বারো মিনিট পরে 'সীতাভোগ' 'মিহিদানা' কেনা যেত।

চিত্রা। বাড়ীতে কেউ নেই যে! একজনকে ব'লে যেতে হবে তো?

বিভাকর। কাউকে ব'লে বুঝি 'ইলোপমেণ্ট' হয়?

চিত্রা। যে 'ইলোপ' করে, সে বুঝি আগে হাওড়া স্টেশনে যায়? খুব বুদ্ধি!

বিভাকর। আবার উল্‌টো চাপ দেয়! দেখি—একটা দেশলাই! উত্তেজনায় আমি দেড়ঘণ্টা সিগ্রেট খাইনি!

চিত্রা। আমি সিগ্রেট খাই নাকি!—দেশলাই পাবো কোথায়?

বিভাকর। সিগ্রেট ধ'রলেই পারো।

চিত্রা। আচ্ছা! (উচ্চৈঃস্বরে) ঠাকুর!

ঠাকুর। (নেপথ্য হইতে) যাই দিদিমণি!

বিভাকর। আবার ঠাকুরকে ডাকছ কেন?

চিত্রা। দেশলাই দেবে, ঠাকুর বিড়ি খায়। (উচ্চকণ্ঠে) ঠাকুর, একটা দেশলাই এনো!

বিভাকর। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—এতবড় একটা sensation! তোমার কথায় যে বিশ্বাস করে, তার কানমলা খাওয়া উচিত!

চিত্রা। খাও-না!

(ঠাকুর প্রবেশ করিল)

ঠাকুর। এই নিন বাবু!

চিত্রা। ঠাকুর, তোমার এই দাদাবাবুকে কিছু খাওয়াতে পারো?

ঠাকুর। 'দাদাবাবু' তো নয়, দিদিমণি!

বিভাকর। কি তবে?

ঠাকুর। সে আমি এখন ব'লতে পারবো না; তবে আমি জানি!

চিত্রা। কি খাওয়াবে বলো।

ঠাকুর। চিংড়ি মাছের কচুরি তৈরি হবে।

চিত্রা। মা আসার আগে শীগ্‌গির খানচারেক কচুরি ভেজে আন।

বিভাকর। পনেরো মিনিটের ভিতর। তোমার মা বোধ হয় সিনেমায় গেছেন ?

চিত্রা। অন্য কোথাও গেছেন—সিনেমা দেখে ফিরবেন। যাও ঠাকুর, দাঁড়িয়ে থেকো না।

[ঠাকুরের প্রস্থান

বিভাকর। তোমার মা না কি রোজ সিনেমা দেখেন ?

চিত্রা। প্রত্যহ।

বিভাকর। কুমুদদা কোথায় ?

চিত্রা। দাদা ?—গাঁয়ের হাট-বাজার ঘুরছে, বিজনেস ক'রবে !

বিভাকর। তোমার বাবা ?

চিত্রা। কি একটা ব্যাপার হ'য়েছে ! আজ দু'দিন অতি অল্পক্ষণ বাড়ী থাকেন। কেবল এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ! বাড়ীতে একে ওকে তাকে 'ফোন' ক'রছেন।

বিভাকর। আচ্ছা, তোমার বাবা কি কাজ করেন—জান ?

চিত্রা। (মৃদু হাসিয়া) জানি, ব'লবো না !

বিভাকর। শীগ্‌গির তোমার বাবার ফিরবার সম্ভাবনা নেই ?

চিত্রা। না !

বিভাকর। এই সুযোগ—চল, বেরিয়ে পড়ি !

চিত্রা। চল ! (উঠিয়া দাঁড়াইল) চিংড়ির কচুরি খাওয়া হবে না কিন্তু !

বিভাকর। তা হোক, এর পর কেউ এসে প'ড়বে, আর 'ইলোপ' করা হবে না !

চিত্রা। তোমার কাছে টাকা আছে তো ?

বিভাকর। আছে ?

চিত্রা। কত টাকা আছে ?

বিভাকর। Two hundred !

চিত্রা। মোটে দু'শো ! শেষ পর্য্যন্ত কেলেঙ্কারি ক'রবে দেখছি ! অন্তত ছ'মাসের খরচা সঙ্গে নিতে হয় !

বিভাকর। দু'শো টাকা—যথেষ্ট !

চিত্রা। মোটেই যথেষ্ট নয়। চারটে স্টেশনে আমি দু'শো টাকা খরচ ক'রতে পারি !

বিভাকর। তুমি এত 'খ'র্চে'—এতদিন বুঝতে পারিনি তো !

চিত্রা। আমি প্রচুর খরচ ক'রতে পারি। এখন বাপমায়ের পয়সা ব'লে তেমন খরচ করিনে ! সুযোগও নেই !

বিভাকর। তোমার হাতে টাকা দেব না—তা হ'লেই হবে ! আমি 'ইকনমিক্স' প'ড়েছি।

চিত্রা। আমিও প'ড়েছি,—That won't help you much, ঠাকুর !

বিভাকর। আবার ঠাকুরকে ডাকছ কেন ?

চিত্রা। ব'লে যাই !

বিভাকর। কি ব'লবে ?

(ঠাকুরের পুনঃ প্রবেশ)

চিত্রা। দেখ ঠাকুর, আমরা চ'লে যাচ্ছি !

ঠাকুর। সে কি ! চিংড়ির কচুরি ?

চিত্রা। থাক্—দরকার নেই !

ঠাকুর। আমি ঘি চাপিয়ে এসেছি!

চিত্রা। গিয়ে নামিয়ে রাখ। বিভাকরবাবু এখনি আমায় নিয়ে 'ইলোপ' ক'রবেন।

ঠাকুর। তা—কর্ত্তাবাবু, মাঠাকরুণ বাড়ী আসুন!

চিত্রা। সে হয় না। তাঁরা এলে তাঁদের ব'লো—বিভাকরবাবু দিদিমণিকে নিয়ে 'ইলোপ' ক'রেছে!

ঠাকুর। দু'খানা কচুরি খেয়ে যান। আমি এখুনি—

চিত্রা। না!—শুভ মুহূর্ত্ত ব'য়ে যাচ্ছে। আজ যদি কচুরির লোভে আর তিন মিনিটও দেরি করি,—কি হবে, কেউ ব'লতে পারে না! তুমি যাও, বাবা-মাকে ব'লে,—তাঁদের বুদ্ধির দোষে এই 'ইলোপমেণ্ট'! This is rather a protest against bad guardianship—তুমি যাও!

ঠাকুর। আচ্ছা; এই যে—মা! যাক্—বাঁচা গেল।

কুসুম। (দ্বারের কাছে নেপথ্যে) কি ঠাকুর!

ঠাকুর। বাবু দিদিমণিকে নিয়ে 'ইলোপ' ...

(কুসুমকামিনীর প্রবেশ)

কুসুম। বিভাকর!

বিভাকর। আজ্ঞে!

কুসুম। 'ইলোপমেণ্ট' সম্বন্ধে কি কথা হ'চ্ছিল?

বিভাকর। চিট্রা ব'ল্ছিল—আপনাদের guardianship-এর বিরুদ্ধে protest ক'রবে!

কুসুম। ব'লেছিস্ ওকথা?

চিত্রা। হ্যাঁ—ব'লেছি, কেন ব'লবো না!

কুসুম। Do you mean to suggest—I am a tyrarnical mother ?

চিত্রা। You are a careless mother!

কুসুম। ব'লতে পারলি ?

চিত্রা। কেন ব'লবো না ? তুমি জান ?—আমি কি করি, কোথায় যাই ? নিজে তো সিনেমা দেখে আর সভাসমিতি ক'রে বেড়াও, তারপর বেলা ন'টা পর্য্যন্ত ঘুমোও !

কুসুম। রাত আড়াইটা পর্য্যন্ত জেগে যে প্রবন্ধ লিখি, তার খবর রাখিস তুই !

চিত্রা। কে প্রবন্ধ লিখতে বলে তোমায় ? তোমার প্রবন্ধ কেউ পড়ে না,—যত সব absurd theory ! তুমি নিজের তৈরি হাওয়ার ঘরে বাস কর।

কুসুম। তুই থাম্! (বিভাকরের প্রতি) 'ইলোপমেণ্ট' সম্বন্ধে কি কথা হ'চ্ছিল ?

বিভাকর। 'সায়েন্টিফিক ইলোপমেণ্ট' সম্বন্ধে 'আমেরিকান ম্যাগাজিনে' একটা 'থিসিস' বেরিয়েছে, সেইটি সম্বন্ধে আমার আর চিট্রার মধ্যে একটা academical discussion হ'চ্ছিল !

কুসুম। সায়েন্টিফিক্ ইলোপমেণ্ট ?

বিভাকর। হ্যাঁ—খুব ভাল 'থিসিস' !

কুসুম। বুঝেছি ! তোমার বালিগঞ্জে বাড়ী আছে ?

বিভাকর। না—আমরা নারকেলডাঙ্গায় থাকি !

কুসুম। চিত্রাকে ব'লেছিলে—বালিগঞ্জে বাড়ী আছে ?

বিভাকর। ও একটা চাল দিয়েছিলেম !

কুসুম। তুমি কলেজে পড় তো ? না—ওটাও তোমার চাল ?

বিভাকর। না, ওটা চাল নয়—সত্যি পড়ি।

কুসুম। কি পড়?

বিভাকর। এম-এ—ইংলিশে!

কুসুম। শেক্সপীয়ার প'ড়েছ নিশ্চয়!

বিভাকর। প'ড়েছি—কেন?

কুসুম। (একখানি 'ম্যাকবেথ' লইয়া) এখান থেকে চারটে 'লাইন' পড় দেখি! এই যে,

"If it were done, when 'tis done,—"

Explain,—both in Bengali and English and point out grammatical peculiarities, if any!

বিভাকর। (বই হাতে চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিল)

চিত্রা। (জনান্তিকে) যা খুশি তাই বল না? মা কিছু বুঝতে পারবে না—'সেকেণ্ড ক্লাস' পর্য্যন্ত প'ড়েছিল!

কুসুম। (চিত্রার প্রতি) বটে?—'সেকেণ্ড ক্লাস' পর্য্যন্ত প'ড়েছিলাম! (বিভাকরের প্রতি) Go on—young man!

বিভাকর। আপনার কাছে আমি পরীক্ষা দেব না!

কুসুম। তুমি পরীক্ষা দিতে বাধ্য! যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব, সে লেখাপড়া জানে কি-না দেখব না?

চিত্রা। (জনান্তিকে) মাইরি—মানে বল! নইলে সত্যি, মা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে না!

বিভাকর। (জনান্তিকে) আমি পরীক্ষা দিয়ে বিয়ে ক'রতে চাইনে!

চিত্রা। (জনান্তিকে) দোষ কি? শ্রীরামচন্দ্র 'ধনুর্ভঙ্গ' পরীক্ষা দেননি? অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করেন নি?

কুসুম। একে, তোমার বালিগঞ্জে বাড়ী নেই—তার উপর, তুমি যদি 'ম্যাকবেথে'র মানে ব'লতে না পারো,—আমি কোন্ ভরসায় তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিই ?

বিভাকর। আমার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না—আমি চ'লে যাচ্ছি !

কুসুম। এখন আর তা হয় না !

চিত্রা। (জনান্তিকে) এই বুঝি তুমি আমায় ভালবাস !

বিভাকর। (জনান্তিকে) তাই ব'লে স্কুলের ছেলের মত মানে ব'লতে হবে নাকি ?

চিত্রা। (জনান্তিকে) তুমি স্কুলের ছেলে ছাড়া আর কি ?

বিভাকর। (জনান্তিকে) মুস্কিলে ফেললে ! না—হ'তেই পারে না। আমি 'রিভোল্ট' ক'রছি !

চিত্রা। (জানলার ফাঁকে পথের দিকে তাকাইয়া) মা, বাবা আর রঞ্জনবাবু গাড়ী থেকে নামলেন।

কুসুম। 'রঞ্জনবাবু' ?—রঞ্জনবাবু আবার কে ?

চিত্রা। সেই যে—একটি ছেলে—

(ভূধর ও রঞ্জন প্রবেশ করিলেন)

ভূধর। এস রঞ্জন, এস—বস ! তোমরা অন্য ঘরে যাও।

কুসুম। এই ছেলেটিকে দেখ !

ভূধর। দু-একবার দেখেছি। চিত্রার সঙ্গে জানাশোনা আছে বোধ হয় !

কুসুম। হাঁ্যা,—তোমার মেয়েকে বিয়ে ক'রতে চায় !

ভূধর। বেশ তো—ক'রুক না !

কুসুম। ঢালা হুকুম দিয়ে দিলে?

ভূধর। কি ক'রবো? আমার অমত নেই, জানিয়ে দিলুম।

কুসুম। বিয়ে দেওয়া যায় কি-না—খোঁজ নিয়ে দেখবে না?

ভূধর। সেটা তোমরা দেখ। অন্য ঘরে গিয়ে আলোচনা কর। (বিভাকরের প্রতি) তোমার বাপের মতামত দরকার হবে?

বিভাকর। হ্যাঁ—হবে; বাড়ি গিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দেব। আমি আসি তাহ'ল?

চিত্রা। (জনান্তিকে) চিংড়ি মাছের কচুরি না খেয়ে যেও না। আমার মাথা খাও—এস!

বিভাকর। (জনান্তিকে) আচ্ছা,—আজ আপন কোর্টে পেয়ে সবাই জব্দ ক'রছ! এর শোধ তুলবো—আগে খাল পার নিয়ে যাই!

চিত্রা। (জনান্তিকে) আচ্ছা! দশ মিনিট আগে এলে আর এ ভোগ ভুগতে হ'তো না!

বিভাকর। (জনান্তিকে) ওঃ—ট্রেনটা এতক্ষণ 'পানাগড়' ছাড়িয়ে গেল!

কুসুম। চিত্রা! বিভাকরকে সঙ্গে নিয়ে পাশের হলঘরে ব'স,—আমি এক মিনিটে যাচ্ছি!

[চিত্রা ও বিভাকরের প্রস্থান

কুসুম। দিনরাত কি পরামর্শ হ'চ্ছে শুনি!

ভূধর। শুনবে, শুনবে! ক্রমে সবই শুনবে—গোপন রাখা যাবে না!

কুসুম। ও সব কথা যাক;—বালিগঞ্জে বাড়ীর কি হল?

ভূধর। ভিত গাড়া হচ্ছে!

কুসুম। 'প্ল্যান' 'স্যাংশন' হ'য়েছে?

ভূধর। ওর জন্যে কি আর আটকাবে? তুমি যাও—ও ছোকরার

সঙ্গে চিত্রার বিয়েটা ঠিক ক'রে ফেল। চিত্রার বিয়ে দেব. বালিগঞ্জে বাড়ী ক'রবো,—তুমি ভাবছো কেন, সব এক সঙ্গে হবে!

কুসুম। ওকে মেয়ে দেবে?

ভূধর। কেন—দোষ কি? দেখতে শুনতে মন্দ নয়—and they seem to love each other, I see.

কুসুম। বালিগঞ্জে বাড়ী নেই—নারকেলডাঙ্গায় থাকে।

ভূধর। একটা 'ক্লজ' ক'রে নিলে হবে। ছ'মাসের ভিতর বালিগঞ্জে বাড়ী করা চাই!

কুসুম। তুমি সব ব্যাপার এত lightly নেও—তোমার সঙ্গে সাংসারিক কথা বলাই ঝকমারি! এ কি এটর্ণি বাড়ীর কণ্ট্রাক্ট, যে 'ক্লজ' করবে?

ভূধর। সে হবে হবে—এমাসে তো হ'চ্ছে না? এদিককার কাজ বড় জরুরি!

কুসুম। কি?—জেলে যাবার ব্যবস্থা হ'য়েছে নাকি?

ভূধর। তা ঈশ্বরের ইচ্ছে, জেলের উপর ক্লাসেও হতে পারে!

কুসুম। দ্বীপান্তর?

ভূধর। আরো এক ক্লাস!

কুসুম। (ভয় পাইয়া) বল কি? এমন কাজ তুমি কি ক'রেছ?

ভূধর। ভাল ভাল কাজ, কিছু কিঞ্চিৎ করা হ'য়েছে বই-কি!

কুসুম। খুনজখমও ক'রেছ নাকি?

ভূধর। হয়তো করিনি, দরকার হ'লে চালাতে হবে!

কুসুম। তা আমার মাথা খেতে, এসব কাজে তোমায় কে যেতে ব'লেছিল?

ভূধর। বলোন কেউ, নিজের ইচ্ছায় যেতে হ'য়েছে!

কুসুম। কেন?

ভূধর। বালিগঞ্জে বাড়ী হবে বলে। আমায় দোষ দিতে পারবে না, প্রাণপণ চেষ্টা ক'রছি!

কুসুম। তুমি থাম, তোমার ও রসিকতা আমার ভাল লাগছে না! (রঞ্জনের প্রতি) হ্যাঁ বাবা, যা ব'লছেন, তা সত্যি?

রঞ্জন। আমায় ব'লছেন?

কুসুম। হ্যাঁ!

রঞ্জন। ভয় পাবার কিছু নেই, তবে একটু complication হ'য়েছে বই-কি!

ভূধর। তুমি ওদিকে যাও, দেখ, আবার ছেলেটি না পালায়!

কুসুম। তা যাচ্ছি, তুমি আবার হঠাৎ যেন কোথাও বেরিও না। আমি সব কথা শুনবো। ছেলেটা পর্য্যন্ত বাড়ী নেই এসময় —একা আমি কোন্ দিকে যাই? যে দিকে না দেখবো, সেই দিকেই গণ্ডগোল! [কুসুমের প্রস্থান

ভূধর। এইবার তোমার খবর কি বল?

রঞ্জন। পিস্তল থানায় জমা দেয়নি!

ভূধর। হঠাৎ জমা দেবে না, সে আমি জানি। লোকটার উদ্দেশ্য কি?

রঞ্জন। গোয়েন্দা ব'লেই মনে হয়।

ভূধর। কে গোয়েন্দা লাগাবে?

রঞ্জন। আমার মনে হ'চ্ছে—যাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেল, সেই নির্ঝরিণী দাসের বাবা ওকে appoint ক'রেছে!

ভূধর। তাই কি! সুনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে মনে হয়?

রঞ্জন। সেদিনের আগে সুনীতি দেবীর বাড়ীতে আর কখনো দেখিনি।

ভূধর। সুনীতির সঙ্গে এর মধ্যে তোমার দেখা হ'য়েছে ?

রঞ্জন। আজ গিয়েছিলাম—দেখা হয়নি!

ভূধর। বিপাশা একা ঘরে ছিল ?

রঞ্জন। বাড়ীওয়ালার ছোট মেয়ে ব'সেছিল—তাকে ছবি দেখাচ্ছিল!

ভূধর। সুনীতি কোথায় গেছে ব'লে ?

রঞ্জন। কে নাকি 'ফোন' ক'ল্লে—সেই 'ফোন পেয়ে চ'লে গেছে।

ভূধর। আমার বাড়ীর ঠিকানা কেমন ক'রে জানলো—সুনীতি যদি না ব'লে থাকে ?

রঞ্জন। এ পর্য্যন্ত সুনীতি দেবী এমন কোন কাজ করেন নি!

ভূধর। না!

রঞ্জন। নিশ্চয় গুপ্ত শত্রু কেউ আছে—সেই-ই স্মরজিৎবাবুকে পাঠিয়েছে।

ভূধর। স্মরজিৎকে ধ'রতে হবে—at any cost! রমজানকে খবর দেও—case is serious!

রঞ্জন। কিন্তু স্মরজিৎবাবুর ঠিকানা কোথায় পাওয়া যাবে ?

ভূধর। কৌশলে জানতে হবে। আমার বিশ্বাস, সুনীতি জানে। তুমি এখনি চ'লে যাও—এই তোমার একমাত্র কাজ!

রঞ্জন। বিপাশা সম্বন্ধে কি ক'রবেন ?

ভূধর। আরও দুই-এক দিন সুনীতির কাছে থাক;—আশ্রমে একটা 'প্যানিক' হ'য়েছে!

রঞ্জন। কিন্তু ওখানে আর বেশিদিন রাখা ঠিক নয়,—একে গেরস্ত বাড়ী, সুনীতি দেবীর সঙ্গে ওঁদের ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি—তার উপর,

বিপাশা মেয়েটি বড় সরল—দিনরাত গল্পগুজব করে। সত্যি ব্যাপার প্রকাশ হ'তে পারে!

ভূধর। She loves you?

রঞ্জন। আমার উপর সেই রকম instruction ছিল—to fall in love with her!

(দরজার কাছে কুমুদ আসিল)

কুমুদ। (নেপথ্যে) ওরে—নীলমণি! নীচে গাড়ীর মাথায় ঝুঁড়ি তরকারী, আর একজোড়া খেজুরে গুড় আছে—নামিয়ে নিয়ে আয়!

(কুমুদের প্রবেশ)

ভূধর। দেশ থেকে গুড়-তরকারি নিয়ে এলি বুঝি?

কুমুদ। হ্যাঁ!—তুমি পঁচিশ টাকা দিয়েছিলে, ক'লকাতার বাজারে পঞ্চাশ টাকায় বেচেছি,—ওগুলো উপরি পাওনা!

ভূধর। বটে! তুই টাকা রোজগার ক'রতে শিখেছিস—চাকরি না ক'রে!

কুমুদ। এই নাও, তোমার পঁচিশ টাকা! সেদিন ধার নিয়েছিলাম, শোধ দিলাম! আমি বুঝে নিয়েছি!

ভূধর। এ কি গায়ে দিয়েছিস্? তোর পাঞ্জাবি কি হ'ল?

কুমুদ। তুমি ঠিক ব'লেছিলে বাবা, পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে দোকানদারী করা যায় না। আমি ব্যবসা ক'রবো,—I shall be a self-made man!

ভূধর। সে দিন যে 'লভে' পড়েছিলি, তার কি ব'ল?

কুমুদ। সে সব—এখন নয়। আগে লাখ টাকা রোজগার করি, তারপর। না পাল্লে—বিয়েই ক'রবো না!

ভূধর। তুই এ সব কথা সত্যি ব'লছিস ?

কুমুদ। হ্যাঁ—সব সত্যি!

ভূধর। রঞ্জন, তুমি আর দেরি ক'রো না।—জরুরি খবর থাকলে 'ফোন' ক'রো!

রঞ্জন। আচ্ছা! [রঞ্জনের প্রস্থান

কুমুদ। কাল থেকে কদমছাঁট ক'রে চুল কাটবো। দেশের বাড়ীতে গিয়ে বাগান তৈরি ক'রবো।

ভূধর। তুই একদিনে পঁচিশ টাকা রোজগার ক'রেছিস ? বলিস কি! আর আমি যে তোর মাসে পঁচিশ টাকা মাইনের জন্যে না ধরেছি, এমন পরিচিত বন্ধু আমার নেই!

কুমুদ। দু'মাস পরে তাদের নেমন্তন্ন ক'রো—খাওয়ানোর খরচা আমি দেবো! মা কোথায় ?—সিনেমা দেখতে গেছে ?

ভূধর। (কিছুক্ষণ পরে) না—চিত্রার সঙ্গে হলঘরে ব'সে আছে। যা—দেখা ক'রগে!

কুমুদ। বিভাকর ছোঁড়াটা এসেছে ?

ভূধর। কি জানি ?—ক'র নাম বিভাকর, আমি জানিনে!

কুমুদ। ওই যে—চিত্রাকে বিয়ে ক'রতে চায় ? ছেলেটা মন্দ নয়, বড় ফ'চ্‌কে—এই যা! বাপ বিলেত পাঠাবে ব'লেছিল—সে সব মিছে কথা; মার্চেণ্ট অফিসে চাকরি ক'রে আবার ছেলেকে বিলেত পাঠাবেন!—সে সব কিছু না! চাকরি না হয়, আমি আমার কারবারে টেনে নেব!

ভূধর। তোর এতখানি বিশ্বাস হ'য়েছে ?

কুমুদ। আমার চোখ খুলে গেছে বাবা! পরিশ্রম—'লেবার', 'লেবার'ই

সব—টাকাটা উপলক্ষ্য। সামান্য কিছু কাছে থাকলে মনের জোর বাড়ে;—এইজন্যেই লোক টাকা টাকা করে! দরকার—মনের জোর আর পরিশ্রম! গাঁয়ের চাষী ক্ষেতোয়ালরা ব'লেছে—আমি যত তরিতরকারি আর ফলমূল কিনতে চাইব, তারা আমায় দেবে। তারা খুব ভাললোক! আমার সঙ্গে বড্ড ভাব হ'য়েছে—আমায় 'পাগলা ঠাকুর' বলে!

(কুসুমকামিনীর প্রবেশ)

কুসুম। তোমার ছেলের কাণ্ড দেখেছ তো? রোজগেরে ছেলে—রোজগার ক'রে এসেছেন!

ভূধর। এইবার যত্ন ক'রে ঘি-দুধ খাওয়াও—বিয়ের যোগাড় দেখ!

কুমুদ। তাহ'লে শোননি সব কথা?—গরুর গাড়ী থেকে মাথায় ক'রে তরকারীর ঝুঁড়ি নামিয়েছে। ফতুয়া গায়ে দিয়ে মাথায় গামছা বেঁধে তরকারী বেচেছে। "মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স লিমিটেড" ক'রবে ভেবেছিলে না? আমাদের নাম ডোবাবে হতভাগা! এরপর বালিগঞ্জে বাড়ী করার আর কোন মানেই হয় না!

ভূধর। তাহ'লে শালখেই থাকতে হয়—কি বল?

কুসুম। তোমার আর কি?—"একে পায়, আরে চায়।" (কুমুদের প্রতি) একবার তো বি. এ. ফেল ক'রে ঢলিয়েছ! ছোট বোনটা অনায়াসে বি এ. পাশ ক'রলে, আর তুই হতভাগা—তিন-তিন বার বি.এ. ফেল ক'রলি?—তাও কি না ইংলিশে!—বাঙলায় হ'লেও বা লোকের কাছে বলা যেতো! এইবার আলুওয়ালা পটোলওয়ালা হ'য়েছে—নিজের ছেলে ব'লে পরিচয় দেবার উপায় রইল না! এর চেয়ে তুই নন-কো-অপারেশান ক'রে জেলে গেলি না কেন?

অন্তত কর্পোরেশানে চাকরি পেতিস! নাঃ, disappointing—most disappointing! যেমন ছেলে—তেমনি মেয়ে; মেয়ে বেছে বেছে 'লভে' প'লেন একটা হাড়-গরীবের সঙ্গে,—বালিগঞ্জে একখানা বাড়ী নেই! এর উপর, তুমি আবার কি সর্ব্বনাশ ক'রে ব'সবে তাই বা কে জানে?

ভূধর। আমি যা ক'রবো, সে সব্বার উপর—কিছু ভেবো না!

কুসুম। সে আমি জানি! আজ পাঁচ বছর ধ'রে আমায় গোপন করা হ'চ্ছে! সুনীতি সুনীতি, দিনরাত সুনীতি অমন মেয়ে আর হয় না! যে দিন থেকে ওই ছুঁড়ি যাওয়া-আসা ক'রছে আমি তখন থেকেই জানি। উনি আবার কুমারী!

কুমুদ। মা, তুমি বড় পরচর্চ্চা কর! কুমারী হ'ক, সধবা হ'ক, বিধবা হ'ক, আমাদের ওসব আলোচনার দরকার কি?

কুসুম। শুনলে? ছেলের কথা শুনলে! আমি যদি আলোচনা করি, তোর তাতে কি? সে লেখাপড়া-জানা ধড়িবাজ মেয়ে! "স্টেস্‌ম্যানে" "অমৃতবাজারে" আর্টিকেল পাঠায়—তোর মত বি. এ. ফেল করা মুখ্যুকে সে বিয়ে ক'রবে না। বুঝ্‌লি?

কুমুদ। আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তুমি বেঁচে থাকতে কাউকে বিয়ে ক'রে ঘরে আনবো না! নইলে, দেখিয়ে দিতুম কেমন বিয়ে না করে! লেখাপড়া আমিও জানি, প্রবন্ধলেখা is not the only test of লেখাপড়া জানা!

(নিঃশব্দে স্মরজিৎ প্রবেশ করিল)

ভূধর। কে ?

স্মরজিৎ। আমুন

ভূধর। কোথায়?

স্মরজিৎ। আমার ওখানে; আপনাকে নিতে এসেছি!

ভূধর। কি দরকার?

স্মরজিৎ। গেলেই বুঝতে পারবেন। মনে ক'রেছিলুম, আপনিই আমার খোঁজ ক'রবেন!

ভূধর। তুমি প্রাণের ভয় কর না!

স্মরজিৎ। আপনি তো জানেন, নিজের চোখে দেখেছেন!

ভূধর। চল। (উঠিলেন)

কুমুদ। (স্মরজিতের প্রতি) তুমি কে?

কুসুম। (স্মরজিতের প্রতি) তুমি কে?

স্মরজিৎ। বাড়ীর কর্ত্তা আমায় জানেন, ফিরে এলে ওঁকেই জিজ্ঞাসা ক'রবেন! কথাটা পাঁচকান হওয়া ঠিক নয়।

ভূধর। কোথায় যেতে হবে?

স্মরজিৎ। আপনার সাঙাতের কাছে! কোথায় তিনি?

ভূধর। সব খবরই পেয়েছ দেখছি! চল।

(পিছন হইতে রঞ্জন ও রমজান সহসা প্রবেশ করিয়া বজ্রমুষ্টিতে স্মরজিৎকে ধরিয়া ফেলিল। চিত্রা ও তৎপশ্চাৎ বিভাকরের প্রবেশ)

চিত্রা। বাবা, মা, এসব কি? বাড়ীর ভিতর কারা এল!

[ইতিমধ্যে স্মরজিতের পকেট 'সার্চ্চ' করিয়া রঞ্জন পিস্তল বাহির করিল। স্মরজিৎ এক ধাক্কায় রমজানের হাত ছাড়াইয়া রঞ্জনের হাত হইতে পিস্তলটি কাড়িয়া লইল]

স্মরজিৎ! অত সহজে নয়, রঞ্জনবাবু! **আমায় ধ'রবার আগে অন্তত একজনকেও ম'রতে হবে! Now, ব'লে দিন মিস্টার মুখার্জি, who is going to be the first victim?**

কুমুদ। বাবা, তুমি গুণ্ডামি কর! এই সব লোক তোমার অনুচর?

স্মরজিৎ। আরো অনেক কিছু করেন, আপনারা সব জানেন না! (কুসুমের প্রতি) আপনিই বোধ করি, মিসেস্ মুখার্জি?

কুসুম। হ্যাঁ, আমি!

স্মরজিৎ। কি ক'রবো ব'লুন? পুলিশে খবর দেব?

কুসুম। উনি কি ক'রেছেন?

স্মরজিৎ। আপনি সত্যই কিছু জানেন না!

কুসুম। না!

স্মরজিৎ। আপনার স্বামীর জীবন নির্ভর ক'রছে আমার দয়ার উপর। বলুন—কি ক'রবো?

কুসুম। আপনি আমার কথা শুনবেন?

স্মরজিৎ। এই আপনার ছেলে? এই মেয়ে? আর, এই ছেলেটিকে আপনার মেয়ে ভালবাসে? শীগগির বিয়ে হবে?

কুসুম। হ্যাঁ!

স্মরজিৎ। মিস্টার মুখার্জি! এদের সবাইকে বাইরে যেতে বলুন। আপনি আর আমি থাকবো! (রঞ্জনের প্রতি) রঞ্জনবাবু, আমার পিছনে গুণ্ডা লাগাবেন না, তাতে আপনাদের ভাল হবে না।

ভূধর। তোমরা চলে যাও। [সকলে একে একে চলিয়া গেল

কুসুম। আমিও যাব?

স্মরজিৎ। হ্যাঁ—একটু অন্য ঘরেই থাকুন।

কুসুম। আপনার হাতে পিস্তলটা রইল!

স্মরজিৎ। তা থাক্ না—আমার মাথা খুব ঠাণ্ডা, সহজে অস্ত্র ব্যবহার করিনে—ভয় নেই! [কুসুমকামিনী চলিয়া গেলেন

ভূধর। তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি তোমায় ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না!

স্মরজিৎ। আপনার সংসার দেখে আপনার উপর মায়া হ'ল! মোকদ্দমা বাধলে কে কোথায় যাবে—কিছু ঠিক নেই! টাকা অবিশ্যি আপনার আছে—কিন্তু এখনো তো ভাগ হয়নি? টাকাটা হাতে এলে বড় জোর প্রাণে বাঁচবেন—ছেলে, মেয়ে, স্ত্রীর অশেষ দুর্গতি!

ভূধর। তুমি কি চাও?—সেই টাকার কিছু অংশ?

স্মরজিৎ। তার চেয়েও বেশি!

ভূধর। কি?

স্মরজিৎ। আপনার এই দলটি ভাঙ্গতে চাই—পুলিশের সাহায্য না নিয়ে!

ভূধর। বিলম্ব হ'তে পারে।

স্মরজিৎ। বেশি বিলম্ব হবার কথা নয় তো!

ভূধর। সে সব তর্কের কথা—it depends ... আপাততঃ কি চাও?

স্মরজিৎ। উৎপলা কোথায়?

ভূধর। উৎপলা!

স্মরজিৎ। কোথায় রেখেছেন?

ভূধর। উৎপলা ব'লে কোন মেয়েকে আমি চিনিনে।

স্মরজিৎ। মিথ্যে কথা ব'লে কোন লাভ আছে?

ভূধর। আমার আড্ডা তো তুমি জানো? নিজে খুঁজে দেখ। আমি সত্যি ব'লছি, আমার জীবনে আমি উৎপলা ব'লে কোন মেয়ের দেখা পাইনি; আজও ...

স্মরজিৎ। আচ্ছা, আমি খোঁজ নিচ্ছি! এই 'বিজনেসে' আপনার যিনি 'পার্টনার'—তাঁর নাম কি?

ভূধর। ব'লতে পারবো না।

স্মরজিৎ। পুলিশেও ব'লবেন না ?

ভূধর। আদালতেও না, জেলে দিলেও না—মেরে ফেললেও না!

স্মরজিৎ। ভাল! বাড়ীতে থাকবেন, 'ফোন' ক'রতে পারি!

ভূধর। (একখানা কাগজে লিখিলেন) এই নাও ঠিকানা ; সেদিন গাড়ীতে গিয়েছিলে—পথ মনে নেই বোধ হয়!

স্মরজিৎ। ধন্যবাদ! [স্মরজিতের প্রস্থান

(কুসুমকামিনীর প্রবেশ)

কুসুম। চ'লে গেছে ?

ভূধর। হ্যাঁ!

কুসুম। তুমি এই ক'রে টাকা রোজগার কর ?

ভূধর। কি ক'রে ?

কুসুম। বুঝে নিয়েছি। আর আমার বালিগঞ্জের বাড়ীতে কাজ নেই! চল, ক'লকাতা ছেড়ে চল—দেশের বাড়ীতে গিয়ে চাষবাস ক'রবে।

ভূধর। তুমি যে এক হুমকিতে কাৎ হ'লে!

কুসুম। গুলি তো ক'রেছিল—শুধু আমার খাতিরে ছেড়ে দিলে!

ভূধর। গুলি ক'রবে কি ? গুলি!—গুলি অমনি ক'রলেই হ'ল! ক'ন টানলে মাথা আসে না ?

কুসুম! তুমি কি ক'রেছ ?—আমায় সত্যি ক'রে ব'লবে ?

ভূধর। কি ক'রবো ? Twentieth century, কলকাতার শহর—কত ফিকিরে টাকা উপার্জ্জন হয়—তুমি তার কি বুঝবে! তোমরা তো শুধু খরচ ক'রতেই জান! কিছু ভেবো না। বালিগঞ্জে বাড়ী ক'রবো—তবে ম'রবো!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(সুরেন্দ্রনারায়ণের বাড়ী—জয়ন্তী সুনীতিকে লইয়া ঘরের ভিতর আসিলেন)

জয়ন্তী। এস মা—এস, বস! তবু ভাল—তুমি আমার কথা রেখেছ!

সুনীতি। আপনার মেয়েকে আজও পাওয়া যায়নি ?

জয়ন্তী। তোমার মা নেই, বাপ নেই, স্বামী নেই—কেউ নেই ?

সুনীতি। না—কেউ নেই!

জয়ন্তী। (অনেকক্ষণ মুখের দিকে চাহিয়া) এ মুখ আমার জানা! তোমায় দেখে মনে হ'চ্ছে—আমি তোমায় চিনি!

সুনীতি। কেমন ক'রে চিনবেন ? আমার জ্ঞান হওয়া অবধি—আমি এই ক'লকাতা শহরে বস্তীতে বাস ক'রেছি, আমার আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী—কেউ ছিল না!

জয়ন্তী। তোমার বাবা ?

সুনীতি। আগে চাকরি ক'রতেন—'রিডাক্সনে' চাকরি যায়! আমার আরও ছু'ভাই, এক বোন ছিল—তারা আমার বড়।

জয়ন্তী। তারা আছে ?

সুনীতি। না—সবাই মারা গেছে! খুব বেশি দিনের কথা নয়, আমার বেশ মনে আছে। বারো বছর আগে যে বস্তীতে আমরা থাকতাম, সেখানে 'স্মল পক্সে'র 'এপিডেমিক' হয়—বাবা আর আমি বাঁচি, আমাদের হয় নি!

জয়ন্তী। ছু'ভাই, এক বোন—সবই মারা গেল ?

সুনীতি। হ্যাঁ—! একজন ভোরে, একজন সন্ধ্যায়—একই দিনে; আর

একজন তার তুদিন পরে,—পোড়াবার মানুষ পাওয়া যায় না ; সেবার ক'লকাতায় অনেক লোক ম'রেছিল। আমি মড়া পোড়াতে যাই—আমার দাদার মৃতদেহ !

জয়ন্তী। আহা—বাছারে ! তোমার উপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাপট: গেছে ! তোমার বাবা মারা যান কতদিন আগে ?

সুনীতি। তু'বছর আগে—আমার বয়স তখন সতেরো।

জয়ন্তী। তিনি কিসে মারা যান ?

সুনীতি। পর পর শোক পেয়ে, আর অর্থের অভাবে—বড় কষ্ট পেয়েছেন; মাথা ঠিক ছিল না। ছেলে প'ড়িয়ে আট দশ টাকা পেতেন, আমাদের তু'জনের কায়ক্লেশে চ'লতো। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে 'ডবল নিউমোনিয়া' হয়। ডাক্তার ডাকবার সঙ্গতি ছিল না ; পথ্যও জোটাতে পারিনি !

জয়ন্তী। বেশি বয়স হ'য়েছিল ? মনে তো হয় না—

সুনীতি। বয়স হয় তো বেশি হয় নি, তবে বুড়ো হ'য়ে প'ড়েছিলেন ! মানুষের জীবন বড় আশ্চর্য্য ! কখন কিভাবে চলে—কেউ জানে না !

জয়ন্তী। এখন তুমি কোথায়,—কিভাবে থাক মা ?

সুনীতি। এক গেরস্তোর বাড়ীতে নীচের তলায় তু'খানি ঘর ভাড়া ক'রে আছি।

জয়ন্তী। আমাদের বাড়ীতে থাক না কেন মা ! তোমায় বড় ভাল লাগে, তোমার কথাগুলি বড় মিষ্টি !

সুনীতি। সে বাড়ীর বউটির সঙ্গে বড় ভাব—অত্যন্ত ভাল মেয়ে ! সে আমায় ছাড়তে চায় না।

জয়ন্তী। তুমি নিজে ভাল, তাই সবাই তোমায় ভালবাসে! ... রাজার বাড়ীর মত বাড়ী, মানুষজন নেই, দুটি প্রাণী থাকি—মন খাঁ খাঁ করে। চল, তোমায় বাড়ীটে দেখিয়ে আনি।

সুনীতি। চলুন, আমারও বড় প্রাণ কেমন ক'চ্ছে—ঘরে থাকতে পাল্লেম না।

(উত্তেজিত স্মরজিতের প্রবেশ)

স্মরজিৎ। সুরেনবাবু—সুরেনবাবু আছেন? এ কি সুনীতি, তুমি এখানে? তোমার বাড়ীতে তোমায় পাইনি!

সুনীতি। মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছি!

স্মরজিৎ। তোমার মা! তুমি তো ব'লেছিলে—সংসারে তোমার কেউ নেই?

সুনীতি। সেদিন মা তোমার হোটেলে তোমার সামনে তোমায় আমায় নিমন্ত্রণ করেন নি?

স্মরজিৎ। (জয়ন্তীর প্রতি) সুরেনবাবু বাড়ী আছেন?

জয়ন্তী। হ্যাঁ—আছেন।

স্মরজিৎ। কি ক'রছেন?

জয়ন্তী। তাঁর নিজের পড়ার ঘরে পড়াশুনো ক'চ্ছেন।

স্মরজিৎ। এই ঘরে ডেকে দিন! সুনীতি, তুমি চ'লে যেও না—তোমায় দরকার আছে!

সুনীতি। কি দরকার?

স্মরজিৎ। এখন ব'লতে পারছিনে। সুরেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রতে চাই। ডেকে দিন তাঁকে!

[জয়ন্তী ও সুনীতি চলিয়া গেলেন

স্মরজিৎ। ('ফোন' ধরিয়া) Hallo! Howrah—3217 ··· Yes ··· কে আপনি?—ভূধরবাবুর স্ত্রী? নমস্কার—ভূধবাবুকে চাই! বাড়ী আছেন? 'ফোনে' আসতে ব'লুন!

(সুরেন্দ্রনারায়ণ প্রবেশ করিলেন)

সুরেন্দ্র। খবর কি স্মরজিৎবাবু! সন্ধান পেলেন?

স্মরজিৎ। ব'লছি—বসুন! ('ফোনে') মিস্টার মুখার্জ্জি! একবার কষ্ট ক'রে বাগবাজারে নেবু বাগান লেনে আসতে হবে। বাড়ীটে চেনেন কি? ··· চেনেন না? নম্বরটা টুকে নিন—52/3/7D. আসতে হবে—You must! এলে আপনার উপকার, না এলে সমূহ ক্ষতি! আধ ঘণ্টার মধ্যে আসা চাই ···

(ফোন ছাড়িয়া দিলেন

সুরেন্দ্র। ব্যাপার কি! আপনাকে উত্তেজিত মনে হ'চ্ছে!

স্মরজিৎ। না—উত্তেজিত হইনি! আপনার শরীর ভাল আছে?

সুরেন্দ্র। মন্দ কি? তবে, স্ত্রীকে নিয়ে বড়ই মুস্কিলে প'ড়েছি—বেচারা কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না!

স্মরজিৎ। আপনি তো বেশ শান্তিতে আছেন!

সুরেন্দ্র। আমি পুরুষ মানুষ—মনের উপর 'কন্ট্রোল' আছে; এও একরকম যোগ! যৌবনে শ্যামাকান্ত বাবুর সাকৃরেদি ক'রেছিলাম—বুঝেছেন? বিখ্যাত ব্যায়ামবীর সেই শ্যামা-কান্তবাবু,—পরে যিনি "সোঽহং স্বামী" হন।

স্মরজিৎ। আপনারও আশ্চর্য্য মনের বল—আপনিও প্রায় "সোঽহং স্বামী" হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন!

সুরেন্দ্র। রাম—রাম! আমরা সংসারী মানুষ—বদ্ধ জীব! মহাপুরুষদের

সঙ্গে কি আর আমাদের তুলনা ক'রতে হয়! আপনি কি ব'লছেন? দিনমানে নানা রকম কাজকর্ম্মে ঘুরে বেড়াই, না হয় পড়াশুনো করি—একরকম কাটে; রাত্রে মনকে কিছুতেই বশ ক'রতে পারিনে, গীতার ব্যাখ্যা ক'রে স্ত্রীকে বোঝাই—তবু মাঝে মাঝে চোখ দিয়ে হু হু ক'রে জল পড়ে!

স্মরজিৎ। বটে—বটে! গীতার ব্যাখ্যাও করেন, আবার জলও পড়ে?

সুরেন্দ্র। আপনার কথায় একটু ব্যঙ্গের সুর শোনা যাচ্ছে,—কেন বলুন তো?

স্মরজিৎ। ব্যঙ্গের সুর? না রায়মহাশয়, আপনাকে ব্যঙ্গ করার ইচ্ছে আমার ছিল না—আপনি রঙ্গব্যঙ্গ দুইয়েরই বহু উর্দ্ধে। তবে আমার নিজের 'অ্যাটিচ্যুড' এখন খুব serious নয়। আপনাকে গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো?

সুরেন্দ্র। নিশ্চয়ই?—জিজ্ঞাসা ক'রতে পারেন বই-কি? আমি শুধু ভাবছি, আপনার এতখানি চেষ্টার ফলেও যখন উৎপলাকে পাওয়া গেল না, তখন তাকে ক'লকাতার বাইরে চালান দিয়েছে—কি মেরে ফেলেছে, সেটা আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে! আর কি করা যেতে পারে—বলুন তো?

স্মরজিৎ। যা করা যেতে পারে—এখনই আমি তাই ক'রবো!

সুরেন্দ্র। পুলিশে খবর দেবেন?

স্মরজিৎ। পুলিশে খবর দিলে তো আমার হার হ'লো! আমিও যৌবনে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য ছিলুম—কখনো বিপথগামী হই নি। এত শীগ্‌গির পরাজয় স্বীকার ক'রবো না!

সুরেন্দ্র। বহুৎ আচ্ছা! এই তো চাই? এইজন্যেই তো আপনাকে ডেকেছি

স্মরজিৎ। মিস্টার মুখার্জিকে আপনি চেনেন ?

সুরেন্দ্র। মিঃ মুখার্জি তো অনেক আছেন—পুরো নামটা বলুন ?

স্মরজিৎ। ভূধর মুখুজ্জে !

সুরেন্দ্র। আপনি যাঁকে 'ফোন' ক'রলেন এই মাত্র ?

স্মরজিৎ। হ্যাঁ—চেনেন তাঁকে ?

সুরেন্দ্র। ঠিক মনে ক'রতে পাচ্ছিনে। আসছেন তো—দেখা হ'লেই বুঝতে পারবো ! এক কাপ চা খাবেন ? আপনাকে সত্যিই একটু rundown মনে হ'চ্ছে ! ওরে সাতকড়ি—তু' কাপ চা তৈরি ক'রে আন। ক'দিন ধ'রে একই কাজে আপনার সমস্ত মনকে নিযুক্ত রেখেছেন কি-না ? একটু relaxation দরকার, নইলে ভাল অভিনিবেশ হবে না। চলুন—আপনাকে নিয়ে 'বায়োস্কোপ' দেখি আসি ; মেট্রোতে ভাল ছবি আছে—French Revolution-এর ছবি। আপনার ভাল লাগবে—"মেরী অ্যান্টিয়নেট" !—'বার্কে'র 'ফ্রেঞ্চ রিভলিউশান' প'ড়েছিলেন ? আমরা এন্. ঘোষের কাছে প'ড়েছিলাম—'ওয়াণ্ডারফুল' ! ওরকম রিডিং পড়া কখনো শুনিনি মশায়—'রিপনে' পড়াতেন 'স্তর' সুরেন্দ্রনাথ, অবিশ্যি তখনও 'স্যর' হননি—এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্। সেই "মেরী অ্যান্টিয়নেট" আমাদের যৌবনস্বপ্ন ! শুনেছি, নরমা-শিয়ারার খুব ভাল 'পার্ট' ক'রেছে—চলুন যাই !

স্মরজিৎ। না—এখন উত্তেজনার ছবি দেখবো না—I ought to maintain a cool brain.

সুরেন্দ্র। Certainly—সেইজন্যেই ব'লছিলুম! আপনার আপত্তি "ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনে"!

স্মরজিৎ। না—revolution-এ আপত্তি কিছু ছিল না; তবে এখন nonviolence হ'চ্ছে কংগ্রেস্ ক্রীড্, তাই on principle, revolution বর্জ্জন ক'রেছি। নইলে আপনাকে তো ব'লেছি—আমার প্রথম দীক্ষা—'অগ্নিমন্ত্রে'!

(সাতকড়ি চা আনিল)

সুরেন্দ্র। চা খান!

স্মরজিৎ। সাতকড়ি নীচে একটি বাবু এসে আমায় খোঁজ ক'রলে তাঁকে বরাবর উপরে নিয়ে আসবে।

সাতকড়ি। যে আজ্ঞে—হুজুর! (সাতকড়ির প্রস্থান

সুরেন্দ্র। আপনি কংগ্রেসের লোক—অহিংস! আগে জানলে আপনাকে এ কাজের ভার দিতাম না।

স্মরজিৎ। আপনি হিংসা চান্—না, কাজ চান?

সুরেন্দ্র। কাজ চাই নিশ্চয়ই! কিন্তু, সে কাজে হিংসার প্রয়োজন থাকতে পারে!

স্মরজিৎ। আমি কংগ্রেসের মেম্বার নই। শুধু, সমস্ত দেশের লোক যে কর্ম্মপদ্ধতি মেনে নিয়েছে—সে পদ্ধতি আমি অবিশ্বাস করিনে!

সুরেন্দ্র। বুঝতে পেরেছি; তিন বছর আগে যে স্মরজিৎবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, সে স্মরজিৎবাবু আপনি আর নেই!

স্মরজিৎ। কেমন ক'রে বুঝলেন?

সুরেন্দ্র। আপনার কাজের ধারা দেখে। মনে পড়ে, গোলদীঘিতে ব'সে আপনাতে আমাতে যে আলোচনা হ'য়েছিল—সে সময় কি কথা

আপনি ব'লেছিলেন? গান্ধীবাদকে আপনি কর্ম্মহীন জড়তা ব'লে বিদ্রূপ ক'রেছিলেন! আজ আপনার সুর নরম—কর্ম্মপন্থা কোমল! আপনার দ্বারা আজ আর অন্যায় অত্যাচারের প্রতীকার হওয়া সম্ভব নয়!

স্মরজিৎ। সম্ভব কি অসম্ভব এখনি তার পরখ হবে! আগে অত্যাচারী কে তা স্থির হ'ক—

সুরেন্দ্র। উৎপলার সন্ধান পেয়েছেন?

স্মরজিৎ। গত ছ'মাসের ভিতর যত মেয়ে চুরি গেছে—তার সমস্ত হিসেব-নিকেশ আমার কাছে, ইতিহাস আমার কাছে, নিশ্চয়ই তার মধ্যে কেউ না কেউ উৎপলা। প্রত্যেক মেয়েটিকে আপনি দেখবেন।

(ভূধর মুখার্জি ও কুসুমকামিনীকে লইয়া সাতকড়ির প্রবেশ ও সাতকড়ির প্রস্থান)

স্মরজিৎ। আসুন মিষ্টার মুখার্জি—আপনার স্ত্রীকেও সঙ্গে এনেছেন যে!

ভূধর। অতিরিক্ত পতিব্রতা কি-না?—সঙ্গ ছাড়তে চান না।

স্মরজিৎ। (কুসুমের প্রতি) আপনি এলেন কেন? একা ছেড়ে দিতে ভরসা হ'ল না?

কুসুম। ঠিক তা নয়। আপনাকে একটু উপদেশ দেব।

স্মরজিৎ। কি উপদেশ?

কুসুম। এঁর সামনে—ব'লবো?

সুরেন্দ্র। আমি চ'লে যাব?

স্মরজিৎ। না না—আপনি বসুন; এঁকে অবিশ্বাস ক'রবার দরকার হবে না।

কুসুম। এ বুড়োকে মেরে আপনার কি সুবিধে হবে?—শুধু শুধু খুনের দায়ি হবেন! উনি কিছু না, কিছু না—হুকুমের চাকর মাত্র!

স্মরজিৎ। আসল লোকটি কে—আপনি জানিয়ে দিন ?

কুসুম। আসল লোকটি যে কে—কেউ তা জানে না! কিংবা জানে—প্রকাশ করে না! কল টিপছেন তিনি—ইনি কলের পুতুল, হাত-পাই নাড়েন—আর পরিবারের কাছে বীরত্ব করেন!

ভূধর। বড্ড ব'লছো যে! মুখ খুলে গেছে দেখছি!

কুসুম। তুমি আর কথা ব'লো না। কালকের ছেলে—আমার ফট্‌কের বয়সী, একঘর লোকের সামনে পিস্তল নিয়ে দাঁড়াল—আর সব হতভম্ব—কাঠের পুতুল!

ভূধর। বেশ তো ছিলে ?—হঠাৎ এত মারাত্মক রকমের সতী হ'য়ে উঠলে কেন বল দেখি ? এর চেয়ে মশায়, আমায় পুলিশে দিলে একটু নিষ্কৃতি পাই!

কুসুম। ব'লতে লজ্জা ক'চ্ছে না! তোমায় পুলিশে দেবে না—একেবারে শেষ ক'রতো। কেবল আমার এয়োতের জোরে—এখনো বেঁচে আছ!

স্মরজিৎ। দেখছেন রায়মশায়—এঁরা বেশ সুখী দম্পতি! এঁদের দাম্পত্য-কলহ পরম উপভোগ্য! মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন কবে ?

কুসুম। আর মেয়ের বিয়ে বাবা! সেদিন তোমার কাণ্ড দেখে সব ভয় পেয়ে গেছে! আজ দু'দিন ছেলেটি আর আমার বাড়ীমুখো হয় না। পাড়ায় লোক জানাজানি। ঠাকুর-চাকর পর্য্যন্ত পালিয়েছে! মেয়ে কাঁদছে—ছেলে পাঁচকথা শুনিয়ে দিলে! বুড়ো মিনসেকে এখন আমি আগলে নিয়ে বেড়াই! You don't know, what a miserable life—I live!

ভূধর। তুমি ইংরেজি জান—আপাতত সেটা না জানালেও চ'লতো!

কুসুম। না—চ'লতো না; আমার ইংরিজি জানার মানে—we are respectable aristocrat, that means you can't possibly be a criminal by profession!

স্মরজিৎ। আপনি একটু অনুগ্রহ ক'রে যদি বাড়ীর ভিতর যান—আমাদের কাজের কথা আছে! সাতকড়ি—

কুসুম। তুমি কথা দেও—গুলিটুলি ক'রবে না! হাজার হোক, তোমরা বাবা ছেলেমানুষ—মাথাগরম! হাতের অস্ত্র, ছুঁড়লেই—এই যা Once done, can never be undone—an awful job, I tell you!

(সাতকড়ির প্রবেশ)

সুরেন্দ্র। এঁকে গিন্নীর কাছে নিয়ে যাও!

কুসুম। আচ্ছা—! [কুসুম ও সাতকড়ির প্রস্থান

স্মরজিৎ। মুখুজ্জে মশায়, আপনি সত্যি ভাগাবান!

ভূধর। হ্যাঁ, তাইতো মনে হ'চ্ছে! এতটা ভাগ্যবান, আগে বুঝিনি—একটু 'লেটে' বুঝলুম!

সুরেন্দ্র। Well—better late than never! কি বলেন মশায়?

ভূধর। মশায়ের নাম? রায়মশায় ব'লে ডাকলেন শুনলুম।

স্মরজিৎ। এঁকে আপনি চেনেন না?

ভূধর। (মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া) হ্যাঁ—মুখচেনা বই কি! দেখেছি, তবে পরিচয়ও নেই—নামটাও জানিনে!

স্মরজিৎ। সুরেনবাবু—আপনি এঁকে চেনেন?

সুরেন্দ্র। না—দেখেছি ব'লেই মনে হ'চ্ছে না। হয়তো উনি দেখেছেন—আমি লক্ষ্য করিনি!

স্মরজিৎ। ইনি কি কাজ করেন, তাও জানেন না বোধ হয়?

সুরেন্দ্র। কেমন ক'রে জানবো?—জানা তো সম্ভব নয়?

স্মরজিৎ। ক'লকাতা শহরে reformed goonda organization আছে—খবর রাখেন?

সুরেন্দ্র। আমিই আপনাকে ব'লেছিলাম। খবর কি ক'রে রাখবো ব'লুন?

স্মরজিৎ। ইনি হ'চ্ছেন সেই দলের সর্দ্দার!

সুরেন্দ্র। ভদ্রলোকের মুখের উপর যখন এত বড় কথা ব'লছেন, তখন তার সম্পূর্ণ প্রমাণ আপনি পেয়েছেন নিশ্চয়ই?

স্মরজিৎ। হ্যাঁ—পেয়েছি। এঁদের কাজ, অত্যন্ত ভদ্রভাবে বালক-বালিকা আর যুবতীহরণ! বাইরের কোন লক্ষণে কিছু বুঝবার উপায় নেই—চমৎকার organization!

সুরেন্দ্র। দেখুন, আপনি যে সমস্ত কথা ব'লছেন—আমিও তা শুনেছি। শুধু শুনেছি কেন?—আপনি জানেন, আমি নিজে ভুক্তভোগী। কিন্তু, আপনার অভিযোগ আপনি যদি প্রমাণ ক'রতে না পারেন, উনি আপনার নামে damage, defamation দু-ই—আনতে পারেন!

স্মরজিৎ। আমার নামে অভিযোগ আনবার যথেষ্ট সুযোগ ওঁকে দিয়েছি; তবু উনি এত তিতিক্ষাশীল ব্রাহ্মণ যে, কিছুতেই পুলিশে খবর দেন নি! তার উপর, অনেক ঘটনার প্রমাণ, 'ডকুমেণ্ট' মায় সাক্ষী সমেত, আমার হাতে আছে। এখন আপনি বলুন, এঁকে নিয়ে কি ক'রবো?

সুরেন্দ্র। আমি তো আপনাকে এবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েকে উদ্ধার করা; গৌণ উদ্দেশ্য,

যারা হরণ ক'রেছে—সেই দলটিকে শাস্তি দেওয়া। মেয়েকেই যখন ফিরে পাওয়া গেল না—আপনি যা ক'রতে চান করুন! আমার আপত্তিও নেই, সমর্থনও নেই—হয় তো অন্য দল!

(সুনীতিকে টানিতে টানিতে কুসুমকামিনী তৎপশ্চাৎ জয়ন্তীর প্রবেশ)

কুসুম। এস, এস—অমন ক'রে লুকিয়ে ব'সে থাকলে চ'লবে না। (স্মরজিতের প্রতি) শোন বাবা, তুমি 'ডিটেক্‌টিভ' হও আর যেই হও, আমি তখন যে কথা ব'লছিলাম, কে একজন কোথায় ব'সে কল নাড়ে, আর ইনি কলের পুতুল—নড়েন চড়েন, ওঠেন, বসেন—সেই কল হ'চ্ছে এই মেয়েটি!

স্মরজিৎ। আপনি যা ব'লেছেন, তার প্রমাণ দিতে পারবেন?

কুসুম। নিশ্চয়ই! আমাদের বাড়ীতে ও প্রায়ই যায়—আমার ছেলে, মেয়ে, যে ছেলেটির সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে—সবাই সাক্ষী দেবে। ওর সঙ্গেই যা-কিছু পরামর্শ! ওই মিটমিটে মেয়ে—ওর চেহারা দেখে ভুলে যেও না! আমার মেয়ে ওর কথায় ওঠে বসে—ছেলেকে পর্য্যন্ত বশ ক'রেছিল। ওর মত শয়তানী আর দুটি নেই! ওর পেট থেকে যদি কথা বার ক'রতে পার, তবেই বুঝবো তুমি 'ডিটেক্‌টিভ'। আসল কর্ত্তা কে, ওই জানে!

স্মরজিৎ। মিস্টার মুখার্জ্জি! আপনার স্ত্রীর অভিযোগ সত্যি?

ভূধর। আমি কোন কথা ব'ল্‌বো না।

স্মরজিৎ। সুনীতি দেবী, আপনি ব'লবেন—আসল লোকটি কে?

সুনীতি। যতখানি বলা যেতে পারে—আপনাকে ব'লেছি। আর প্রশ্ন ক'রবেন না।

স্মরজিৎ। সুরেনবাবু—আপনি সুনীতি দেবীকে জানেন ?

সুরেন্দ্র। আপনিই সেদিন আপনার হোটেলে ওঁকে দেখিয়েছিলেন।

স্মরজিৎ। তার আগে ওঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল ?

সুরেন্দ্র। আপনি তো সন্দেহ ক'চ্ছেন—আসল মানুষ আমি স্বয়ং! আজ আপনার মাথায় সেই রকম সন্দেহই এসেছে। সেইজন্যই মিস্টার মুখার্জিকে এখানে ডেকেছেন—আমি গোড়া থেকেই আপনার মনোভাব লক্ষ্য ক'রেছি। কিন্তু একটা কথা মনে ক'রে দেখুন, আসল মানুষ যদি আমিই হই—আমি আপনাকে সত্যি কথা ব'লবো, এই কি আপনার ধারণা ?

কুসুম। এই মেয়েটা জানে; তুমি ওকে জুলুম কর—ও ব'লবে।

সুরেন্দ্র। স্মরজিৎবাবু, আপনার nonviolent creed-এ এই পর্য্যন্ত যাওয়া চলে—এর পর either you must be violent or you suffer injustice! তাহ'লে আমি পুলিশে ফোন ক'রে দিই, পুলিশ case take up করুক—কি বলেন ?

স্মরজিৎ। না—বসুন! (জয়ন্তীর প্রতি) আপনি এই দিকে আসুন, এই সুনীতিই উৎপলা—আপনি নিশ্চয়ই জানেন ?

জয়ন্তী। সুনীতিকে আমি পরশু দিন প্রথম তোমার বাসায় দেখি। তবে ওকে দেখবামাত্র মেয়ের মতই ওকে ভালবেসেছি—অমন মেয়ে হয় না!

স্মরজিৎ। আমি ব'লছি, আপনি ওঁকে বরাবর জানতেন!

জয়ন্তী। না। এইমাত্র ওর সঙ্গে আমার সত্যি পরিচয় হ'ল। ওকে আমার কাছে পেলে আমি সত্যিই খুশি হব।

স্মরজিৎ; আপনার স্বামী কি কাজ করেন ?

জয়ন্তী। বাড়ীতে ব'সে পড়াশুনো করেন।

স্মরজিৎ। সংসার চলে কিসে?

জয়ন্তী। কারবার আছে—তার আয়ে চলে।

স্মরজিৎ। কিসের কারবার?

জয়ন্তী। 'পার্টনারসিপে'র কারবার—আপিস আছে। মাঝে মাঝে আপিস যান।

স্মরজিৎ। আপিসের ঠিকানা কি?

সুরেন্দ্র। উনি ঠিক ব'লতে পারবেন না। আপিসের এই কার্ড নিন—এতে ঠিকানা লেখা আছে। একদিন সময় ক'রে আপিসে 'সার্চ' ক'রে দেখবেন। ··· মিস্টার আর মিসেস্ মুখার্জ্জিকে আর এখানে বসিয়ে রাখবার কোন দরকার আছে কি? ওঁরা বাড়ী যান। ঠিকানা তো আপনার জানা আছে—দরকার হ'লে ডেকে পাঠাবেন।

স্মরজিৎ। না। সুরেনবাবু, আপনি আমায় জানেন না; মনে রাখবেন, কেউটে সাপ নিয়ে খেলা ক'রছেন!

সুরেন্দ্র। উপমাটা ঠিক হ'ল না স্মরজিৎবাবু! আপনি অহিংস—nonviolent!

কুসুম। তুমি পাঁচজনকে পাঁচকথা কেন জিজ্ঞাসা ক'রছ বাবা? আর কেউ কিছু জানুক না জানুক—তোমার এই সুনীতি দেবী সব জানে। ও মেয়েটি সোজা মেয়ে নয়। ওকে জিজ্ঞাসা কর!

ভূধর। তোমার বড় বাড় বেড়েছে! কে তোমার উপদেশ চাচ্ছে? চুপ ক'রে বসে থাক্‌তে পার না? cantankerous woman!

কুসুম। না পারিনে—cantankerous woman! আহা, মরি মরি

—কি বুদ্ধি! নিজের বুদ্ধিতে চ'লে তো এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছ? যদি বাঁচতে চাও, এখন থেকে আমার বুদ্ধি শুনে কাজ করো। আমি ব'লছি বাবা,—তোমার ওই মিস্টার মুখার্জ্জি আমার সঙ্গে পনের মিনিট কথা ব'লবার অবকাশ পান না—ছেলেমেয়ে কি ক'রছে তা দেখবার সময় নেই—অথচ, সুনীতি বাড়ীতে এলে তার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গোপন পরামর্শ চলে! হয় সুনীতিই সর্ব্বস্ব—ইনি তার হাতের পুতুল, কিংবা যে সর্ব্বস্ব—সুনীতি তার দূতীগিরি করে! তুমি সুনীতিকে জিজ্ঞাসা কর—ও অস্বীকার করুক!

সুরেন্দ্র। সুনীতিকে উনি কোনো কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে চান না—হয়তো সুনীতি সম্বন্ধে ওঁর দুর্ব্বলতা আছে!

জয়ন্তী। ছিঃ, অমন কথা মুখে এনো না—সুনীতি আমার মেয়ে!

স্মরজিৎ। সুরেনবাবু, খোঁচা দিয়ে কথা ব'লে আপনি আমায় দমাতে পারবেন না। আপনি 'দুর্ব্বলতা' ব'লছেন; আমি আরো স্পষ্ট ভাষায় ব'লছি—সুনীতিকে আমি ভালবাসি।

সুরেন্দ্র। বাসুন না—আমার আপত্তি ক'রবার কি আছে! আমার স্ত্রী ওঁকে মেয়ে ব'লেছেন—বেশ তো, আপনি যদি সুনীতি দেবীকে বিয়ে ক'রতে প্রস্তুত থাকেন—আমি উদ্যোগী হ'য়ে বিয়ে দিতে রাজী আছি।

কুসুম। খবরদার বাবা, অমন কাজ—

ভূধর। আঃ—থাম।

স্মরজিৎ। সুরেনবাবু, বলুন, কেন আপনি এমন কাজ ক'রলেন?

সুরেন্দ্র। কি কাজ ক'রেছি?

স্মরজিৎ। আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা ব'লেছেন। আমায় দিয়ে হীন স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা ক'রেছেন। শুনুন—উৎপলা নামে কোন মেয়ে আপনার ছিল না, সুতরাং আপনার মেয়ে হারায়নি, বা চুরি যায়নি !*

সুরেন্দ্র। কিসে সিদ্ধান্ত ক'রলেন? আপনি উৎপলাকে খুঁজে পাননি ব'লে?

স্মরজিৎ। আমি উৎপলাকে খুঁজে পেয়েছি—উৎপলা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে—

সুরেন্দ্র। সুনীতিকে আপনি উৎপলা বল্‌তে চান?

স্মরজিৎ। হ্যাঁ—তাই চাই! উৎপলা আপনার কল্পনা। সুনীতি সেই কল্পনার বাস্তব নারীমূর্ত্তি! আর এই criminal organisation-এর দলপতি আপনি স্বয়ং।

সুরেন্দ্র। গায়ের জোরে প্রমাণ করবেন নাকি?

স্মরজিৎ। না—আপনি ডেকে এনে এ ধাঁধাঁর মধ্যে কেন আমায় ফেল্‌লেন? বলুন কি উদ্দেশ্য ছিল? আপনার পার্টনার মিস্টার মুখার্জ্জিকে খুন করে আমি আপনার পথ পরিষ্কার করে দেব—এই আশায়?

সুরেন্দ্র। হ্যাঁ, তাতে কি প্রমাণ হয়?

স্মরজিৎ। তাতে প্রমাণ হয়—যারা উৎপলাকে হরণ করেছে সে দলের সঙ্গে মিঃ মুখার্জ্জির সংশ্রব আছে।

* ইহার পরবর্ত্তী অংশ একটু পরিবর্ত্তিত আকারে "রঙমহল" রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হইয়াছে। ঠিক যেমনটি অভিনয় হয়, তাহা পরিশিষ্টে দেওয়া গেল। পৃষ্ঠা ১৮২।

সুরেন্দ্র। থাকতে পারে—তারজন্যে কি আমি দায়ি হব?

স্মরজিৎ। মিস্টার মুখার্জ্জি স্বীকার ক'রেছেন, আমিও প্রমাণ পেয়েছি, ওর দল ছ'মাসের ভিতর যত নারী হরণ ক'রেছে, তার মধ্যে 'উৎপলা' ব'লে কোন মেয়ে ছিল না।

সুরেন্দ্র। মিস্টার মুখার্জ্জি যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির তার কোন প্রমাণ আছে? উৎপলাকে হয় তো তারা কল্‌কাতার বাইরে নিয়ে গেছে।

স্মরজিৎ। আপনি উৎপলার যে বর্ণনা দিয়েছেন—যে রূপ, গুণ, বয়স, চরিত্রের কথা ব'লেছেন—সে কেবল একটি মেয়েরই হ'তে পারে—সংসারে দুটো উৎপলা জন্মায় না. যমজ বোন দেখ্‌তে এক হ'লেও চরিত্র দু-রকম হয়!

সুরেন্দ্র। বুঝতে পেরেছি আপনাকে উৎপলায় পেয়েছে। সুনীতি দেবীকে উৎপলা মনে ক'রেই আপনার এই বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়েছে!

স্মরজিৎ। না—আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি সুরেনবাবু, বুদ্ধি ঠিকই আছে। সুনীতি, না—আমি তোমায় উৎপলা বলেই ডাক্‌বো—উৎপলা নামটি আমি ভালবাসি। তোমার সুনীতি নামের সঙ্গে কলঙ্ক জড়ানো আছে, গ্লানি মাখানো আছে, তোমার উৎপলা নাম যারই দেওয়া হ'ক্—এখনো পবিত্র! সুরেনবাবু, হাস্‌বেন না—উৎপলা, আমি তোমায় ভালবাসি—

সুনীতি। আমায় ভাল বেস না—আমার অদৃষ্ট ভাল নয়!

স্মরজিৎ। আমি অদৃষ্ট মানিনে, ভাগ্য মানিনে! দুর্ভাগ্য-সৌভাগ্য মানুষের নিজের সৃষ্টি। আমি তোমায় দুর্ভাগ্যের ভিতর থেকে উদ্ধার করবো—বাইরে নিয়ে যাব।

সুনীতি। তুমি পারবে না! লোকে তোমায় নিন্দে করবে—পাঁচজনে পাঁচ

কথা বল্‌বে। আমি তো তোমায় সব কথা ব'লেছি। অসম্ভব কখনো সম্ভব হয় না। তোমার দেখা পেয়েছি, এই যথেষ্ট।

স্মরজিৎ। তুমি আমায় ভালবাস— উৎপলা।

সুনীতি। আমায় জিজ্ঞাসা কোর না। মুখের কথায় তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না।

স্মরজিৎ। আমি মনে ক'রেছিলাম—সকলের সাম্‌নে তোমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো না—কিন্তু জিজ্ঞাসা না ক'রে উপায় নেই। শুধু একটি কথা! ভেবেছিলাম সুরেনবাবু আর ভূধরবাবুকে নিয়েই বোঝাপড়া করবো—তোমায় এর ভিতর ডাক্‌বো না, কিন্তু তুমি নিজেই এসেছ!

সুনীতি। বল।

স্মরজিৎ। আজ তিন-চার বছর ধ'রে তুমি সুরেনবাবুকে জান? হাঁ।— কি-না?

সুরেন্দ্র। যদি সুনীতি বলে—তিন-চার বছর ধ'রে সে আমায় জানে— তাতে কি প্রমাণ হবে! অনেক মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ থাক্‌তে পারে! আমি স্বীকার কচ্ছি, সুনীতি আমায় জানে।

স্মরজিৎ। আর প্রমাণের আমার দরকার নেই! আপনিই সেই—you are inhuman. আপনার উদ্দেশ্য এখন আমি জলের মত বুঝতে পাচ্ছি। মৃত্যুর সাম্‌নে দাঁড়িয়েও মিস্টার মুখার্জ্জি আপনার নাম করেন নি—কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য ছিল ওঁকে সরানো। আমি বহু পাষণ্ড দেখেছি, অনেকের কথা বইয়ে পড়েছি, আপনার মত আর একটিও দেখিনি!

সুরেন্দ্র। যে স্ত্রীলোকের রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তার সব কথা বিশ্বাস করে—সে

যেন সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চরিত্র সমালোচনা না করে। তুমি রূপমুগ্ধ—তোমার কথার কোন মূল্য নেই।

স্মরজিৎ। কি—কি, তুমি আমায় কি বল্‌তে চাও?

সুরেন্দ্র। শোন, এই সুনীতি কি, তুমি জান না। তুমি সুনীতির কথা সত্যি মনে করেছ, আমার কথা মিথ্যে ভেবেছ,—এর অর্থ এই—সুনীতি সুন্দরী—তার তুমি রূপমুগ্ধ! কেন তুমি সুনীতির কথা বিশ্বাস কর্‌বে আর আমার কথা বিশ্বাস করবে না? তোমার সত্য মিথ্যার মাপকাঠি,—নারীর রূপ!

স্মরজিৎ। সুনীতি কি, আমি জানি—তুমি কি, তাও বুঝেছি। তোমায় শাস্তি পেতে হবে, মরতে হবে! তুমি অনেকের সর্ব্বনাশের কারণ হ'য়েছ—তোমায় মর্‌তে হবে!

সুনীতি। ছিঃ, এ কি! তুমি অহিংসব্রত নিয়েছ! কংগ্রেস অহিংস!

(স্মরজিৎ পিস্তল বাহির করিলেন—সকলে শঙ্কিত হইলেন—সুনীতি শান্তভাবে স্মরজিতের হাত হইতে পিস্তল কাড়িবার সময়, গুলি তাহার বুকে লাগিল)

স্মরজিৎ। উৎপলা, উৎপলা—কি, গুলি তোমার গায়ে লেগেছে?

সুনীতি। হ্যাঁ—ঠিকই হ'য়েছে। তবে তোমার গুলিতে আমি ম'রবো না, পিস্তল আমার হাতে আসার পর গুলি আমার গায়ে লেগেছে—পায়ের ধুলো দাও—(জয়ন্তীর প্রতি) মা, তুমি আমার কাছে এস, তোমার কোলে শুয়ে মর্‌বো; ছেলেবেলায় কোলে নিয়ে ছিলে—আজ শেষ সময় তোমার কোলেই মরি। মা, তুমি সাক্ষী রইলে, ব'লো আমার মৃত্যুর জন্য আমি নিজেই দায়ি। আমায় বড় ভালবাসে অনিলা, প্রতিভা আর চিত্রা, তাদের খবর দিও; (মৃত্যু)

দৃশ্যান্তর

(অন্য ঘর—সন্ধ্যার আলো-ছায়ায় সুনীতির জীবনের মত
ঘরখানিও যেন রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে—কিছুক্ষণ
সুরেন্দ্র ও ভূধর নির্ব্বাক)

ভূধর। তা'হলে এইখানেই শেষ?

সুরেন্দ্র। সেই রকমই মনে হচ্ছে।

ভূধর। তুমি শেষ ক'রতে চেয়েছিলে—তা তো কোন দিন আমায় বলনি?

সুরেন্দ্র। তুমি তো জান—যে বিষবৃক্ষ রোপণ করে—তার নিজের সে গাছ কাট্‌তে মোহ হয়। আমি সুনীতিকে সুপাত্রে দান কর্‌তে চেয়েছিলাম—ওকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম—

(প্রথমে স্মরজিৎ প্রবেশ করিলেন, একটু পরে জয়ন্তীও ঘরে আসিলেন)

Hospital-এ remove করা সম্ভব হবে?

স্মরজিৎ। না—উৎপলা এই মাত্র মারা গেল!

জয়ন্তী। দুদিনের জন্যে দেখা দিয়ে আমায় অপরাধী ক'রে গেল!

স্মরজিৎ। কিন্তু কে দায়ি? উৎপলার মৃত্যুর জন্যে কে দায়ি?

সুরেন্দ্র। একমাত্র আমিই দায়ি, আর কেউ নয়! স্মরজিৎবাবু, আপনার অনুমান সত্য। এ দল আমার, আমার পরিকল্পনা, আমার সৃষ্টি! দিন দিন এর কাজ, এর শক্তি, এত বেড়ে চ'লেছিল যে, আমি কিছুদিন থেকে শঙ্কিত হ'য়ে পড়ি, ধরা পড়বার ভয়ে নয়—আমি মনে করেছিলাম—হয় এর ধ্বংস হবে না হয় এর রূপান্তর ঘট্‌বে। আমি আপনাকে অত্যন্ত খাঁটি মানুষ ব'লে জানি—তাই একে পরীক্ষা ক'রবার ভার দিয়েছিলাম আপনাকে—একদিন আমিও খাঁটি মানুষ ছিলাম—মিষ্টার

মুখার্জিও খাঁটি মানুষ ছিলেন! নারীরক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল,—একদিন যে নারীকে রক্ষা করি সে এইমাত্র মারা গেল,—এই সুনীতি—আপনি ঠিকই অনুমান ক'রেছিলেন— উৎপলা আমার কল্পনা!

জয়ন্তী। কিন্তু ওর নাম সত্যিই উৎপলা—আর এ নাম আমারই দেওয়া!

সুরেন্দ্র। তুমি তো সুনীতিকে চিনতে না!

জয়ন্তী। এই মাত্র ওর কাহিনী শুনলাম—ওকে কতদিন খুঁজেছি, পাইনি। ও আমার ছেলে বেলার সইয়ের মেয়ে—ওর মা আর আমি এক গাঁয়ের! ওর যখন দু'বছর বয়স, তখন ওর মা মারা যায়—আমারই চোখের সামনে! ওর মা ওর নাম রাখে উৎপলা—সে কথা আমি জানতেম—ও জানে না।

স্মরজিৎ। (জয়ন্তীর প্রতি) আপনি সুরেনবাবুর উপদেশ মত উৎপলার নাম নিয়ে আমার কাছে মিথ্যে গল্প করেছিলেন—মাতৃস্নেহের ভান করে ছিলেন!

জয়ন্তী। সেই অবধি মনে শান্তি পাইনি বাবা। এখন বুঝতে পাচ্ছি— আমি অপরাধ করেছি। আমার স্বামী আমায় কখনো, কোন আদেশ করেন নি। তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলি এটা উনি চেয়েছিলেন। ওর মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ি।

স্মরজিৎ। আমি এখনো বুঝতে পাচ্ছিনে সুরেন বাবু—কেন আপনি আমার সঙ্গে এ ব্যবহার কল্লেন!

সুরেন্দ্র। কি জানি কেন! আমি চিরদিন খেয়ালী। কংগ্রেসের non-violent creed-কে আমি উপহাস ক'রতেম, হয় তো non-violent creed পরীক্ষা করবার জন্যে আপনাকে ডাকি!

স্মরজিৎ। তাই কি?

সুরেন্দ্র। যে কারণেই হ'ক্—সব দিক থেকে আমিই সর্ব্বপ্রধান অপরাধী, এর প্রায়শ্চিত্ত আমাকে কর্‌তে হবে।

স্মরজিৎ। কি প্রায়শ্চিত্ত করবেন?

সুরেন্দ্র। এখনই পুলিশ আস্‌বে, আমি ধরা দেব। ভূধর, তুমি আমার স্ত্রীকে দেখো। আমার ভাগে যে টাকা জমেছে সে টাকা তুমি স্মরজিৎবাবুর হাতে দিও, উনি দেশের কাজে খরচ ক'রবেন।

স্মরজিৎ। আমি আপনার টাকা নেব না।

সুরেন্দ্র। সত্যিকার অন্যায় কাজ আমরা করিনি স্মরজিৎবাবু—বড়লোকের টাকা নিয়েছি—গরীবকে দান ক'রেছি। তবু আজ আমি স্বীকার কচ্ছি, একাজ ভাল নয়, পাপের বীজ কোথায় লুকানো ছিল, অর্থলিপ্সা, তাঁর জন্যেই এই পবিত্র কুমারী জীবন দিল! আমায় রক্ষা করবার জন্যে সত্য কথা বলেনি! আপনি নিজের দায়িত্বে এ টাকা না নেন, কংগ্রেসের হাতে দেবেন। এখনি পুলিশ আস্‌বে—তোমরা চলে যাও—যাও, ভূধর বাড়ী যাও।

ভূধর। তুমি জান, সুনীতির মত, বাঁচি আর মরি—তোমাকে ছেড়ে যাবার উপায় আমার নেই!

সুরেন্দ্র। তুমি যাবে না?

ভূধর। না!

(কুমুদের প্রবেশ

কুমুদ। বাবা!

ভূধর। কিরে কুমুদ, তুই এখানে কেমন ক'রে এলি?

কুমুদ। মা 'ফোন' ক'রেছিল! কিন্তু এসব কি! সুনীতি দেবীকে কে খুন করেছে?

ভূধর। খুন ঠিক নয়, তবে—তোমার মাকে নিয়ে বাড়ী যাও।

কুমুদ। তুমি?

ভূধর। আমার কতদূর কি হয় বলা কঠিন! এখন থেকে চিত্রা আর তোমার মায়ের ভার তোমাকে নিতে হবে।

কুমুদ। কিন্তু তুমি তো সুনীতি দেবীকে শ্রদ্ধা ক'রতে বাবা!

ভূধর। শ্রদ্ধা এখনো করি। অমন আর একটি মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি কুমুদ। আমারও ইচ্ছে হ'য়েছিল—সুনীতিকে পুত্রবধূ ক'রে ঘরে আন্‌বো। তবে আমি জান্‌তেম—আমাদের ঘরের চেয়ে ওর প্রাণ অনেক বড়!

কুমুদ তোমায় 'এ্যারেস্ট' ক'র্‌বে?

ভূধর। হুঁ—সেই রকমই তো মনে হচ্ছে—তোমার মাকে নিয়ে বাড়ী যাও—দেরি কোর না।

কুমুদ। বাবা, আমি অনেক দিন আগেই বুঝ্‌তে পেরেছিলাম, তুমি অন্যায় কাজ কচ্ছ, গোপন কাজ কচ্ছ। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হ'ত, তোমায় বারণ করি। কিন্তু—তুমি তো খারাপ লোক নও বাবা!

ভূধর। তুমি বাড়ী যাও—চিত্রাকে বুঝিয়ে বলো, সুনীতির জন্যে কাঁদে কাঁদুক—আমার জন্যে যেন দুঃখু না করে।

কুমুদ। আমি একবার সুনীতি দেবীকে দেখ্‌ব!

ভূধর। ঐ ঘরে।

কুমুদ। বাবা তুমি সংসারের ভাবনা ভেব না—সংসারের ভার আমি নিলাম। তোমায় বাঁচাবার কোন উপায় নেই?

ভূধর। আগে থেকে বিচলিত হ'য়ো না—বাড়ী চ'লে যাও।

সুরেন্দ্র। স্মরজিৎবাবু, আপনি ?

স্মরজিৎ। আমি আর কোথায় যাব বলুন! আমার তো বাড়ী নেই, পুলিশ আসুক—তারপর যা হয় হবে। উৎপলার মৃত্যুর জন্যে কে দায়ি জানেন ?

সুরেন্দ্র। বলুন—

স্মরজিৎ। আমার নিজের অহিংসা-নীতির উপর অবিশ্বাস। কুক্ষণে আমি মিস্টার মুখাজির আশ্রমে ভয় দেখাবার জন্যে এই মারণ অস্ত্রে হাত দিই। আমরা সবাই আগুন নিয়ে খেলা করেছি। এ খেলায় যে সব চেয়ে পবিত্র সেই আগে পুড়ে ম'ল!

সুরেন্দ্র। (ফোনে) হ্যালো! পুলিশ স্টেশন শ্যামপুকুর—কে আপনি ? নমস্কার! নেবুবাগান থেকে কথা বল্‌ছি—সুরেন রায়—হ্যাঁ। নমস্কার! একবার আসতে হবে আমার বাড়ীতে—হ্যাঁ, ডেথ্—এক্সিডেণ্ট বল্‌তে পারেন, মার্‌ডার বল্‌তে পারেন, সুইসাইড ব'ল্‌তে পারেন—as you like it—এসে দেখুন—হ্যাঁ—আত্মীয়া—পরমাত্মীয়া! আমি, আমি বাড়ীতেই আছি।

সুরেন্দ্র অনেকক্ষণ কোন কথা বলিলেন না
নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে চারিদিক ঘুরিলেন

বড় ক্ষোভ হচ্ছে স্মরজিৎবাবু। আমি নিঃসন্তান, এই মেয়েটিকে আমি সত্যি নিজের মেয়ের মত ভাল বাস্‌তাম। মাঝে মাঝে মনে হ'ত উপযুক্ত পাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে ওকে সংসারী ক'রে যাব—রাবণ রাজার স্বর্গের সিঁড়ি তৈরির মত —মানুষের অনেক সংসঙ্কল্প কাজে পরিণত হয় না—আমারও

হয়নি। আপনিই ছিলেন এর একমাত্র যোগ্য পাত্র; আশ্চর্য্য মেয়ে—ঠিক এমনটি বোধ হয় আপনিও দেখেন নি! মৃত্যুর ভয় ছিল না, জীবনের মমতা ছিল না—অথচ যত মানুষ ওর সঙ্গে আলাপ ক'রেছে, সবাই মনে করেছে—সুনীতির চেয়ে বড় বন্ধু তার নেই। এমন একটা সুন্দর জীবন আমার ভুলে নষ্ট হ'য়ে গেল!—তবু তার জীবন সার্থক—জয়ন্তীকে মা ব'লে ডেকেছে, মরবার আগে আপনার দেখা পেয়েছে, আপনাকে ভাল বেসেছে—

"যে ফুল না ফুটিতে পড়িল ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা—
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা!"

(পুলিশ কর্ম্মচারীগণের পায়ের শব্দ শোনা গেল
ইনস্‌পেক্টর প্রবেশ করিলেন)

সুরেন্দ্র। এই যে আসুন—পাশের ঘরে ডেড্‌ বডি আছে, চলুন—

ইন্‌সপেক্টর। আপনার আত্মীয়া!

সুরেন্দ্র। মেয়ের মত! আসুন!

(পুলিশ কর্ম্মচারীকে লইয়া সুরেন রায় পাশের ঘরে গেলেন)

যবনিকা

পরিশিষ্ট

চতুর্থ অঙ্ক—১৬৪ পৃষ্ঠার তারকাচিহ্নিত অংশের পর হইতে পরিবর্ত্তিত অংশ

(সুরেন্দ্র, ভূধর, স্মরজিৎ, সুনীতি ইত্যাদি)

সুরেন্দ্র। কিসে সিদ্ধান্ত ক'রলেন?—আপনি উৎপলাকে খুঁজে পাননি ব'লে?

স্মরজিৎ। উৎপলাকে কেউ খুঁজে পাবে না। কারণ, আপনার কোনও দিন মেয়েই ছিল না—তা উৎপলা! উৎপলা আপনার নিছক কল্পনা। আর সুনীতির সঙ্গে তার এত মিল,—নিশ্চয়ই তার সঙ্গে আপনার দীর্ঘ দিনের পরিচয়। আপনি এই দলের সর্ব্বেসর্ব্বা। আপনার নামই এঁরা—মানে, সুনীতি আর ভূধর-বাবু—প্রাণপণে গোপন ক'রবার চেষ্টা ক'রেছেন।

সুরেন্দ্র। Wonderful Logic!

স্মরজিৎ। Logic-এ খুঁত থাকতে পারে,—কিন্তু এ নিশ্চিত! আপনি ডেকে এনে এ ধাঁধায় কেন আমায় ফেললেন—বলুন? কি উদ্দেশ্য ছিল? আপনার পার্টনার মিস্টার মুখার্জ্জিকে খুন ক'রে আমি আপনার পথ পরিষ্কার ক'রে দেব, এই আশায়?

সুরেন্দ্র। আপনার কথার কোন অর্থ আমি বুঝতে পাচ্ছি নে—স্মরজিৎবাবু!

স্মরজিৎ। বুঝতে পাচ্ছেন না! গুণ্ডারা আপনাকে যে চিঠি দিয়েছিল, এই দেখুন সেই চিঠি। এতে মিস্টার মুখার্জ্জির বাড়ীর ঠিকানা আছে।

সুরেন্দ্র। হ্যাঁ?—তাতে কি প্রমাণ হয়?

স্মরজিৎ। তাতে প্রমাণ হয়—যারা উৎপলাকে হরণ ক'রেছে, সে দলের সঙ্গে মিস্টার মুখার্জ্জির সংস্রব আছে।

সুরেন্দ্র। থাকতে পারে!—তার জন্যে কি আমি দায়ি হব?

স্মরজিৎ। দায়ি এই জন্যে—যে, উৎপলার অস্তিত্বই নেই, তার হরণের সঙ্গে ভূধরবাবুর নাম যোগ ক'রে আমায় ভূধরবাবুর বিরুদ্ধে চালিত ক'রেছেন। ভূধরবাবু, এই দেখুন সেই চিঠি! এই চিঠির সূত্র ধ'রে, আপনার সমস্ত কার্য্যের সন্ধান আমি পাই। এই চিঠি—ইনি আমায় দিয়েছেন। বুঝতে পারছেন? ইনি আপনার হিতৈষী নন? এখনো বলুন ভূধরবাবু, ইনি আপনাদের প্রধান কি-না?

ভূধর। একখানা চিঠি দেখিয়ে কথা আদায় ক'রে নেবেন—ব্যাপার অত সোজা নয়! এই চিঠি যে, আপনার নিজের রচনা নয়—কি ক'রে প্রমাণ ক'রবেন?

স্মরজিৎ। সুনীতি, তুমি সাক্ষী! এঁদের মেয়ে উৎপলা—তুমি কি-না দেখতে এঁরা স্বামীস্ত্রীতে আমার হোস্টেলে যান নি?

সুরেন্দ্র। গিয়েছিলাম—তাতে কি সিদ্ধান্ত হয়?

স্মরজিৎ। তাতে সিদ্ধান্ত হয়, এই চিঠি আমার রচনা নয়—আপনার রচনা।

সুরেন্দ্র। হ্যাঁ—এই চিঠি আমি আপনাকে দিই।

স্মরজিৎ। তবে?

সুরেন্দ্র। 'তবে' আর কি? এই চিঠি আমি ডাকবাক্সে পাই—উৎপলা ব'লে মেয়ে আমার থাকুক, আর নাই থাকুক। এই চিঠি আমি

পাই, আর তার রহস্য ভেদ ক'রতে আপনাকে দিই—তাতেই কি আমি অপরাধী?

স্বরজিৎ। শুধু অপরাধী নন্—you are inhuman! মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও মিস্টার মুখার্জ্জি আপনার নাম করেননি,—কিন্তু আপনি এঁরই সর্ব্বনাশের প্ল্যান ক'রছেন। সুনীতি, তুমি আমায় সব ব'লেছ—শুধু এঁর নামটি বলনি; কেন বলনি? —ইনি এমন কি? বুঝতে পারছ না? ইনি শয়তান! তোমাদের দ্বারা কাজ উদ্ধার ক'রে তোমাদেরই ফাঁসাতে যাচ্ছেন! নীরব থেকো না। তোমায় আমি ভালবাসি— তোমায় এ জাল থেকে মুক্ত ক'রতে চাই।

সুরেন্দ্র। বেশ তো।—বিয়ে ক'রে নিয়ে চ'লে যান না?

স্বরজিৎ। হ্যাঁ—সুনীতিকে বিয়ে ক'রে নিয়ে যাই, আর ভূধরকে জেলে পাঠিয়ে দি,—আর তুমি একা এই অগাধ সম্পত্তি ভোগ কর? —অত সহজ নয়! তোমায় শাস্তি পেতে হবে—ম'রতে হবে। তুমি অনেকের সর্ব্বনাশের কারণ হ'য়েছ। তোমায় ম'রতেই হবে। (পিস্তল বাহির করিল

সুনীতি। (বাধা দিয়া) ছিঃ ছিঃ—এ কি! তুমি না অহিংস-ব্রত নিয়েছ?

স্বরজিৎ। হ্যাঁ,—নিয়েছিলুম; কিন্তু তোমরা আমায় হিংসা নিতে বাধ্য ক'রছ! কেন ব'লছ না এঁর নাম?

(বলিতে বলিতে সুরেনের টেবিলের দিকে অগ্রসর হইয়া পিস্তল রাখিয়া দিল)

স্বরজিৎ। এখনো বল সব সত্য কথা! এখানে আর কেউ নেই—তুমি, ভূধর, সুনীতি—বাইরের শুধু আমি। সুনীতির হ'য়ে আমি ব'লছি—সুনীতি একটি পয়সা চায় না। সুনীতি দল ছেড়ে

চ'লে যাবে। (ভূধরের দিকে) আর ভূধরবাবু, আপনিও না হয় অর্থের লোভ ছেড়ে দিন—আপনার আনন্দের সংসার, ছেলে রোজগার ক'রতে আরম্ভ ক'রেছে।

ইতিমধ্যে স্থরেন টেবিল হইতে পিস্তল লইয়া স্মরজিতের পৃষ্ঠ লক্ষ্য করিতে স্থনীতি পিস্তল বাহির করিয়া স্থরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিল)

স্থনীতি। সাবধান মিস্টার রায়!

স্মরজিৎ। (স্থনীতির দিকে ফিরিয়া) হাঃ—হাঃ—হাঃ! পিস্তল রেখে দাও স্থনীতি, দরকার হবে না। রায়মশায়, ও পিস্তল খালি—গুলি নেই! গুলিভরা পিস্তল তোমার হাতের কাছে রেখে স'রে আসবো—কাঁচা ব'লে আমি অত কাঁচা নই! দেখলে?—তোমরা যা ব'লতে চাওনি, এ পিস্তল তা ব'লে দিলে? এইবার পুলিশে ফোন করি রায়মশায়!

স্থরেন্দ্র। ভূধর!

স্মরজিৎ। ভূধর তা হ'লে তোমার আপনার লোক?

(ততক্ষণ ভূধর পিস্তল বাহির করিলেন)

স্থরেন্দ্র। হ্যাঁ আপনার লোক; আর তার হাতের পিস্তল খালি নয়!

ভূধর। না—খালি নয়! স্মরজিৎবাবু, আপনার 'ফোন' পেয়ে ভেবেছিলাম—আপনার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া আজই হবে। তাই নিঃসম্বলে আসিনি। স্থনীতি, তোমার পিস্তল বার ক'রবার দরকার হবে না। স্মরজিৎ শুধু তোমার প্রণয়ী নয়—আমারও বন্ধু! কার সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রতে হবে—এখন আমি বুঝেছি; রায়!

(ভূধর সুরেন্দ্রকে গুলি করিল—সে পড়িয়া গেল)

সুরেন্দ্র। ভূধর!

ভূধর। স্মরজিৎবাবু! এইবার পুলিশে 'ফোন' ক'রুন। রায় গেল, আমিও যাব—সুনীতিকে নিয়ে আপনি চ'লে যান! ছেলেটা পাগল,—কিন্তু সংসারের ভার নিতে পারবে। যদি পারেন, যে মেয়েগুলি আমাদের হাতে আছে, তাদের সত্যিকারের ব্যবস্থা ক'রে দেবেন—সত্যিকারের নারীরক্ষা!

সুরেন্দ্র। (উঠিতে চেষ্টা করিয়া) Well done—ভূধর! তোমার পিস্তলটা শীগ্‌গির আমার হাতে দাও, আমি আত্মহত্যা ক'রেছি! তোমার সংসার আছে—তুমি থাক। তোমায় ভুল বুঝেছিলাম। তোমারও যে দল ভাঙ্গবার ইচ্ছে হ'য়েছে, বুঝতে পারলে স্মরজিৎকে এর মধ্যে আনতাম না। তবে তাকে এনে ভালই ক'রেছি। সুনীতির জন্যে এখন আমি নিশ্চিন্ত। সুনীতি, কাছে এস—জয়ন্তীকে মা বলে ডেক! তোমার 'ফো'টো' দেখিয়ে দেখিয়ে তাকে উৎপলার মা দাঁড় করাতে আমার ছ'মাস লেগেছে! সে এখন হিপ্নোটাইজড্। সে সত্যি মনে করে—তার মেয়ে উৎপলা চুরি গেছে! তোমার 'ফোটো' তার উৎপলার 'ফোটো'—তুমি তার উৎপলা। Give me your পিস্তল—I am still alive, I am still in command, দাও—

(উভয়ে পিস্তল রাখিল)

সুরেন্দ্র। সব কটাই আমার পিস্তল—কোনটার লাইসেন্স আছে,

কোনটার লাইসেন্স নেই! স্মরজিৎ—my boy—quick—
কাগজকলম? এখনো পার্‌বো, লিখে যাই দাও।
I have commited suicide,
—Roy.

(কুসুম ও জয়ন্তীর প্রবেশ)

কুসুম। এ কি!

জয়ন্তী। শেষ আত্মহত্যাই ক'রলে! আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে এত মিথ্যে কথা ব'লিয়ে নিলে?—তবু আত্মহত্যাই ক'র্লে

সুনীতি। (জয়ন্তীকে ধরিয়া) মা!

যবনিকা

এই গানগুলি রঙ্ মহলের অভিনয়ে গাওয়া হয়:

১নং গীত—চিত্রা

পথ চাহি দিন যায়
সে তো নাহি এলো হায়,
আমারই এ বনছায়
ফোটে ফুল পাখী গায়।
হৃদয়ের তাল গুনি
সে চরণ ধ্বনি শুনি
চকোর চাঁদের চাহি
মিলনের গান গায়!

২নং গীত—সুনীতি

স্বপনের বাতায়নে
চেয়ে থাকি—
সুদূরে তারি লাগি
মোর বনছায়
কুসুমে সুধায়
হিয়া তলে বাঁধিল যে রাঙা রাখি।
মন ভবনের
মধু স্বপনের
অদেখার তীরে সে কি যায় গো ডাকি॥

৩নং গীত—প্রতিভা

বলবল সখা তরণী ভিড়াবো কি
এ ফুল ফুটেছে ব্যথার করুণ কেতকী
ও কূলে পাখীরা ঘুমালো কুলায়
নব নীল রেণু লুটালো ধূলায়
ঢেউ গুলি ওঠে চাঁদেব কিরণ ছলকি।
দুকূলছাড়ায়ে মোরা ভেসে যাই যে কোন দেশে
প্রাণে সাগরে সেথা কি প্রাণের তটিনী মেশে,
চল চল বঁধু কূল ছেড়ে যাই
কূল-হারাবার গানখানি গাই
মোব হসি ওঠে তোমার পরশে ঝলকি।

৪নং গীত—ছাত্রী

দোলে হিন্দোলে শ্যাম রায়
শাওন গহনে কদম্ববন-ছায়।

৫নং গান নাটকের ভিতরেই আছে

৬নং গীত—ছাত্রীগণ

পূজারিণী—প্রেমের পূজারিণী
পূর্ণ যে তার প্রাণের দেবালয়।
তুই পরশ্রাগে মধুর হলি
হ'ল জীবন মধুময়॥
তোর প্রাণের মাঝে মৃদং বাজে

(বাজে) আকুল রাগিণী।

আপনারে তুই পূজার ফুলে

বিলিয়ে দে তার চরণ-মূলে

মন্দ-ভাল, জয়-পরাজয়,

সঞ্চয়-অপচয়—

যেন প্রণাম হ'য়ে দয়াল প্রভুর চরণ ছুঁয়ে রয়।

সে যে বল্‌বে এসে, বঁধু চিনি তোমায় চিনি॥

৭নং গীত—ঝিঝিঁট

দখিনা সমীরণে মোর গান ভেসে যায়

কোকিলের মধু কলতান যেথা হায়

গোলাপে রঙায়

হেথা হায় চামেলী বনে

চেয়ে থাকে চাঁদ আনমনে

অজানা জনেরে যেন মোর গান

আবেশে সুধায়॥

৮নং গীত—চিত্রা

তোমারে হায় রাখিতে চাই

আমার হিয়ার হারে।

স্বপন ছায় তোমারে পাই

তৃষিত আঁখির পারে।

—শেষ—